Digitization by eGangotri and Sarayu Trust

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Library

SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM

Bhadaini, Varanasi-1

No. 3/268

Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 N.P. daily shall have to be paid.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

39

3/268

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশুদ্ধবাণী

সপ্তম ভাগ

LIBRARY
No. 3/268
Shri Shri ... mayee Ashram
BANARAS

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ
সম্পাদিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Presented to Ma Anandamayee Ashram, Varanasi.

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশুদ্ধবাণী

4.9.70

Sahimatt Kaviraj

সপ্তম ভাগ

LIBRARY 3/268
No. 567 8/89
Shri Shri ... mayee Ashram
BANARAS.

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্
সম্পাদিত

From;-
Managing Shebait,
Sri Bishuddhanando Kanan ...
C 21/2; Maldahia,
P.O. VARANASI-2, U. P.

'বিশুদ্ধানন্দ কানন' আশ্রম
মালদহিয়া, ৺কাশীধাম।
সন ১৩৬৬ সাল

সর্ব্বসত্ত্ব সংরক্ষিত]

[মূল্য দুই টাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক—
শ্রীজ্যোতির্ম্ময় গাঙ্গুলী
৮৯ ফীডার রোড, বেলঘরিয়া,
জেলা ২৪ পরগণা।

—প্রাপ্তিস্থান—

১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ,
বিশুদ্ধানন্দ কানন, মালদহিয়া, বারাণসী।
অথবা
২ এ, সিগরা, বারাণসী।

২। জ্যোতির্ম্ময় গাঙ্গুলী,
৮৯ ফীডার রোড, বেলঘরিয়া,
জেলা ২৪ পরগণা।

৩। শ্রীফণিভূষণ চৌধুরী,
৭৭ (বি), কালী টেম্পল রোড,
কালীঘাট, কলিকাতা-২৬।

৪। শ্রীসরোজমোহন চট্টোপাধ্যায়,
বিশুদ্ধ আশ্রম, বর্দ্ধমান।

৫। মহেশ লাইব্রেরী,
২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২।

মুদ্রক—কমলা প্রেস
বারাণসী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—সূচীপত্র—

পৃষ্ঠা

১। দেব্যা নানা ভজনানি (কবিতা)—শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত ২

২। শ্রীশ্রী৺গুরুদেব স্মরণে (পূর্ব্বানুবৃত্তি)
শ্রীমুনীন্দ্রমোহন কবিরাজ ৫

৩। অব্যক্ত কথাগুলি (কবিতা)—শ্রীপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় ২৮

৪। বন্দনা—শ্রীজ্যোৎস্নারাণী দেবী ৩২

৫। শ্রীগুরু-চরণে (পূর্ব্বানুবৃত্তি)—শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ ৩৭

৬। অদ্যাপি হ সেই লীলা (পূর্ব্বানুবৃত্তি)—সম্পাদক ৭৫

৭। শ্রীগুরু-মহিমা—শ্রীমোহিনীমোহন সান্যাল ৭৮

৮। শ্রীগুরু-স্মৃতি-প্রসঙ্গ (পূর্ব্বানুবৃত্তি)—শ্রীবীণাপাণি দেবী ৮৬

৯। সামরস্য বা মহামিলন—শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ ৯৫

১০। শ্রীগুরুর লীলা—শ্রীযোগমায়া দেবী ১১৯

১১। মনের কথা—শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত ১৪৪

১২। শ্রীগুরু স্মৃতি—শ্রীনারায়ণচন্দ্র মুখার্জ্জী ১৫৫

১৩। শেষ স্মৃতি—একটি ভক্ত—কটক ১৬০

১৪। অলৌকিক— ১৭৪

১৫। মিছা ভয় (কবিতা)—শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত ১৭৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

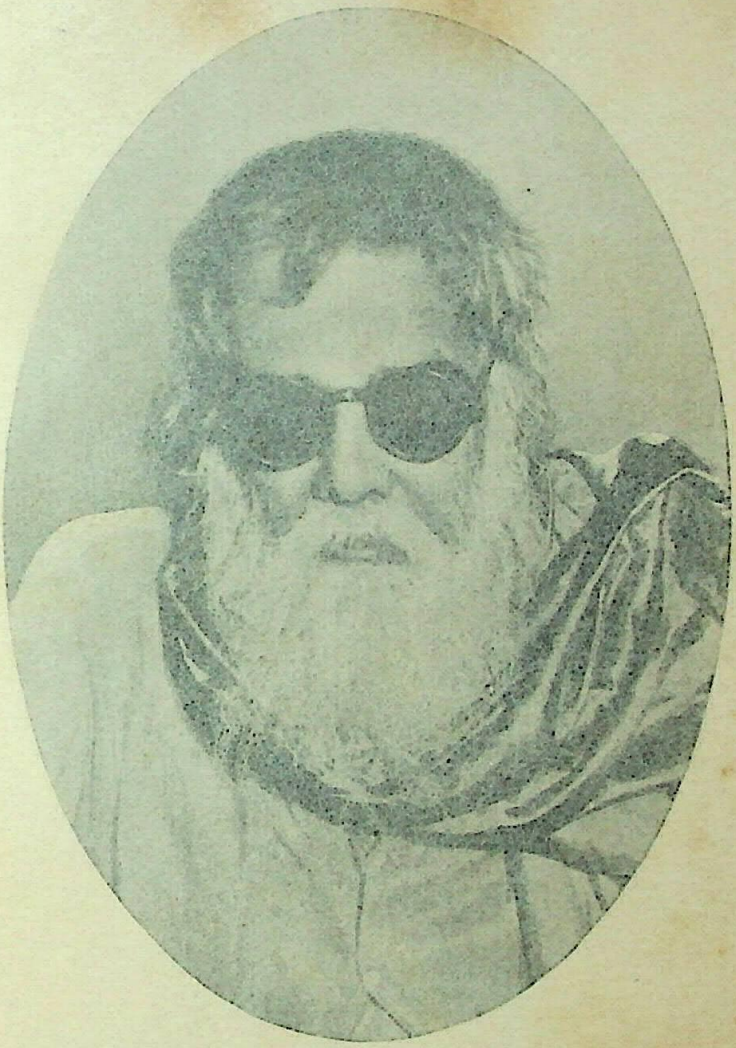

যোগিরাজাধিরাজ শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব

(শেষ ছবি)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

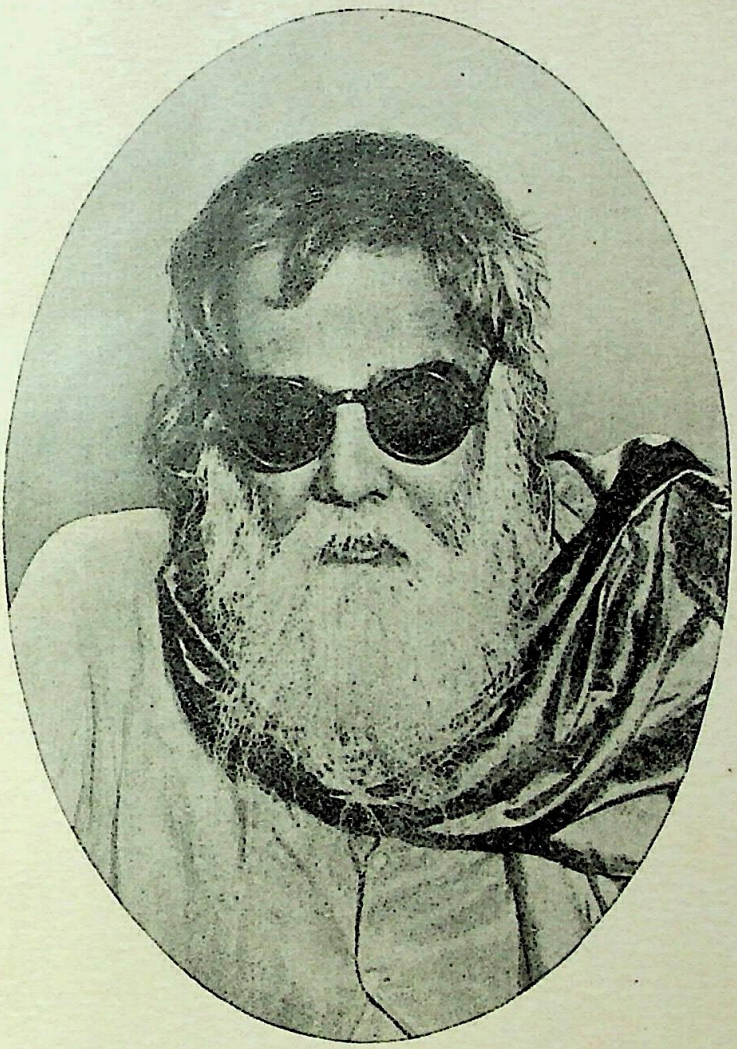

যোগিরাজাধিরাজ শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব

(শেষ ছবি)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.....
Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/268
9/11

বিশুদ্ধবাণী

সপ্তম ভাগ

দেব্যা নানা ভজনানি

রায় সাহেব শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, কবিরত্ন, এম-এ

ন বিষয়ে বচসাম্ অপি বর্ত্তসে
ন চ মনোবিষয়ঃ পরিগণ্যসে।
বদ বিনা বচসা মনসাঽপি বা
কিমপরং ভজনে তব যুজ্যতে ॥১॥

তুমি বাক্যের দেশে নও, মনের বিষয় বলিয়াও পরিগণিত হও না। (তবে) বল বাক্য বা মন ভিন্ন আর কি তোমার ভজনের পক্ষে উপযোগী।

বহুবুধা বিবুধাশ্চ ততো হি তে
চরণবারিজয়ো র্মননে রতাঃ।
স্তুতিমপি প্রচুরাং মধুরাক্ষরাং
বিদধতে বহুধা তব তৃপ্তয়ে। ২॥

সেইজন্যই বহু বিজ্ঞ ব্যক্তি এবং দেবতারাও তোমার চরণকমল যুগলের ধ্যানে রত থাকেন; এবং প্রচুর মধুরাক্ষর স্তুতিও তোমার তৃপ্তির উদ্দেশ্যে বহু প্রকারে করিয়া থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদহমপ্যতি মন্দমতি স্তব
স্তবন কর্ম্মণি বদ্ধ দুরাগ্রহঃ।
সুমহতাম্ অনুকার পরো লঘুঃ
খলু ভজামি তথা পরিহাস্যতাম্ ॥৩॥

নিতান্ত অল্প বুদ্ধি আমিও যে তোমার স্তব কর্ম্মে দুরাগ্রহযুক্ত হইয়াছি তাহাতে সুমহৎ ব্যক্তিগণের অনুকরণে রত একটা তুচ্ছ লোক বলিয়া নিশ্চয় উপহাসের পাত্রই হইব।

তব হি কীর্ত্তিকথাম্ অমৃতাক্ষরাং
মহিষ কৈটভ শুম্ভবধাশ্রিতাম্।
পরিপঠন্ সুজনঃ সুসমাহিত
ইহ পরত্র চ সৌখ্যম্ উপার্চ্ছতি ॥৪।

মহিষাসুর, (মধু) কৈটভ, শুম্ভাদির বধ বিষয়ক তোমার কীর্ত্তি কথা যাহা (চণ্ডীতে) অমৃতাক্ষরে রচিত আছে, সজ্জন তাহা (নিয়মানুসারে) সুসমাহিত ভাবে পাঠ করিয়া ইহলোকে ও পরলোকে সৌখ্য প্রাপ্ত হন।

ঘট পট প্রতিমাসু চ কেচন
সুকৃতিনো দৃঢ়ভক্তি সমন্বিতাঃ।
সমুচিতৈরুপচারপদৈস্তব
বিদধতেঽ পচিতিং বহুশর্ম্মদাম্ ॥৫॥

কোনও কোনও দৃঢ়ভক্তিসমন্বিত সুকৃতী ঘটে পটে প্রতিমায় সমুচিত নানা উপচার দ্রব্য দ্বারা তোমার পূজা করিয়া থাকেন যাহা বহু সুখদান করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তব চ নাম সুধামধুরং ভজন্
দ্রুত বিলম্বিত তাল লয়ৈ র্মুদা।
ব্রজতি ভক্তিবিশেষ সমুদ্গমাদ্
বিবিধ সাত্ত্বিক ভাবচয়ং জনঃ ॥৬॥

তোমার সুধামধুর নাম দ্রুত ও বিলম্বিত তাল লয় সহকারে সানন্দে ভজন (কীর্ত্তন) করিতে করিতে লোকে তোমাতে প্রগাঢ় ভক্তি সমুদ্রেকের ফলে নানাবিধ সাত্ত্বিক ভাব প্রাপ্ত হয়।

তদপরঃ শুভযোগপথং শ্রিত-
স্তব কৃপাম্ অভিলক্ষ্য মহাফলাম্।
যতত আণবমায়িককর্ম্মজা
মলততী র্বিনিহন্তুমিহোদ্যমাৎ ॥৭॥

অন্য লোক মহাফলা তোমার কৃপা লক্ষ্য করিয়া শুভ যোগপথ অবলম্বন পূর্ব্বক অণু, মায়া এবং কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন (ত্রিবিধ) মলরাশি উদ্যম সহকারে খণ্ডন করিতে যত্নবান্ হন।

ইতি হি তে কৃপয়া বিবিধা জনা
বিবিধভাবযুতা ভজনে রতাঃ।
সমুপযান্তিতরাং মহতীং গতিং
শুভপথং প্রগতা ন হি বঞ্চিতাঃ ॥৮॥

এই প্রকারে তোমার কৃপায় বিবিধ ভাব বিশিষ্ট বিবিধ ব্যক্তি ভজনে রত হইয়া মহতী গতি উত্তমরূপেই প্রাপ্ত হয়। কেন না যাহারা শুভপথে চলে তাহারা (অভিলষিত ফললাভে) বঞ্চিত হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জননি মে নিয়তে র্বত দোষতঃ
স্ফূরতি তে ন কৃপা প্রচুরং ময়ি।
গুরুকৃপা স্তিমিতেব চ ভাসতে
ক্ব শরণং যুবয়ো শ্চরণৌ বিনা ॥৯॥

হায় মাতঃ আমার নিয়তির দোষে আমাতে তোমার কৃপা প্রচুর রূপে স্ফূরিত হইতেছে না। গুরুকৃপাও স্তিমিতবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। তোমাদের চরণ বিনা আমার আশ্রয় কোথায়?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রী৺গুরুদেব স্মরণে

শ্রীমুনীন্দ্রমোহন কবিরাজ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কোরাস-ইমনকল্যাণ—প্রার্থনা

হৃদয় মন্দিরে কবাট খুলিয়া, দাও হে দেউটী জ্বালিয়া
সারা জনমের, জমাট আঁধার, যাক্ হে দূরে সরিয়া ॥
তোমার বিচ্ছেদ, সহিতে না পারি, রয়েছি মরমে মরিয়া,
হোক নবীন প্রভাত, তব জ্যোতিরেখা, উঠুক অন্তরে ফুটিয়া ;
সারা জনমের জমাট আঁধার, যাক্ হে দূরে সরিয়া ॥
এস এস নাথ, হৃদয় মাঝারে, রাখিব যতন করিয়া,
আমি কত আশা করে, তোমারই তরে, রেখেছি আসন পাতিয়া ;
চির সাধনার, আরাধনার ধন, এসো বসো দয়া করিয়া ॥
তোমার চরণ ধোয়াব নয়নের জলে, রেখেছি পূর্ণ করিয়া,
কবে ধন্য হইব, ও দুটি চরণ কেশ পাশে মুছিয়া ;
কত জনমের, ব্যাকুলতা মোর, দিবে নাকি সফল করিয়া ?
তোমারে হেরিতে, আপনা হারাব, যাইব তোমাতে মিশিয়া,
দীন পাগলের, কত জনমের, আশাটি দাও হে পুরিয়া ;
চির সাধনার আরাধনার ধন, এসো বসো দয়া করিয়া ॥

আমি তখন কাশী আশ্রমে শ্রীশ্রীবাবার নিকট রাসবিহারী দাদার সহকারী রূপে, বিশেষ কোন দায়িত্ব না থাকা মত ভাবে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নীচের বারাণ্ডায় থাকি। আহ্নিক করি প্রিয়দাদার ঘরে মধ্যে কাপড়ের আড়ে পৃথক্ ভাবে। শ্রীবাবা একদিন রাত্রি চারটায় সময় নীচে দেখেছেন। তামাকের ঘরটাও দেখে শেষে প্রিয়দাদার ঘর বন্ধ দরজার উপরে হাত দিতেই আমার দিকে তাঁহার লক্ষ্য পড়িল, অমনি কবাট খুলিয়া প্রণাম করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে— "তুমি এখানে আহ্নিক কর ?" "হাঁ বাবা, কাপড় আড় দিয়া।" শ্রীবাবা—"না, ওরূপ করিও না, ব্রাহ্মণ শিষ্যের সঙ্গে এক ঘরে আহ্নিকে তোমার বিশেষ ক্ষতি জানিও।" আমি—"না বাবা আর করিব না।" পরে ডাকিয়া উপরে লইয়া গিয়া বলিলেন "আজ থেকে তুমি উপরের বারাণ্ডায় আহ্নিক করিবে।" যেখানে শ্রীবাবা আরাম কেদারায় বসিতেন সেই স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন শয়ন ও আহ্নিকের জন্য।

ঐভাবে চলিতে চলিতে একদিন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার দুধের হিসাব কাহার কাছে ? কত দুধ লওয়া হয় জান কি ?" উত্তরে "রাসবিহারী দাদার নিকট হিসাব। আজকাল দু তিন পোয়া লওয়া হয়, তাহা রাসবিহারী দাদা নিজের তত্ত্বাবধানে গরম করান, পরে আপনাকে দেওয়া হয়।" শ্রীবাবা—"তিন পোয়া দেওয়া হয় ?" "হাঁ বাবা, জানি।" এই ব্যাপারে যে একটা গুহ্য বিষয় আছে তা কেউ কি জানে, না জানতে পারবে ? পরে সব প্রকাশ হলো, রাসবিহারী দাদার ডাক পড়িল। জিজ্ঞাসা—"কত দুধ আমাকে দাও ?" "বাবা, তিন পোয়া, আধসের হইতে ক্রমশঃ বাড়াইয়া, ডাক্তার বীরেন্দ্রকেশরীর আদেশ।" "আদেশ বহির্ভূত কাজ কেন করেছ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাকে কি মারতে চাও, আমার অসুখ করিতেছে" ইত্যাদি। শ্রীবাবা না বলতেই কুঞ্জদাদা, ননীদাদা প্রভৃতি সকলেই যেন খড়্গ লইয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "কথার উপর কথা।" শ্রীবাবা না বলিতেই সবার মন্তব্য হইল "এমন লোক রাখা মানে শত্রুকে রাখা" ইত্যাদি। শেষ পর্য্যন্ত শ্রীবাবা বলিলেন "শোভারাম, গোপীনাথ আসুক, ব্যবস্থা করা যাবে।" গোপীনাথ দাদা, শোভারাম দাদা আসতে না আসতে নীচের সব খবর লাগান ভাজান শুনে উপরে গিয়া শ্রীশ্রীচরণে প্রণাম করিলেন।

শ্রীবাবার কাছে সব শুনিবার পূর্ব্বেই "কেমন আছেন" জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীবাবা বলিলেন—"আজ একটু পেটে বায়ু হয়েছে কিন্তু রাগত ভাব নাই।" পরে একে একে সব পরিচয় পেলেন। কুঞ্জদাদা একবারেই "ওরূপ লোক সেবার কাজে রাখা উচিত নয়।" প্রায় সকলেরই ঐ মতে মত। শেষে শোভারাম দাদারও ঐ মতে মত। না দিলে কি উপায় আছে? শ্রীগুরুদেবের যে চাতুরীর জাল রয়েছে। ফলে হলোও তাই। সেদিনই রাসবিহারীকে জবাব ও আশ্রম ত্যাগের আদেশ হয়ে গেল। সেও রাগী মানুষ, মাথাটাও পূর্ব্ব হইতে একটু গরম ছিল, পূর্ব্বে তাহাকে রাঁচি পাগল-আশ্রমে পাঠাইয়া আরোগ্য করাইয়া আনিয়াছেন এবং নিজ সেবায় রেখেছেন। সে ক্ষমা প্রার্থনা করিল না। কেনই বা করিবে? শ্রীশ্রীবাবার যে ভিতরে চাল রয়েছে, তাকে তীর্থ ভ্রমণে পাঠাবেন। অবশ্য কেউ বুঝি নাই বা বুঝেন নাই। পরদিন তাহাকে দুইশত টাকা দিয়া আশ্রম হইতে বিদায় দিলেন। সেও টাকা পাইয়া গঙ্গোত্তরী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইত্যাদির জন্য যে ট্রেন যাইতেছিল তথায় আবেদন করিয়া এবং কালীকমলীওয়ালার ম্যানেজারের নিকট একটি পাশ যোগাড় করিয়া কয়েক দিন পরে পূজ্যপাদ শ্রীবাবার চরণ দর্শন ও প্রণাম বন্দনা করিয়া সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিল। শ্রীবাবাও স্বস্তি করিলেন। কি গভীর উদ্দেশ্য, কি আন্তরিক ভালবাসা এবং কি কৌশল!

এই প্রসঙ্গে কাশীর কথা ছাড়িয়া পুরী আশ্রম যাইতে অর্থাৎ সেখানকার একটি কথা লিখিতে বাধ্য হইতেছি—খেলোয়ারের খেলা জানাতে ইচ্ছা করি। সে বার পুরীতে শ্রীদুর্গাদাদা, শিবুদাদা ও গুইবাবা ছিলেন। পুরীতে মাছ খুব সস্তা, পূজনীয় দাদা মাছ ভালবাসেন বলিয়া জ্যোতিষ ঘোষ দাদা প্রায় প্রতিদিন মাত্র দুই আনায় সতের আঠারোটি মাগুর মাছ আনিতেন। পৃথক্ রান্না হইত। শ্রীদাদার প্রসাদ কেহ লইতেন না বলিয়া সেটি আমারই জন্য থাকিত। সেদিন একাদশী, পরমেশ্বর না থাকায় আমার কাজ কিছু বেড়েছে, খাইতে একটু দেরী হইত। শ্রীদাদা খাওয়া শেষ করিয়া আমার অপেক্ষায় আছেন, তাঁর অনুভোগ মাছও ছয় সাতটি বেশ আছে। আমি গেলেই আদেশ হইল, "এসো মনিদাদা বসো।" আমি পাত্রের প্রসাদ যাহা অবশিষ্ট ছিল সব শেষ করিয়া একাদশীর খাবার যাহা প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা খাইলাম। শ্রীদাদার মাছ প্রসাদ ছিল, আমি মাছ খাইতাম না বলিয়া খাইতে দেরী হইয়াছে। ইত্যবসারে দাদারা উঠিয়া গিয়া পান লইয়াছেন। শ্রীবাবা—"মনিন্দ কই? তার দেরী কেন?" দাদারা—"একাদশীর দিন মাছ খাইতেছে।" যিনি যেমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পেরেছেন অভিযোগ পাকাইয়াছেন। (তাঁদের নাম আর করিলাম না।) যাইবা মাত্র শ্রীবাবা বলিলেন—"তুমি একাদশীর দিন মাছ খাইতেছিলে?" আমি—"সে কি বাবা! শ্রীদাদার প্রসাদ এঁরা কেউ খান না, কেউ কেউ বা না খেলেও ভাল ভাল প্রসাদ তুলিয়া বাসায় লইয়া যান। শ্রীদাদা তাই জেনে আমি গেলে আমাকে বসতে বলে উঠিলেন। প্রসাদ অন্ন সামান্য, মাছ মাগুর ছয় সাতটি, ফলাদি বহু কিছু ছিল, মাছ খাওয়াতে এখন অভ্যস্ত নই তার জন্য সে সব প্রসাদ শেষ করে তারপর একাদশী বিহিত খাবার যা ছিল খেয়েই আসছি। শ্রীবাবা—"তুমি একাদশীর দিন মাছ খেলে?" উত্তরে—"সে কি বাবা, শ্রীদাদার প্রসাদ আর আপনার প্রসাদ ত পৃথক্ দেখি না। আর প্রসাদ ত প্রসাদই, তার আবার মাছ ভাত ফল কি?" শ্রীবাবা—"তোমার এ ধারণা হয়েছে?" "হাঁ বাবা, তার জন্যই খেয়েছি।" শ্রীবাবা—"বেশ করেছ, নিশ্চয়ই খাবে আমি বলছি।" অমনি অভিযোগকারী দাদাদের মুখ নামিয়া গেল। পরদিনই এক দাদা শ্রীদাদার প্রসাদ ও মাছ প্রসাদ তাঁহার কাছে চাহিয়া লইলেন। শ্রীবাবা যে অন্তরের অন্তঃস্থল ভেদ করে সব দেখতে ও জানতে পারেন তা তাঁরাও নিশ্চয়ই বুঝেন ও জানেন তবুও স্বভাব বশে লাগান, এটা তাঁদের অভ্যাস। এইবার পুনরায় পূর্ব্ব স্থানে ফিরিয়া যাই।

শ্রীবাবা রাসবিহারী দাদার বিদায়ের পর আমাকেই সমস্ত কাজের ভার দিলেন। অবশ্য পরমেশ্বর ত আছেই। আমার উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি পড়িল। আমি প্রত্যহ মামুলী পাক্কা তিন পোয়া চাউল ও তিন পোয়া আটা খাইতাম ও বারাণ্ডাতে শুইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকিতাম। ক্রমশঃ উপদেশে ও শাসনে ঐ সময় জ্ঞানগঞ্জ হইতে প্রাপ্ত একখানি চিঠিতে লিখিত "ভোগ যাতনা আরম্ভ হইলে প্রকৃত সুখের অধিকারী কেমনে হইবে" ইহার মর্ম্ম আমার অন্তরে প্রবেশ করিল এবং আদেশ মত ক্রমশঃ আহার কমান আরম্ভ হইল। শেষ পর্য্যন্ত তিন ছটাক এক পোয়া চাউলের মধ্যে ময়দাও প্রায় তাই। ক্রমশঃ ময়দার পরিবর্ত্তে মুড়ি। সত্যই নিজে বুঝিলাম আহার কমান হওয়ায় আর বড় বেশী নিদ্রা আসে না অর্থাৎ আহ্নিকে বসিয়া নিদ্রা হয় না। তবে সময় সময় ঢুলে পড়ি আবার চৈতন্য হয়। বাবা ইহাও দুই তিনদিন গোপনে টর্চ্চ আলোতে ধরিয়া ফেলিলেন। মুড়িতে যে পাঁচ ছয় গণ্ডা বাতাসা ও অল্প সিদ্ধ বা বেগুন-পোড়া খাইতাম তাহাও ধরা পড়িল। পরে রাত্রে মুড়ি দুধ ও সামান্য মিষ্টি খাইতাম। অবশ্য আর রাত্রে ঘুম বা ঘুমভাব হইত না। কোনও দিন হয়ত ঢুলেছি—ধরাও পড়েছি। শেষে একদিন শ্রীবাবা যখন বিকালে বেড়াইতে গেলেন আমি বারাণ্ডার দেওয়ালে যেখানে সন্ধ্যার মূর্ত্তি টাঙ্গান ছিল সেই গজালে মোটা সূতার দড়ি ঠিক করিয়া বাঁধিয়া রাখিলাম। উদ্দেশ্য যেন ঢুলিতেই টান পড়ে। আমার টিকিটি লম্বা। রাত্রি সাড়ে এগারটায় বসিলাম এবং টিকিটিতে ফাঁস দিয়া বাঁধিলাম যেন সহজেই খোলে। কিন্তু খেলোয়ার টের পেয়ে রাত্রি দেড়টায় হঠাৎ আমাকে ডাকিলেন। উত্তরও দিলাম, কিন্তু তাড়াতাড়ি ফাঁস খুলিতে গিয়া গোলমাল হয়ে কিছু চুল দড়িটিতে জড়াইয়া গেল। দেরী হইল। ঠাকুর একবারে সামনে হাজির, দেখে ফেললেন। প্রণাম করতেও পারি না। দুই চারিটি চুল ছিড়ে গিয়ে খালাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলাম। প্রণাম করিলে হাসিমুখে বলিলেন, "যাক্, বেটার এবার চৈতন্য ও চেষ্টা হয়েছে।" একদিন সকালেই বলিলেন, "আজ তোমার শ্রীগুরুমাতা এসেছিলেন, তিনি বললেন, ছেলেটিকে আমার বড় ভাল লাগে। অত কড়া শাসন করো না, আমার প্রার্থনা।" শুনেই চোখের জল পড়িয়া গেল। গদগদ ভাবে কোন উত্তর দিতে পারিলাম না, চোখের জলই উত্তর দিতে লাগিল। সেদিন হইতে শ্রীবাবা আর সেরূপ শাসন করেন নাই।

একদিন ভোরে যখন আমি ও শ্রীবাবা ছাড়া ঘরে অন্য কেহ ছিল না, তিনি বলিলেন "আজ শ্রীশ্রীউমা মা এসে বলে গেলেন, 'তোমার ধ্বংসোন্মুখ শিষ্যদিগকে আমি রক্ষা করিব, তোমাকে রক্ত দিতে হইবে'।" আমি তখনই বলিলাম, "এই যে কিছুদিন পূর্ব্বে পূজ্যপাদ নিত্যানন্দ পরমহংসদেবের ইচ্ছামত তর্জনী দিলেন, ligament পর্য্যন্ত ছিঁড়ে গিয়ে আঙ্গুল পড়ে গেল। শোভারাম দাদা বলেছিলেন ligament জোড়া লাগবে না। কেটে ফেলতে হবে। আপনি বলেছিলেন, 'বেনজুই দিয়ে বেঁধে দাও, তাতেই ভাল হবে।' কত রক্ত আবার দিতে হবে?" এমন সময় শ্রীচরণ দর্শন ও প্রণামের জন্য দাদারা আহ্নিক সারিয়া আসিলেন। প্রসঙ্গ বন্ধ হইয়া গেল। কিছুদিন পরে রাত্রি দেড়টা বা দুইটার সময় শ্রীবাবা আসিয়া বলিলেন, "দেখতো মনীন্দ্র, কপালে কি হলো।" দেখিলাম কোন তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা কোপান, সামান্য সামান্য রক্ত। আমি অবশ্য Iodine দুই তিন পোঁচ দিলাম, রক্তের মুখবন্ধ হইল। সকালে ফুলা খুব কম ছিল। দাদারা জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "কিসে যেন ঠোকা লেগেছে।" এই প্রকার উত্তর দেওয়ায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি কোন কথা বলিলাম না, একা পাবার সুযোগে জিজ্ঞাসা করিব মনে করিয়াছিলাম। বিকালে যখন বেড়াইতে গেলেন হঠাৎ শ্রীশ্রীউমা মার কথা স্মরণ হওয়ায় শ্রীবাবার Diary বইখানি দেখিতে লাগিলাম, ঠিক ঐ তারিখের নির্দ্দেশ লেখা রয়েছে। নির্জ্জন পাইয়া সব কথা বলিলাম। উত্তরে বাবা বলিলেন— "তোমাদের মত ঢাক কাঁধে নিয়া পিটাইয়া বেড়াব নাকি?" হায় ঠাকুর! আমাদের মঙ্গলের জন্য কতই না ভুপুনি সহ্য করছেন, আর আমরা আপনার জন্য কি করছি!

এখন বেলা এগারটায় বাবার ভোগ হয়, পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে ঘড়ি ধরিয়া বলিয়া দিতে হয়। পাঁচ মিনিট বাকী থাকিতেই সব কথাবার্ত্তা বন্ধ হয় ও মুখ ধুইতে যান। ইতিমধ্যে বংশধর দাদা, ব্রহ্মপদ দাদা ও প্রিয়দাদা ভোগ সাজাইয়া পর্দ্দা ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। একদিন বাবা বলিলেন, "আজ খাওয়া হবে না, খুব অসুখ।" বলিয়াই বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। আমি কিন্তু তখন রাসবিহারী দাদার সহকারী। বাবা ননীদাদাকে বলিলেন, "যাও, তোমরা খাওগে।" সেই ভাবে রাসবিহারীকেও বলিলেন। আমিও অবাক্—একি ব্যাপার? কার কি রোগ নিলেন? কি হলো! জিজ্ঞাসা করবার সাহস হয় নাই। সকলে খাইতে গেলেন, আমিও অনুসরণ করিলাম, খেয়ে এসে শ্রীবাবার চরণতলের আসনে বসিয়া থাকিলাম। দাদারা "যেন কোন কথাবার্ত্তা না হয়, কোন ব্যঘাত না হয়" বলিয়া নীচে চলিয়া গেলেন। প্রায় দুই তিন ঘণ্টা পরে উঠে বললেন "সব খেয়েছে, তুমি খেয়েছ?" "হাঁ বাবা, খেয়েছি।" একে একে সকলেই আসিলেন, আবার সেই হাসি, কথাবার্ত্তা শুরু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার মনে হলো শ্রীবাবা পরীক্ষা করলেন। মনে যে কি অনুতাপ এলো তাতে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিলাম। এ দিনের ঘটনার প্রায় এক মাস পরে—তখন রাসবিহারী দাদা নাই—ঠিক ঐ ভাবেই এগারটার সময় মুখ ধুইয়া পূর্ব্ববৎ শুইয়া পড়িলেন এবং "যাও, খেয়ে এসো" বলিয়া সকলকে আদেশ দিলেন। সকলেই গেলেন, আমি কিন্তু চরণতলে খাট ধরে বসে ক্রমশঃ কান্না চাপতে লাগলো। দেবে রাখি পাছে শ্রীবাবার কোন অসুবিধা ঘটে। ঠিক যখন দেড়টা তখন উঠলেন, দেখলেন চোখে জল গড়াচ্ছে, জিজ্ঞাসা করলেন "খেয়েছ?" "না বাবা।" "কাঁদছো কেন?" উত্তর নাই। "ভোগ নিয়ে গেছে?" "না বাবা, তেমনি ঢাকা আছে। তুমি কি এমনি করে জ্বালাবে?' "চলো" বলিয়া পুনরায় মুখ ধুইয়া ভোগে বসিলেন। সেবা শেষে ডাকিয়া নিজ হাতে প্রসাদ দিলেন। প্রসাদ পাইয়া হাত ধুইয়া পান দিয়া আদেশ মত নীচে খাইতে গেলাম ও সব দাদাদিগকে জানাইয়া দিলাম। খেয়ে এসে শ্রীবাবার হাতে ছেঁচা পান প্রসাদ পাইয়া তাঁহাকে প্রফুল্ল দেখিয়া আনন্দ মনে বসিলাম।

শ্রীবাবা ঠিক এইরূপ একদিন রাত্রে বলিয়া বসিলেন, "খুব অসুখ, খাওয়া হবে না।" এখন আমার সাহস হয়েছে, বলিয়া উঠিলাম, "কই দেখি আপনার নাড়ী?" বাড়াইয়া হাত দিলেন —নাড়ী টিপিয়া বলিলাম, "আপনি ক্ষুধায় অসুখ বোধ করছেন, আপনি উঠুন, খান।" উত্তর-"ওরে বেটা, গুরুহত্যার পাতক হবে। কি বলছিস তুই?" "হোক আমার পাতক, খান আপনি, দেখি কি করে পাতক হয়, এখনই সুস্থ বোধ করবেন।" আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলার ভাবে শ্রীবাবা দয়া করে উঠলেন, যা মুড়ি দিয়াছিলাম সব সেবা হলো। [মুখ ধুইয়া আসিয়া বলিলেন, "সত্যই ক্ষুধার জন্য। খেয়ে গায়ে জোর বুঝছি। যাক্, বেটার আর পাতক হলো না।" এইরূপ মাঝে মাঝে শিশুর মত ঝোঁকও ধরতেন, কত ভাবেই যে খেলা করেছেন। প্রতি মুহূর্ত্তেই কাজে স্মরণ হয়, প্রণামও মনে মনে জানাই। তবু অতি মূঢ় মন বিদ্রোহ করিবার চেষ্টাও করে। হায়, ঠাকুর কবে সেদিন হবে?

সেবারে শ্রীবাবার সুস্থতা কামনায় শ্রীযুক্ত রমেশ মৈত্র দাদার ৺দুর্গা বাড়ীতে পূজা ও বলি দিবার মানত ছিল। শ্রীবাবা সুস্থ হইলে তিনি পূজা বলি দিয়া আমাদিগকে বাবার অনুমতি লইয়া নিমন্ত্রণ করেন; ভোজনের পূর্ব্বে সকলে একা করিয়া তাঁহার অগস্ত্যকুণ্ডের বাড়ীতে উপস্থিত হই। সব প্রস্তুত প্রায়, কিন্তু রসগোল্লা দোকানদার না আনায় দেরী হইতেছে। কিন্তু শ্রীবাবা যে সূক্ষ্মে এ বাটী এসেছেন তাহা কেউ বুঝিতে পারেন নাই। রসগোল্লা আনা হইল, কিন্তু রংটি নীলাভ দেখিয়াই সকলে "একি একি" করিয়া উঠিল। দোকানদার বলিল, "একেবারে টাট্‌কা ছানার জন্য এই প্রকার রং হইয়াছে। খেয়ে দেখুন।" শেষে আমার উপর পরীক্ষার ভার পড়িল, আমি দুইটি খাইয়া ভাল বলায় ওজন করিয়া লওয়া হইল। যথাসময়ে সকলে ভোজনে বসিলাম, দুই তিনবার শ্রীবাবার অঙ্গসৌরভ পাওয়া গেল। সকলেই বলিলেন শ্রীবাবা ভোজনাদি দেখিতে এসেছেন। মহাপ্রসাদ (বলির মাংস), যথেষ্ট আয়োজন, আমি খেতেও বেশ পারিতাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একবার ৺শিবরাত্রি উৎসবে, শিবু মুখোপাধ্যায় দাদা (কুলটীর চাকরী) সহ এক সঙ্গে যাই, একদিন পরে ফিরিব। কিন্তু সেবার গোপীনাথ দাদা, ভূষণ দাদা, সিদ্ধেশ্বর দাদা, দেবী মেহেরাত্রা দাদা, দেওকীদাদা সকলেই একদিন করিয়া সেবার বন্দোবস্ত করেন। শ্রীবাবা বলিলেন, "তাইতো রে, বাবা মুনীন্দ্র ছয় ছয়টা ভোজ ছেড়ে যাবে। তবে খাবে কে? খানেওয়ালা কে?" সে ক্ষেত্রে থেকে গেলাম। সব ভোজের শ্রীবাবার প্রসাদ (প্রায়ই সবই মহাপ্রসাদযুক্ত) পাইয়া তাঁহার সঙ্গেই মনে হচ্ছে বরাকর ষ্টেশনে জগদীশ দাদার ওখানে আসি। লুচি কম খেলাম, বাকী সব দস্তুর মত ভোজন। পরে আশ্রমে ফিরিলাম ও সকলেই শ্রীবাবাকে প্রণাম করিলাম, পান প্রসাদ পাইলাম। শ্রীবাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন হলো গো?" সকলেই বলিল "বেশ হয়েছে।" আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন "কয়টি লুচি খেয়েছ?" হিসাব করিয়া লইয়া বলিলাম "সাতটি মাত্র।" অমনি শ্রীবাবা বলিলেন, "গুরু সাক্ষাতে মিছে কথা!" "না বাবা ঠিক সাতটি।" "আবার মিছে কথা।" একটু চিন্তা করিয়া বলিলাম "সাড়ে সাতটি।" শ্রীবাবা—"হাঁ, তবে কেন মিছে বলছিলে? মহাপ্রসাদ ত বেশ খেয়েছ—খেতেও পার দেখলাম, এতগুলি হাড়। রসগোল্লা কয়টি?" "মাত্র চারিটি, আর পারি নাই।" অমনি—"আবার মিছে কথা?" কতক্ষণ চুপ থেকে মনে পড়ল দুটি নমুনা-পরীক্ষা লইয়া ছয়টি। তাই বলিলাম। "হাঁ। এবার ঠিক হয়েছে।"

আমরা সকলেই গাত্রগন্ধে বুঝেছিলাম, শ্রীশ্রীবাবা এসেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারপরই খাওয়ার উপর কণ্ট্রোলের আদেশ। এইভাবে শ্রীশ্রীবাবা মিথ্যা কথা না বলার জন্য কত রকমে উপদেশ দিয়ে সত্য কথার উপর নির্ভরতা শিখাইয়াছেন।

শ্রীবাবা বলতেন "মুষ্টির ভিখারীকে কদাচ ওজরাদি করিয়া ফিরাইবে না, এবং ছেলেমেয়েদের, বৌমাদের সকলকেও বুঝাইয়া দিবে। ভিখারীকে দুয়ারে দাঁড়াইয়া থাকিতে দিবে না ? সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষা দিবে, বিশেষ হাতজোড়া থাকিলে মিষ্ট কথায় অপেক্ষা করাইবে। কাহারো উপর হিংসা বা ঈর্ষ্যান্বিত হইবে না। কেউ টাকা চাহিলে তুমি তোমার সাধ্যমত যা পার দিবে, না লয় ত চলে যাবে। কখনও চটা কথা বলিবে না। বেশী দিতে হলেই বিচার প্রয়োজন।"

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়িল—সন ১৩২০ সালের দামোদরের বন্যার পর ৺শিবরাত্রির পরদিনের কথা। দুইটি ব্রাহ্মণের ঘর বাড়ী ধান চাউল সব বন্যায় গিয়াছে। তাহারা শ্রীবাবার নিকট প্রার্থনা করে, "আপনার শিষ্যদিগকে বলে দেন আমাদিগকে কিছু কিছু দিবার জন্য।" বণ্ডুলের নিকট পাঁচ ছয় ক্রোশ দূরে তাঁদের বাড়ী ছিল। শ্রীবাবা বলিলেন "তাদের নিকট তোমরা চেয়ে নিতে পার, আমি কেন তাহাদিগকে বলিব ?" তাহাদের ভোজনের পর তাহারা কাপড় খুঁজিলে শ্রীবাবা ইন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাপড় আছে ?" উত্তরে—"হাঁ, একটি সাড়ী ও একটি ধুতি আছে।" "আমাকে আনিয়া দাও।" একজনকে সাড়ীটি, একজনকে ধুতিটি দিলেন; যাহাকে সাড়ী দিলেন তাহাকে একটি টাকা ও যাহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধুতি দিলেন তাঁহাকে দুই আনা মাত্র দিলেন—অবশ্য পৃথক্ পৃথক্ ভাবে—দিয়া বিদায় করিলেন। মনে করেছিলাম একসঙ্গে এক গ্রামের দুইজনই ব্রাহ্মণ—একজনকে ধুতি ও দুই আনা অন্যকে সাড়ী ও টাকা কেন দিলেন? শ্রীবাবা বলিলেন—"ঐ ধুতির লোকটি সাত মরাই ধান চাল যোগাড় করে অহঙ্কারে গ্রামের সকলকে মুঠায় রাখিবার চালবাজী আরম্ভ করেছিল। দ্বিতীয় ব্রাহ্মণটি নিরীহ ও ধর্ম্মভীরু। পড়েছ তো 'দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্ দানং সাত্ত্বিকং বিদুঃ।' এইজন্যেই ঐরূপ দিতে হয়েছে। কুঞ্জ ঘোষ দাদা বলে উঠলেন—"দান করতেও বিচার?" "হাঁ, তাহা অবশ্যই দরকার।"

শ্রীশ্রীনবমুণ্ডী মহাসন প্রতিষ্ঠার পর শ্রীশ্রীবাবা সকালে বাহির হইয়াই প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিতেন, আমরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতাম। আসনের মধ্যস্থ বিল্ববৃক্ষটি ক্রমশঃ শুকাইতে দেখিয়া শ্রীবাবাকে দেখান হইল। শ্রীবাবা বলিলেন, "এটি যাইবেই। তীব্র তাড়িত সহ্য করিতে পারিবে না।" দিন কতক পরে একটি তিন ফলন্ত সজিনা গাছের শুষ্কভাব দেখিয়া শ্রীবাবাকে দেখাইলাম, তিনি দেখিয়া গাছটিতে হাত দিয়া বলিলেন "কিগো, তুমি কেন যাবে? তোমার ফুলে ফলে ঠাকুরের ভোগ হয়।" একদিন পরে দেখিলাম শুষ্কভাব ঘুচিয়া প্রফুল্লভাব। শ্রীবাবাকে দেখাইলাম। শ্রীবাবা বলিলেন, "ওটি আর মরবে না।" দুই তিনদিন পরে এক ছোট বেলগাছ ও একটি ভিতর-লাল পেয়ারা গাছের পূর্ব্ববৎ ভাব শ্রীবাবাকে দেখান হইল—শ্রীবাবা বেলগাছটি ধরিয়া বলিলেন, "কি তুমি গেলে মায়ের বোধন কেমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে হবে" এবং পেয়ারা গাছটিকে "তুমি বাগানের মধ্যে বিশিষ্ট, তুমি গেলে কে শোভা বৃদ্ধি করবে ?" দুই তিনদিন মধ্যে তারাও পুনর্জীবন পেলো। বার দিনের দিন সকালে শমী গাছটির শুষ্কভাব দেখাইলাম, শ্রীবাবা বলিলেন, "তাড়িত এখন প্রসারিত হচ্ছে, এরা কেউ আর মরবে না।" আর কোন গাছ মরে নাই।

শ্রীশ্রীবাবার আহ্নিকের ঘরে Canvas বাক্সটি কি কারণে একদিন খোলা হইল। দেখিলাম দুইটি পকেট কেশ। দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি আছে বাবা ?" "একটিতে পঁচিশ ত্রিশ ও অপরটিতে পঞ্চাশ ষাটটি হোমিওপ্যাথিক্ দুই দুই ড্রাম শিশি আর দশ বারটি stoppered phial, কাচের কর্ক ও ঢাকা কর্ক।" জিজ্ঞাসা করিলাম, "হোমিওপ্যাথী ঔষধ নাকি ?" শ্রীবাবা— "এগুলি প্রেতের পরমাণু, শান্ত শিষ্ট।" খুলিয়া গন্ধ লইতে বলিলেন। খুব ক্ষীণ সুগন্ধ। দ্বিতীয় কেশটিও তাহাই। তাহাদের কোন সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ নাই। Stoppered phial একটি দেখাইলেন, দেখিলাম জলের মত একটি জিনিষ টল্‌টল্ করছে, তারমধ্যে সদ্য কাটা রক্তযুক্ত এক খণ্ড মাংসবৎ কিছু। "ঐটি অতি দুষ্ট প্রেতের পরমাণু।" শিশি হাতে লইয়া খুলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে চুঁই চুঁই করিয়া একটা বিটকেল দুর্গন্ধ বাহির হইল। বাকীগুলিও প্রায় সব ঐ প্রকার বলিলেন। অবাক্ হইয়া মুখপানে চাহিয়া রহিলাম। সে বাক্সটি এখনও আশ্রমেই আছে মনে করি।

শ্রীবাবা বলিলেন—"দশাশ্বমেধ ঘাটে বেড়াইবার সময় একটি প্রেতের পরমাণু ধরিয়া আনিয়া তামার তার দিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

টাঙ্গাইয়া তাহাকে শিশির মধ্যে রাখিবার চেষ্টা করি। সেই দুষ্ট প্রেতটা শিশি ভাঙ্গিয়াছিল, আমার হাত কাটিয়া রক্তপাত হইয়াছিল। তবে তার টাঙ্গান ছিল বলিয়া সে পলাইতে পারে নাই, পরে শিশির মধ্যে রাখিয়াছি।"

একবার জন্মাষ্টমীর সময় বর্দ্ধমান আশ্রমে দেখিলাম একটি লাল কাপড়পরা চুলদাড়িবালা সাধু আশ্রমে রহিয়াছেন অভ্যাগত হিসাবে। জিজ্ঞাসা করায় শ্রীবাবা বলিলেন, "এটি বিষম সাধু"। বলিয়াই শ্রীবাবা শ্রীরুদ্র চণ্ডী নামক পুস্তকটি দেখিতে লাগিলেন; সাধুটি উহা দেখিয়া দাঁড়াইয়া শ্রীবাবাকে বলিলেন, "আমাকে ঐ পুস্তকটি দিন।" শ্রীবাবা বলিলেন,—"তুমি যে চণ্ডী পড়িতেছ তাই পড়ো। রুদ্র চণ্ডীতে তোমার কি দরকার?" "না বাবা আমি নিব।" তখন বাবা বলিলেন, "শূলী পুকুরে রেখে এসেছ। আরও শুনবে নাকি?" সকলেই খুব উদ্‌গ্রীব শুনবার জন্য। শ্রীকেদারনাথ সিংহ দাদা তখন এসে পৌঁছিলেন, শ্রীবাবা উপরে উঠিয়া গেলেন। বললেন, "কেদারের কাছে সব জানতে পারবে, সে সব বলে দিবে।" শ্রীকেদার দাদা ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রতাপনারায়ণ সিংহ দাদার ভ্রাতুষ্পুত্র। বেশ উন্নতি লাভ করেছেন, শ্রীবাবার অনুমতিক্রমে একখানি ছোট পুস্তিকা "উচ্ছ্বাস" ছাপাইয়া গুরুভাইদিগকে দিয়াছিলেন। তাহা তাঁহার সাধনার ফল। ভবিষ্যৎ বলিবার শক্তিও তাঁহার হইয়াছিল। সকলেই সাধুর সম্বন্ধে বলিবার জন্য তাঁহাকে ধরিয়া বসিল। তিনি সাধুকে কাছে ডাকিয়া বসাইলেন। সাধুর ইতিপূর্ব্বে রক্তামাশয়, জেলেদের মনসা ঘরে আশ্রয় ও তাহাদের যত্নে প্রাণ পাওয়া, পরে তাহার স্ত্রীকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফুসলাইয়া লইয়া আসিয়া শূলী পুকুরে রেখে এখানে আসা, সব কথা কেদারদাদা বলিয়া দিলেন। সাধুর মুখ শুকাইয়া গেলেও ভোজনের পর বেহায়ার মত শ্রীবাবার নিকট হইতে গাঞ্জার পয়সা চাহিয়া লইয়া বিদায় হইলেন।

এই প্রসঙ্গে কেদারদাদার সংক্ষিপ্ত বিবরণ কিছু দিতে মন করিতেছে। অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। শ্রীযুক্ত প্রকাশদাদা শ্রীশ্রী৺বাবার নিকট বলিলেন, "বাবা, কেদারদাদা কি এই সব বলিবার শক্তি লাভ করেছেন? অথবা বহুদিন যেমন 'রামঋষি' বলিয়াছিল ইহাও সেই প্রকার?" উত্তরে শ্রীবাবা বলিলেন, "না গো না, কেদার তীব্র কর্ম্ম দ্বারা তার স্ত্রীর (বৌমার) সাহায্যে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিয়া কোন প্রকারে কর্ম্মে অবহেলা না করিয়া, এমন কি রাত্রি দুইটা আড়াইটা পর্য্যন্ত থিয়েটার করিয়াও ঠিক নিয়মিত সময়ে কর্ম্ম সমাধান করিয়াছে, পরে আবার সকলের সঙ্গে মিশিয়াছে—এরূপ ভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছে। সে যাহা উপার্জ্জন করিয়াছে তাহার মাত্র তিন পয়সা টাকার মধ্যে ছাড়িয়া দিয়াছি। ভাবিতেছি যে ইহা দ্বারা অন্যান্য শিষ্যদের উৎসাহ, ভালভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্তি ও তীব্রতা বাড়িবে। মধ্যে কেদারের কোন অপরাধের জন্য শ্রীশ্রীদাদাগুরুদেবের আদেশ হয়, 'তুমি দণ্ড গ্রহণ কর, নতুবা কেদারকে ভীষণ দণ্ড দেওয়া হবে।" দেখিলাম ছেলেটির দ্বারা বহু ছেলের উৎসাহ উদ্দীপনা বাড়িবে, তাই নিজেই দণ্ড গ্রহণ করিলাম। অবশ্য কলিকাতার অনেক ছেলের মধ্যে কেদারকে পাইয়া একটু অগ্রসরের ভাব জাগিয়াছিল। কেদারও অনেকগুলি শিষ্য করিয়াছে। পরে তার মতিচ্ছন্ন ঘটিল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং মামলায় পড়িল। এমন কি গুরুদ্রোহিতা ঘটিল—নিজেকে ভৈরবানন্দ বলিয়া প্রকাশ করিল, আরো অনেক অপরাধ করিল; উপর হইতে তাহাকে বর্জ্জনের আদেশ হইল। বর্জ্জন করিতে বাধ্য হইলাম; মামলায় জেল অনিবার্য্য। বৌমা—সে ত আমারই মেয়ে —এসে কেঁদে পড়ল। কি করি, কোন রূপে সে জেল হইতে রক্ষা পাইল, সে নিজেও দুইবার বর্দ্ধমান এসে আশ্রমে ঢুকতে সাহস পায় নাই, বৌমার মুখ চেয়ে তার সমস্ত ক্ষমতা হরণ করি নাই। সামান্য দুই একটি ক্ষুদ্র ক্ষমতা তাতে রাখা হয়েছিল, নতুবা থাকবে কি করিয়া?" ইত্যাদি। তিনি এখন গুরুধাম প্রাপ্ত, তাঁর জামাতা শিষ্য ছিল। তিনিই আমাদিগকে বলেছিলেন কেদারদা দুই বৎসরে প্রায় হাজার শিষ্য করেছিলেন। সত্য মিথ্যা তিনিই জানেন। পূর্ব্বে 'রামঋষির' কথা উল্লেখ করিয়াছি। আমাদের গ্রাম হইতে পাঁচ মাইল দূরে তার বাড়ী, সে শ্রীশ্রীবাবার পাচক ছিল, সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীশ্রীবাবার সেবা করার জন্য বাবা একদিন বর্দ্ধমান আশ্রমে বেলা বারটার সময় প্রকাশ দাদাকে বলেন, "কয়েক জন ধনী বিশুদ্ধানন্দ জ্যোতিষীর নিকট আসিতেছে, আমি উপরে যাইতেছি। ঋষিকে ভাল কাপড় পরাইয়া একটা আসন দিয়া বসাইয়া দিও।" বাবা উঠিয়া গেলেন, ভদ্রলোকগুলি এসে জিজ্ঞাসা করায় প্রকাশ দাদা আসন করিয়া ঋষিকে ডাকিয়া বসাইলেন। কোনও কথা জিজ্ঞাসা না করিতেই ঋষি তাহাদের প্রশ্ন ও উত্তর সব বলিতে লাগিল। সোমবার দিন বোম্বাইমেলে তারা আসিবে ইত্যাদি বলিয়া তাহারা চলিয়া গেল। কিছু টাকা দেয় নাই। পরের সোমবারে তারা এসে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামঋষিকে এক তাড়া নোট দশ টাকা করিয়া দিয়া প্রণাম করিল। ঋষি বলিল, "টাকা লইবার আদেশ নাই, লইব না।" তাহারা চলিয়া গেলে একটু পরে শ্রীবাবা নীচে আসিলেন ও বলিলেন, "দেখগো প্রকাশ, বামুনে কপাল, বেটাকে দিব মনে করেছিলাম, সে নিলে না।" ঋষি উত্তর করিল, "বাবা, আপনার কৃপা থাকলেই হলো।" পরবর্ত্তী কালে ঋষি আসানসোলে গোলদারী দোকান করে ক্রমশঃ বড় দোকানদার হয়। ছেলেদের শিক্ষা, বিবাহাদি, জমীজমা বৃদ্ধি করিয়া বর্ত্তমানে সে কোন বিশিষ্ট উকীলের বাড়ীর ও জমীদারীর নায়েব এবং ১৩৬২ সালে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের ঐ জমীদারীরই তহশীলদার। তাই শাস্ত্র বলেছেন "মূকং করোতি বাচালম্।" কেন না আমার মনে পড়ছে ঋষির পিতা ইছাপুরের শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ গুপ্ত কবিরাজ মহাশয়ের নিকট ছেলেটিকে দিয়ে বলেছিলেন, "কবিরাজ মহাশয়, এই ছেলেটিকে দিলাম, যা মনে করেন করাবেন, আমার প্রার্থনা যেন মাকে মা ও বাবাকে বাবা বলে, এটুকু করে দিবেন।" তাতে কবিরাজ মহাশয় অনেক রহস্যও করিয়াছিলেন। আমাদের গুরুভাই বাঘাম্বর ভট্টাচার্য্য সে সময়ে কবিরাজ মহাশয়ের নিকট ব্যাকরণ পড়িত। মোট কথা, এখন ঋষি ফরিদপুর গ্রামের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি।

এইবার আমার ছোট পুত্রের দীক্ষার সম্বন্ধে একটু জানাইতেছি। সন ১৩৪১ সালে ফাল্গুন মাসে আমার ছোট ছেলে শ্রীমান্ গুরুপদ বাবাজীবনের দীক্ষা হয়। আমি তখন শ্রীশ্রীবাবার নিকটে আছি বর্দ্ধমান আশ্রমে। দীক্ষার তিন দিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বে বাড়ী হইতে বর্দ্ধমানে শ্রীশ্রীবাবার চরণে প্রণাম করিয়াই "আমার দীক্ষার দিন করে দেন দাদু" বলিয়া আবেদন করতেই শ্রীবাবা বলিলেন, "কই আর ত দিন দেখছি না। গুরুগতি গোস্বামীর দিন করিয়া দিয়াছি, হয়ত শ্রীশ্রীদাদাগুরুদেবের নিকট অনুমতি লইতে হইবে; সুতরাং এখন আর কি করে হবে?" উত্তরে "সে হবে না দাদু, অনুমতির ওজর শুনবো না, আপনি এই মুহূর্ত্তেই ইচ্ছা করলে অনুমতি নিতে পারেন, আমি ছাড়বো না।" ইত্যাদি জোর দাবী করে। শ্রীবাবা—"যাও জল খাওগে।" "সে হবে না দাদু, অনুমতি দেন, তবে জল খাবো।" শ্রীশ্রীবাবা—"তাই হবে হে তাই হবে, যাও, জল খেয়ে এসো।" জল খেয়ে আসতেই—"পঞ্জিকাটা নিয়ে এসো দেখি।" পঞ্জিকা হাতে দিলে শ্রীশ্রীবাবা একটু দেখিয়া বলিলেন, "আগামী পরশু সব দ্রব্যাদি যোগাড় করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে দিতে পারিলে পরদিন দীক্ষা হইবে।" সে তৎক্ষণাৎ আনন্দে জোর করিয়া বলিল—"নিশ্চয়ই আনিতে পারিব।" আমি আপত্তি করিলাম, "কাপড় ও আসন টুকরা কি করে যোগাড় করবে?" সে বলিল, "আমি এই গাড়ীতে তাঁতিপাড়া গিয়া এ সব বাকেটের কাপড় ও আসন টুকরা লইয়া কাল সকালে রাণীগঞ্জ গিয়া সব যোগাড় করিয়া পরশু নিশ্চয় আনিতে পারিব।" আমার আর কোন কথা নাই। প্রসাদ পাওয়ার পর সে চলিয়া যাইবার জন্য প্রণাম করিতেই "টাকা আছে তো? মুনীন্দ্র, এই দশ টাকা উহাকে দাও, কি জানি যদি অভাবে পড়ে।" তাহাই হইল। টাকা সে লইল এবং ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে আশ্রমে উপস্থিত হইল এবং ফর্দ্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মত সমস্ত জিনিস মিলাইয়া দিল। এই দিন শ্রীশ্রীবাবার শরীর একটু খারাপ মনে হইল। সন্ধ্যায় আহ্নিকে বসিবার পূর্ব্বে বলিলেন, "শরীরটা খারাপ দেখছো, রাত্রি জাগরণ আছে, দুর্গাকেও শ্রীশ্রীদাদাগুরুদেব দীক্ষা দিবার অনুমতি দিয়াছেন—কি বল দুর্গাই দীক্ষা দিউক?" "হাঁ বাবা, আপনি যা অনুমতি করিবেন তাহাই উৎকৃষ্ট—আমরা ত দুর্গাদাদাকে আপনার প্রতীক বুঝি।" একটু পরে বলিলেন, "দুর্গাকে ডেকে দিয়ে যাও, দেখি সে পারবে কিনা?" পূজনীয় দুর্গাদাদাকে ডেকে নিয়ে এলাম। দাদা ঘরে ঢুকিলেই শ্রীবাবা বলিলেন, "তুমি আহ্নিক সেরে এসো।" ইতিমধ্যে তিনি দাদাকে পরীক্ষা করিয়া লইলেন। শ্রীশ্রীবাবা দরজা খুলিয়াই আমাকে দেখিয়া বলিলেন—"নারে বাপু—ঠিক পারবে, কাঁটার মুখ ছুঁচ করতে হয় না।" আমারও আনন্দ হইল, দাদা এবার দীক্ষা দিবেন। রাত্রি সাড়ে এগারটার পর আমি বাহিরে বসিয়া আহ্নিক করিতাম, শ্রীবাবা ভিতরে থাকিতেন। ঠিক সাড়ে বারটায় হঠাৎ কপাট খুলিলেন। প্রণাম করিয়াই বলিলাম, "কি হলো বাবা, এ সময় ত উঠেন না?" শ্রীবাবা বলিলেন, "দেখতো দুর্গাকে, কই ঠাকুর ত নিয়ে গেল না, সে কি করছে?" দাদা উপর হইতেই বালতীর জল মাথায় ঢালিতেছেন শব্দ পাইয়া বলিলাম "বোধ হয় স্নান করিতেছেন, দেখে আসি।" নীচে দেখিলাম, স্নান শেষ করিয়া কাপড় ছাড়িতেছেন। বলাতেই শ্রীশ্রীবাবার মাথায় যে শিব ঠাকুরটি থাকেন তাহা আমার কুঁড়িতে রাখিলেন ও শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন, "৺গোপাল মন্দিরে লইয়া গিয়া যথাবিধি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কার্য্য করিয়া দীক্ষা দাও।" আসনাদিও পূর্ব্বে দিয়াছিলাম, আর সাড়ে চারিটার পর গুরুপদের ডাক হইল। সে তৎ পূর্ব্বে স্নান সারিয়া ৺গোপাল মন্দিরের দরজার নিকট বসিয়াছিল। দীক্ষান্তে শ্রীশ্রীবাবা ও সকলকে প্রণাম করিয়া ও শ্রীশ্রীকুমারী মাতাকে আশ্রমেই ভোজন করাইয়া যথাবিধি প্রণাম দক্ষিণা দান ও প্রসাদ গ্রহণ শেষ করিল ও আশ্রমস্থ সকলকে পুনরায় প্রণাম করিয়া পরে প্রসাদ পাইয়া বাড়ী রওনা হইল। আজ তার নব জীবনের আরম্ভ দেখিয়া আমিও আনন্দিত হইলাম। দীক্ষার পর সে নিয়মিত কাজে অবহেলা করে নাই। ম্যাট্রিক ফেল হইয়াছিল এবং কলিয়ারীতে শিবমোহন ঘোষ দাদার সুপারিশে Electric unpaid apprentice এর কাজ করিত, নিত্য সাইকেলে যাতায়াত করিত। এই সময় পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় (দ্বারভাঙ্গার) কাশীতে একটি মাখন গলান ঘৃতের দোকান করেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "ছেলেটিকে এনে দাও, আমি মানুষ করে দিব।" শ্রীশ্রীবাবার সাক্ষাতে কথা। তাহাই করা হইল। কয়েক মাস কাজ করার পর পঞ্চানন দা বলিলেন, "অণ্ডাল ষ্টেশনে একটি ঘর ভাড়া করে একটি দোকান গুরুপদকে করে দিব। মালে টাকায় চার পাঁচ হাজার টাকা দিব, সে করে খেতে পারবার উপযুক্ত হয়েছে, আমারও কিছু থাকবে। মুনিদাদা; তুমি এবার বাড়ী গেলে সব ঠিক করে আসবে" কথা হইল। কিছুদিন পরে গুরুপদ কুলীসহ একা করিয়া মাখন ছাড় করিতে যাইতে যাইতে দেখিল একটি সাহেব টাঙ্গা হইতে নামিয়া আশ্রমে ঢুকিলেন, অমনি সঙ্গী কুলীকে বলিল "তুমি চল, আমি আশ্রম হইয়া যাইব।" সামনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মপদ দাদাকে জিজ্ঞাসা করিল, "সাহেবটি কে ঢুকিলেন?" উত্তরে ব্রহ্মপদ দাদা বলিলেন, "তোমার পিতার গুরুভাই Postal R. M. S. Superintendent, গোপাল মন্দিরের পাশে আছেন।" সে বরাবর গিয়া প্রণাম করিয়া ইংরাজীতে চাকরীর প্রার্থনা করিল। "কে তুমি? কি করিতেছ?" ইত্যাদি ইংরাজীতে কথাবার্ত্তার পর মনমোহনলাল মাথুর দাদা বলিলেন, "তোমার পিতার সঙ্গে দেখা হইলে সব জানিব, তুমি যে কাজে যাইতেছ যাও।" আশ্রমে ভোজনকালীন সকলেই এক সঙ্গে প্রসাদ গ্রহণান্তে ভোজন করিবেন, ইহাই নিয়ম। মনমোহন দাদা বলিলেন, "তোমার ছেলে দেখলাম বেশ সাহসী।" আমি ত অবাক্। "কোথা দেখলেন?" আমি জানতাম না যে সে দেখা করেছে। তিনি সব আনুপূর্ব্বিক বলিয়া বলিলেন যে বেশ আছে, —আজকাল চাকরীর উন্নতি হওয়া বড় কঠিন। আমি ত সন্তুষ্ট, কারণ পঞ্চানন দাদা দোকান করবেন, সেখানে তাকে রাখিবেন। পরদিন সে আবার এসে ধরেছে, তখন রায় সাহেব দাদা ও দক্ষিণা চৌধুরী দাদা সেখানে ছিলেন। উভয়েই মনমোহন দাদার প্রতিবাদে বলিলেন, "আমরা একটি সামান্য কেরাণী ও সামান্য কনেষ্টবল হইতে এখন দুই শত ও দেড় শত পেনসন ভোগ করিতেছি, কে জানে কার ভাগ্যে কি ব্যবস্থা আছে?" কাজেই মনমোহন দাদা বলিলেন, "ম্যাট্রিক পাশ হইলে আজই ৩৪৲ টাকার চাকরী হইতে পারিত। যা হোক, দরখাস্ত করতে বল, porter ১৪৲ মাহিনা হইবে, আশা মিটে যাক্।" দরখাস্ত হইল, পুলিশ enquiry হইল কংগ্রেসী কিনা? মহল্লার সকলে প্রমাণ দিলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রায় তিন বৎসর এখানে বাস করছে। অবশ্য রমেশদাদা ও তাঁর বড় স্ত্রী উভয়ের চেষ্টা প্রধান, কারণ তাঁরা গুরুপদকে নিজের পুত্রের মত দেখিতেন। চাকরী হইল এবং কাশীতেই posting হইল মনমোহন দাদার আদেশে রোজ আশ্রমে শ্রীশ্রীবাবাকে প্রণাম করিতে পাইবে বলিয়া। কিছুদিন পরে শ্রীশ্রীবাবা বর্দ্ধমান গেলেন, গুরুপদ porter অবস্থায় নিজের কাজ সারিয়া শ্রীশ্রী৺বাবার ব্যাগ তুলিয়া দিলে পর শ্রীশ্রীবাবা আশীর্ব্বাদ করিলেন, "তোমার এক শত টাকা মাহিনা হইবে আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি।" বর্ত্তমানে তাহা বর্ণে বর্ণে ফলিয়াছে, বরং বেশী। সে নিয়মিত ভাবে আহ্নিকে বসিতে অবহেলা করে না।

অদ্য এই পর্য্যন্ত থাকিল। আবার যদি কিছু মনে করে দেন এবং প্রেরণা দেন আবার জানাইব। জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু॥

LIBRARY
No.....
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অব্যক্ত কথাগুলি

শ্রীপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, এম-এ

দিবসের কাজ সারা হলে আজ
লইনু লেখনী তুলি,
তোমার স্মরণে লিখিবারে মোর
অব্যক্ত কথাগুলি ॥

পণ্ডিত তব শিষ্যবৃন্দে
সাজায় বরণ ডালা,
তোমার বচন করি আহরণ
গাঁথে বসি স্মৃতি মালা ॥

পরশ তাঁদের আখর মাঝারে
নব প্রাণ দেয় আনি,
নব গৌরবে বহু বৈভবে
প্রকাশে তোমার বাণী ॥

মোর কিছু নাই স্মৃতি ভাণ্ডারে,
লিখিব কেমন করি ?
জ্ঞানের আলোক কোথা প্রভু মোর
অনন্ত বিভাবরী ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তবু সাধ যায় সাজাতে অর্ঘ্য
নিবেদিতে তব পায়,
জানি এ তুচ্ছ, তবু আলো দেবে
তব মহা মহিমায় ॥

জানি জানি প্রভু বিরাজিছ তুমি
আমার জীবন ঘেরি,
তাই বিশ্বের সব সুন্দরে
তোমার মূর্ত্তি হেরি ॥

দুঃখের দিনে অসহ কষ্টে,
থরথরি উঠে বুক,
তোমার মূর্ত্তি মনেতে ভাবিয়া
উথলিয়া উঠে সুখ ॥

সংসারে যবে বঞ্চনা পাই
ঘনায় আঁধার কালো,
তোমার পরশ হৃদয়ের মাঝে
জ্বালায় আশার আলো ॥

মরমের মাঝে পেয়েছি তোমারে
নির্ব্বিকল্প রূপে,
চিনিতে পেরেছি বিবেক মাঝারে
আপন বিশ্বভূপে ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞান দিয়ে মোর, তোমার বিচার
করিব না কভু স্বামী,
তোমার জ্ঞানের রশ্মির মাঝে
আমারে চিনিব আমি ॥

চাহিনা বুঝিতে যোগ রহস্য
দর্শন আর বেদ,
তোমার আশীষ যদি থাকে মাথে
রহিবে না কোনও খেদ।

কি হবে বুঝিয়া জটিল তত্ত্ব
জন্ম, কর্ম্ম, যাগ,
জীবনেতে যাহা পারিনি ফলাতে
হইয়াছি বীতরাগ ?

তার চেয়ে প্রভু তব সৌরভে
জীবন ভরিয়া দেহ,
তব সুমধুর হাস্য আনন
ফুল্ল করুক গেহ ॥

প্রভাত আলো এনে দিক মনে
তোমার অভয় বাণী,
বিবেকের মাঝে তব নির্দ্দেশ
চরম বলিয়া মানি ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভালো ও মন্দ এ বিশ্বমাঝে
　　সঠিক জানিব যবে,
আমার মাঝারে তোমার প্রকাশ
　　নূতন করিয়া হবে।

মোর জীবনেতে যখন আসিবে
　　পরম অভ্যুদয়,
মুক্ত কণ্ঠে আবার গাহিব
　　"হে যোগি, তোমারি জয়॥"

প্রণাম জানাই নত মস্তকে
　　তোমার চরণ পল্লবে
বাহির হইনু পথে আরবার
　　স্মরিয়া হৃদয় বল্লভে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্দনা

শ্রীজ্যোৎস্নারাণী দেবী

নমো নমঃ গুরুদেব ভোলানাথ যোগেশ্বর,
বিজ্ঞানে ও যোগবলে ধৃত শিরে দিবাকর,
পাপী তাপী উদ্ধারিতে, প্রকটিত ধরণীতে,
তব কৃপা বারি সম ঝরিতেছে ঝরঝর।
অসাধ্য সাধনকারী, কোটি কোটি নমস্কার॥
সর্বাঙ্গে সৌরভ তব, বহিতেছে নব নব,
গৈরিক বসনধারী, ললাটেতে হর-হরি,
পরাৎপর দেব গুরো নররূপী মহেশ্বর॥

আজ বিশ বছর আমার দীক্ষা হয়েছে, মাত্র দুই বছর তাঁকে সশরীরে পেয়েছি। লেখবার যোগ্যতা আমার এতটুকুও নেই, বিদ্যেও আমার খুব কম। তাই এই বিশ বছর পরে লিখলে হয়ত আমার লেখা অনেক ভুল হোতে পারে। অবশ্য লেখবার মত অনেক কথাই আছে, যেমন প্রায় সকলেরই আছে। কিন্তু শ্রীশ্রীবাবা প্রথমেই আমাকে বলেছিলেন, "তুমি যা দেখবে বা শুনবে যেন কাউকে বোলো না।" কিন্তু এখন শুনছি যে শ্রীশ্রীবাবার মাহাত্ম্য চারিধারে প্রচার হবে এবং সকলেই লেখবার জন্য অভয় দিচ্ছেন। তাই তাঁর কথা কিছু না লিখেও থাকতে পাচ্ছি না। আমার একটি মাত্র ছেলে, সেও বাবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিষ্য, ছেলেটি আমার যুদ্ধে গিয়াছিল। সেখান থেকে ফিরে বিয়ে হোতে একটু দেরী হোয়ে যায়। তেত্রিশ বছর বয়সে বৈশাখ মাসে বিয়ে হয় এবং সেই শ্রাবণ মাসেই তাহার টাইফয়েড হয়। বেশ বাড়াবাড়িই হয়েছিল। আমাদের বাড়ী কটকে, চিকিৎসা ভালই চলেছিল। হঠাৎ একদিন রাত্রিতে খুব ঘামতে আরম্ভ করে ও খুব দুর্ব্বল বোধ করে। আমি খালি বসে ঘাম মুছিয়ে দিচ্ছি আর ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করছি। খানিক পরে ঘুমিয়ে পড়ল নিস্তেজ হয়ে। কিন্তু আমি গায়ে হাত দিয়ে শুয়ে আছি, ঘুমই নি। হঠাৎ আমি নিজেই বেশ বুঝতে পারলুম, আর কোন ভয় নাই। তখন আমি একটু ঘুমতে চেষ্টা করছি, এমন সময় আমার ছেলে আমার গায়ে হাত দিয়ে আমায় ডাকল, "মাগো মা তুমি শোন মা আমি কি দেখলুম।" সে জ্বরের সময় প্রায়ই ভুল বকত, আমিও সেই ভেবে বল্লুম, "না বাবা, আমি এখন কিছু শুনব না, তুমি চুপ করে ঘুমোও।" বলে মাথায় হাত বুলোচ্ছি, কিন্তু তবুও সে বলছে, "মাগো, আমি কি দেখছি—একটু শোন মা।" তাতেও আমি বল্লুম, "আমি এখন শুনব না, সকালে শুনব।" তখন সে বলিল, "শুনবে না মা?" আমি বল্লাম, "না।" তখন সে পাশ ফিরে শুয়ে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে 'গুরু' 'গুরু' বলে ঘুমালো। সকাল হলো—আমি তাড়াতাড়ি মুখ ধোবার সব গুছিয়ে দিয়ে মশারি তুলছি বিছানা পরিষ্কার করব বলে, দেখি, নীলু উঠে বসে মুখ ধুচ্ছে (নীলু আমার ছেলের নাম)। তখন আমি বল্লুম, "হ্যাঁরে, তুই আমায় কাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাত্রিতে কি বলছিলি, এখন বল দেখি।" তখন নীলু আমার দিকে তাকিয়ে বল্লে, "মাগো, দাঁড়াও আগে মনে করি, তুমি ত কাল শুনলে না। তবে শোন।"

নীলু বলছে—প্রথমে আমি একটা মিলিটারী পোষাক পড়ে বন্দুক নিয়ে একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ের উপর উঠ্‌ছি, খানিক দূর উঠে উপর দিকে চেয়ে দেখি বাবা (শ্রীগুরুদেব) আমাকে ডাকছেন, বলছেন, "শিগ্‌গির আয়, শিগ্‌গির আয়।" আমি তাড়াতাড়ি উঠে গেছি। গিয়ে দেখি বাবা আমায় বলছেন, "শিগ্‌গির ঐ পোষাক খুলে ফেল, এই তসরখানা পরে আমার সঙ্গে আয়, দাদা গুরুদেব হোম কচ্ছেন, ঐখানে চুপ কোরে বোস্।" নীলু বলল, "আমি গিয়ে যেই বসেছি জ্যেঠা গুরুদেব বাবাকে বললেন, 'হ্যাগো, এই কি তোমার সেই দুষ্টু ছেলেটি ?' তখন বাবা বললেন, 'হ্যাঁ।' তখন আমি নীলুকে জিজ্ঞাসা কল্লুম, "তুই তাঁকে দেখ্‌লি ?" সে বলল, "হ্যাঁ দেখলুম, তিনি বসে আছেন আর সাম্‌নে প্রকাণ্ড একটা আগুনের কুণ্ড জ্বল্‌ছে। কিন্তু তাঁকে আমি ভাল করে দেখিনি, আমি প্রথম থেকেই খালি বাবার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে আছি, চোখ ফেরাচ্ছি না, অথচ যা বল্‌ছেন শুন্‌চি।" আবার নীলু বলল, "মা, যতদূর যাচ্ছি সে যে কি অপূর্ব দৃশ্য তা আমি তোমায় বোঝাতে পারব না, জীবনে কখনও ও রকম দৃশ্য দেখিনি।" তা শুনে আমি বল্লুম, "তুই কি শ্রীগুরুদেবের সব বই পড়েছিস্ ?" তাতে সে বলল, "না মা, আমি ত তাঁর কোন বই পড়িনি। যাক, তার পর হোম শেষ হোল, বাবা হোমের ফোঁটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিয়ে দিলেন আর বললেন 'চল্ ভৈরবী মার কাছে চল।' তখন বাবার সঙ্গে গেলুম, ভৈরবী মা আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন আর বললেন, 'একটা গান কর,' আমি গান করলুম।" তখন আমি নীলুকে জিজ্ঞেস করলুম, "ভৈরবী মা দেখতে কেমন ? আর তুই কি গান গাইলি ?" সে বলল, "বাবা বললেন আমি দেখলুম তিনি বসে আছেন, কিন্তু আমি ঠিক বাবার দিকেই এক দৃষ্টে চেয়ে আছি, আর গান কি গাইলুম তা আমার মনে নেই। কিন্তু ভৈরবী মা গান শুনে আমায় আদর করলেন। তারপর বাবা বল্লেন, 'এইবার পোষাক পরে বাড়ী যা', আর বল্লেন, 'দেখো শরীরের উপর খুব লক্ষ্য রাখবে, যাতে শরীর ভাল থাকে তাই করবে। আর এখানে এসে যা যা দেখলে মাকে যেন গিয়ে বোলো না, ও বেটী এখানে এলে আর যেতে চাইবে না।" হায় আমার কপাল—আমি নাকি সেখানে যাবার মত কর্ম্ম করেছি, শুনে তাই সেখানে যাব। হেসে বল্লুম, "আমায় ত আর তোমার কিছুই বলা হল না।" হ্যাঁ ভুলে গিয়েছিলুম, নীলু বল্লে, "সেখানে কি সুন্দর সেতু, পোলের মত, তাতেও কি সুন্দর কাজ। কিন্তু মা আমি আরো অনেক কথা ভুলে গেছি, আমি অবশ্য শ্রীবাবার কাছে সেখানকার অনেক কথা শুনেছি এবং বাবার বইতেও সেখানকার সব বর্ণনা পড়েছি, তাই মিথ্যে বলতেও পারি না। অবশ্য দীক্ষার পর থেকে। সব তাতে তাঁর কৃপা যথেষ্ট অনুভব করেছি এবং দেহরক্ষার পর তিনি আরো বেশী বেশী আমাদের সাহায্য কচ্ছেন তাও বেশ বুঝতে পাচ্ছি। এও বেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝতে পাচ্ছি, কৃপাটি তাঁর সম্পূর্ণ অযাচিত। তাঁর বিষয়ে বেশী বলবার আমার ক্ষমতাও নেই, আর ইচ্ছেও নেই। আমার গুরু ভাই ভগিনীদের লেখা বইগুলি পড়তে আমার বড় ভাল লাগে। তাই ঐ বইগুলিই আমার সঙ্গী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগুরু-চরণে

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্

(২)

ইহার পর হইতে প্রায় প্রতিদিনই বৈকালে আমি বাবাজীর নিকট উপস্থিত হইতাম। সাধারণতঃ একাকীই যাইতাম, কিন্তু কখনও কখনও সাথীও জুটিয়া যাইত। আমি তখন পিশাচমোচনে থাকিতাম, সেইখান হইতে সমস্ত রাস্তা পদব্রজে অতিক্রম করিয়া, সাধারণতঃ বাঙ্গালীটোলার ভিতর দিয়া কেদারঘাটের অথবা চিন্তামণি গণেশের নিকট দিয়া হরিশ্চন্দ্র রোড অতিক্রম পূর্ব্বক, আশ্রমে উপস্থিত হইতাম। আশ্রমে প্রায় সর্ব্বদাই বহুলোকের সমাগম হইত। কেহ নিজের মর্ম্মগত দুঃখ নিবেদন করিতে আসিত, কেহ রোগ শান্তির জন্য এবং অতি বিরল কেহ কেহ পারমার্থিক মার্গ দর্শনের জন্য আসিত, কিন্তু অধিকাংশ লোকই কৌতূহল বশতঃ এই অভিনব বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিবার জন্য আসিত। সেখানে নানা প্রসঙ্গ উঠিত এবং প্রয়োজন হইলে মাঝে মাঝে বাবাজী জিজ্ঞাসুকে সূর্য্য-বিজ্ঞানের খেলাও দেখাইতেন। আমি নিস্তব্ধ ভাবে এক প্রান্তে বসিয়া সব দেখিতাম ও শুনিতাম, মনে সংশয় উঠিলে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া মীমাংসা করিয়া লইতাম। আমার সঙ্গে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই গিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ ইচ্ছা সত্ত্বেও যাইতে পারেন নাই। কুইন্স্ কলেজের তদানীন্তন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংস্কৃত অধ্যাপক ক্যাম্ব্রীজ বিদ্যালয়ের ডাক্তার টী. কে. লাড্ডু অত্যন্ত ব্যাকুলতা সত্ত্বেও যাইতে পারেন নাই। ডাঃ ভিনিস্ অসুস্থ ছিলেন বলিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার ইচ্ছা ছিল উত্তর প্রদেশের তাৎকালীন গবর্ণরকে বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করাইবেন, কিন্তু সে যোগাযোগ আর হইয়া উঠে নাই, কারণ কিছুদিন পরেই সাহেব পরলোক গমন করেন (এপ্রিল ১৯১৮)।

রায় বাহাদুর অভয়চরণ সান্যাল কুইন্স্ কলেজের ফিজিক্সের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন—তিনি তখন অবসরপ্রাপ্ত। সূর্য্য-বিজ্ঞান দেখিবার জন্য তাঁহার খুব ঔৎসুক্য ছিল—আমাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করাতে আমি একটি দিন ধার্য্য করিয়া তাঁহাকে বাবাজীর দর্শন লাভের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য, ঐদিন তাঁহার সঙ্গে আমি নিজেও উপস্থিত ছিলাম। তিনি কথা প্রসঙ্গে একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন যে, সূর্য্যরশ্মি হইতে পদার্থ সৃষ্টি হওয়া বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে অসম্ভব। তিনি উহা বিশ্বাস করেন নাই। তাঁহার ধারণা ছিল এই ব্যাপার যাহারা দেখিয়া থাকে তাহারা দৃষ্টিভ্রম বশতঃ ভুল দর্শন করে। তবে তিনি ইহা বলিয়াছিলেন যে যদি তিনি উহা নিজ চক্ষুতে দেখিতে পারেন তবে উহা অবশ্যই বিশ্বাস করিবেন। তাঁহাকে আমি কিছু না বলিয়া যাহাতে তিনি সূর্য্য-বিজ্ঞানের ব্যাপার প্রত্যক্ষ দেখিবার অবসর পান তাহার জন্য উপায় খুঁজিতে লাগিলাম। একদিন বাবাকে তাঁহার বিষয়ে সব কথা নিবেদন করিলাম এবং বলিলাম যে এরূপ একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানবিৎকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের প্রাচীন হিন্দু বিজ্ঞানের দুই একটি রহস্য দেখান সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। বাবা বলিলেন, "তোমার বৈজ্ঞানিকটিকে কাল অথবা পরশু প্রাতে এখানে নিয়া আসিও। তিনি বৈজ্ঞানিক, তাই নিজ চোখে কিছু না দেখিয়া এবং নিজে সেই বিষয়ে আলোচনা না করিয়া শুধু শুনা কথায় বিশ্বাস করিবেন কেন?" তদনুসারে আমি অভয়বাবুকে সংবাদ দিয়াছিলাম এবং বাবার নির্দ্দিষ্ট দিনে তাঁহাকে উপস্থিত হইতে অনুরোধ জানাইয়াছিলাম।

নির্দ্দিষ্ট দিনে অভয়বাবু আসিলেন, তাঁহার সঙ্গে আরও দুই তিনটি ভদ্রলোক ছিলেন। বাবা পূর্ব্ব হইতেই নিজ স্থানে বসিয়াছিলেন ও তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। আমি আসিয়া যথাস্থানে বসিলাম। প্রসঙ্গ উঠিতেই অভয়বাবু স্পষ্টভাবে বলিলেন, "বাবাজী যাহা বলিতেছেন তাহা বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ বলিয়া আমি স্বীকার করিতে পারি না। নিজের সন্তোষের জন্য আমি উহা নিজে প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছা করি এবং তাহার পূর্ব্বে আমি স্বামীজীকে অনুরোধ করিতে চাই যে, তিনি যদি তাঁহার নিজের ইচ্ছানুরূপ বস্তু সৃষ্টি না করিয়া আমার নির্দ্দেশ অনুসারে বস্তু নির্ম্মাণ করিয়া দেখাইতে পারেন তাহা হইলে আমি এই সৃষ্টি ব্যাপারকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। যদি এ বিষয়ে তাঁহার অনভিরুচি না থাকে তাহা হইলে আমি একটি জিনিষের নাম করিতে পারি। তিনি আরও বলিলেন দেখাইবার সময় কোন অবান্তর জিনিষ যেন তাঁহার কাছে না থাকে এবং তিনি যেন নিজের হাত দুইটি প্রক্ষালন করিয়া বসেন।" বাবা তাহাতেই সম্মত হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবা বলিলেন, "বাবা, তুমি যেমন চাও তেমনি হইবে। যাহাতে তোমার তৃপ্তি হয় এবং সংশয় না থাকে তাহাই করা উচিত। বল তুমি কোন্ জিনিষের রচনা দেখিতে চাও।" অভয়বাবু নিস্তব্ধ ভাবে অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। মনে হইল তিনি একটি অদ্ভুত জিনিষ খুঁজিতেছেন যাহা সহসা দেখিতে পাওয়া যায় না। চিন্তার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, "এক টুক্‌রা পাটকেলী রং এর কঠিন গ্রেনাইট প্রস্তর সূর্য্যরশ্মি দ্বারা তৈয়ার করুন। ইহা হইতে পারে কি?" বাবা—"নিশ্চয়ই হইতে পারে। তুমি সৃষ্টির অন্তর্গত যে কোন বস্তুর নাম করিবে তাহাই হইতে পারে। এখানে অসম্ভব কিছুই নাই। যে রশ্মির সংঘাতে সমগ্র বিশ্ব উদ্ভূত হইয়াছে সেই রশ্মির সহিত পরিচিত হইয়া উহাদের যোগ-বিয়োগের প্রণালী অবগত হইলে বিজ্ঞানবিৎ যোগীর পক্ষে কোন সৃষ্টিই অসম্ভব বলিয়া মনে করা যায় না।"

অভয়বাবু—উহা কি প্রকৃত বাহ্য সৃষ্টি হইবে, অথবা কল্পিত মানসিক সৃষ্টি হইবে যাহা সম্মোহন বিদ্যায় অভিজ্ঞ পুরুষ সংকল্প বলে সম্মোহিত ব্যক্তিকে দেখাইয়া থাকেন?

বাবা—তোমরা বেশী লেখাপড়া শিখিয়াছ তাই সরল বিশ্বাস হইতে বঞ্চিত রহিয়াছ। এখনই তোমার সম্মুখে তোমারই নির্দ্দেশানুসারে যাহা নির্ম্মাণ করিয়া দেখাইব তাহা দেখিলে তুমি নিজেই বুঝিতে পারিবে উহা কল্পনা অথবা বাস্তবিক। যাহা নির্ম্মাণ শক্তি দ্বারা প্রকট হয় তাহা সকলেই দেখিতে পায় এবং তাহা নিয়া অন্যান্য বাহ্য বস্তুর ন্যায় ব্যবহার করাও চলে।

এই বলিয়া বাবা আরও বলিলেন "এবার একটুখানি বিশুদ্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুলা নিয়ে এসো যাহার উপরে সূর্য্যকিরণ সঞ্চার করা হইবে। যে কোন পদার্থ হইলেই হয়, তবে সাধারণতঃ তুলা হইলেই ভাল হয়। রশ্মি গ্রহণ করিবার জন্য ইহা আবশ্যক। ক্রমশঃ উপাদানের আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে ইহা বিলীন হইয়া যাইবে। নিরালম্ব ভাবে কোন শক্তি আকর্ষণ করা যায় না, আধার চাই।" যাহা হউক, ইহার পর একটু তুলা আনীত হইল এবং অভয়বাবু উহা নিজ হাতে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বাবার হাতে দিলেন। তখন বাবা একটি লেন্স বাহির করিলেন যাহা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট সূর্য্যরশ্মি আকর্ষণ করিয়া আধারের উপর নিক্ষেপ করা চলে। এই প্রকার বিভিন্ন সামর্থ্য বিশিষ্ট বহু লেন্স বাবার নিকট থাকিত। তাহাদের মধ্য হইতে একটি ক্ষুদ্র লেন্স বাবা বাহির করিলেন। লেন্সটি দেখিয়াই অভয়বাবু বলিলেন, "ইহা ত একটি magnifying glass বলিয়া মনে হয়।" বাবা বলিলেন, "সেরূপ মনে হয় বটে, কিন্তু ইহা glass বা কাঁচ নহে, স্ফটিক। বিশেষ প্রক্রিয়াতে তিব্বতের আশ্রমে ইহা নির্ম্মিত হয়। সেখানকার বিজ্ঞানশালাতে প্রত্যেক বিজ্ঞান শিক্ষার্থীকে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য এক একটি লেন্স উপহার দেওয়া হয়। শক্তির তারতম্যানুসারে নানা প্রকার লেন্স আছে। তা ছাড়া সবগুলির আকারও এক প্রকার নহে। এইরূপ জিনিষ তোমাদের পাশ্চাত্য জগতে পাইবে না।" অভয়বাবু লেন্সটি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, "লেন্সটি ত দেখিতে অতি সুন্দর এবং হেণ্ডলটি অপূর্ব্ব দেখিয়া মনে হয় ইহা কোন বিশিষ্ট কারিকরের রচনা।"

ইহার পর বাবা ডান হাতে লেন্সটি ধরিয়া বামহস্তস্থিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুলাখণ্ডের উপর উহার সাহায্যে বিশিষ্ট আলোকের ছটা ফেলিতে লাগিলেন। প্রত্যেক ছটায়ই একটি বিশিষ্ট রং আছে। যে ছটা যখন ফেলিলেন তাহার পূর্ব্বেই তাহার রংএর কথা বলিয়া যাইতে লাগিলেন কিন্তু সেই সূক্ষ্ম রং উপস্থিত সকলে ভাল করিয়া অনুধাবন করিতে পারিলেন না। বাবা বলিলেন, "দেখ তুলাটি কেমন ক্রমশঃ জড়াইয়া যাইতেছে, তীব্রভাবে পাকের ক্রিয়া চলিতেছে।" সকলে দেখিতে পাইল সত্য সত্যই তুলাটি যেন লম্বা হইয়া পাক খাইতেছে। জড়ান ভাবটা বেশ বুঝা গেল আর একটু লালের আভাও দেখা গেল। পরে বুঝা গেল যে এই জড়ান তুলার কিয়দংশ শক্ত কাঠের আকারে পরিণত হইয়াছে, বাকী অংশটা পূর্ব্বের ন্যায় তুলাই রহিয়াছে। ৮।১০ সেকেণ্ড পরে সমস্ত তুলার খণ্ডটি লম্বা কাঠের মত আকার ধারণ করিল। লাল পাটকিলে রং বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া গেল। তখন আর তুলার লেশমাত্রও অবশিষ্ট ছিল না। ইহা দেখিয়া অভয়বাবুর মুখ চোখ বিস্ময়ে স্তম্ভিত মনে হইতে লাগিল। বাবা এই টুকরাটি অভয়বাবুর হাতে দিলেন এবং বলিলেন, "এই এক পর্ব্ব হইল। ইহার পরের পর্ব্বে এই টুকরাটি পাথরে পরিণত হইবে।" অভয়বাবু ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন ও বলিলেন, "ইহা কাঠের ন্যায় মনে হইতেছে।" ইহার পর বাবা পুনর্ব্বার ইহা হাতে ধরিয়া লেন্স দ্বারা রশ্মি সম্পাত করিতেই ১০।১৫ সেকেণ্ডের মধ্যেই ঐ তথা কথিত কাষ্ঠখণ্ড সুকঠিন প্রস্তর খণ্ডে পরিণত হইল। দেখিতে অপূর্ব্ব সুন্দর লাল রংএর গ্রেনাইট ষ্টোন। বাবা বলিলেন, "দেখ বাপু হয়েছে কি না?" অভয়বাবু আর কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিবেন ? তিনি বলিলেন, "দেখছি তো অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার। আমি এটি নিতে পারি কি ? আমার ইচ্ছা ইহা আমি অন্যান্য বহু লোককে দেখাইব। সকলেই ইহা দেখিতে পাইবে ত ?" বাবা বলিলেন, "নিশ্চয়ই পাইবে। তুমি নিঃসঙ্কোচে এটি নিয়া যাইতে পার।"

অভয়বাবু প্রস্তরটি নিলেন। তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম, "এবার তো আপনি সূর্য্যবিজ্ঞান স্বীকার করবেন ? প্রত্যক্ষের উপরে ত আর প্রমাণ নাই ?" অভয়বাবু বলিলেন "প্রত্যক্ষ করিতেছি ইহা সত্য। ইহা যে গ্রেনাইট ষ্টোন তাহাও সত্য। কিন্তু সূর্য্যের আলোক হইতে ইহা কি প্রকারে প্রস্তুত হইতে পারে ইহা বুঝিতে পারিতেছি না। বিজ্ঞান মতে সূর্য্যরশ্মি হইতে ইহা সম্ভবপর নহে। বাবাজী সম্ভবতঃ যোগ বলে ইহা রচনা করিয়াছেন। আমি ইহা বিজ্ঞানের সৃষ্টি বলিয়া মনে করি না।" বাবাজী—"তুমি কি যোগবল বা ইচ্ছাশক্তির তত্ত্ব কিছু জান ? যে ইচ্ছাশক্তি জানে না, সূর্য্য-বিজ্ঞানও জানে না, তাহার পক্ষে জ্ঞানী কর্মীর বাক্য অবাধে স্বীকার করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।" অভয়বাবু অবনত মস্তকে ইহা স্বীকার করিলেন। শেষে বলিলেন "হয়েছে বটে, কিন্তু কি ভাবে যে হইল তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।" তিনি বাবাকে প্রণাম করিয়া পাথরটি লইয়া প্রস্থান করিলেন।

ইহার কাছাকাছি সময়েই আর একটি বিশিষ্ট জিজ্ঞাসু পুরুষ বাবার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে তাহারই ইচ্ছানুসারে একটি পুষ্পকে আংশিক ভাবে ভিন্ন ভিন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুষ্পে পরিণত করিয়া ও বাকী অংশ প্রস্তরে রূপান্তরিত করিয়া অখণ্ড একটি পুষ্পের আকারে রচনা করিয়া দেখাইয়াছিলেন। সমগ্র বস্তুটি একটি পুষ্প বলিয়া মনে হইতেছিল, যাহার এক পাপরী গোলাপের, এক পাপরী জবার, এক পাপরী কমলের, এক পাপরী চাঁপার ও বাকী অংশটি প্রস্তর।

একদিন আমি আলোচনা প্রসঙ্গে আকৃতি (Form) ও দ্রব্যের (Matter) পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে বাবাকে প্রশ্ন করি। বাবা বলিলেন, "বিজ্ঞান বলে যে কোন আকার যে কোন দ্রব্যে সঞ্চার করা যায়।" কিরূপে ইহা হয় তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইবার জন্য একটি পান পাতা ভাণ্ডার গৃহ হইতে আনিতে বলিলেন। তাহাই আনা হইল। এই পানটি বাংলাদেশে প্রচলিত বৃহদাকার পান ছিল, কাশীর ক্ষুদ্র মঘাই পানও আনাইলেন। তখন বাবা বলিলেন, "এই বাংলা পানটিকে কাশীর মঘাই পানে পরিণত করা যায়।" তখন সেখানে উপস্থিত একটি ভদ্রলোক বলিলেন "কাশীর পান ভাল বটে কিন্তু উহা আকারে বড় ছোট।" ইহার পর বাবা কাশীর পানের সত্তা বাংলা পানে সঞ্চার করিলেন ও বাংলা পানের সত্তা লইয়া কাশীর পানের আকারে অভিনব পান রচনা করিলেন। দেখা গেল কাশীর পানটি ঠিক বাংলাদেশের পানের ন্যায় বড় আকারের হইয়াছে এবং বাংলা পানটি ছোট কাশীর পানের ন্যায় আকার বিশিষ্ট হইয়াছে। খাইয়া দেখা গেল বিপর্য্যয় ব্যাপার।

দেখিতে দেখিতে প্রয়াগ মহাকুম্ভের দিন আসিয়া পড়িল। বাবাজী কয়েকজন শিষ্য ও ভক্তসহ ৯ই জানুয়ারী প্রাতঃকালে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এলাহাবাদ চলিয়া গেলেন। ইহা ১৯১৮ সালের কথা। আমিও এলাহাবাদে রওয়ানা হইলাম। আমার সঙ্গে ছিলেন ভূষণচন্দ্র বসু, মাষ্টার মহাশয় (খুলনাবাসী উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য) ও রাজস্থান জয়পুর নিবাসী বিজয়চন্দ্র চতুর্ব্বেদী (কাশী সংস্কৃত কলেজে পরে ইনি বেদের অধ্যাপক নিযুক্ত হন)। ইনি বর্ত্তমান বারাণসী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদাধ্যাপক শ্রীভগবৎ প্রসাদ মিশ্রের ভগিনীপতি ছিলেন। জর্জটাউনে একটি ভদ্রলোকের বাড়ীতে বাবার অবস্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। আমরা তিনজনও সেই বাড়ীতেই স্থান গ্রহণ করিয়াছিলাম। প্রয়াগে মহাকুম্ভ দর্শন ইহাই আমার প্রথম। ইহার পূর্ব্বে ১৯১২ সালে আমি প্রয়াগে অর্দ্ধকুম্ভ দর্শন করিতে গিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তেমন ভাবে দর্শন করা হয় নাই। এবার বাবাজীর সঙ্গে সাধু দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করি। তিনি কয়েকজন ভাল অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত উন্নত সাধুকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে নেপালের একটি সন্ন্যাসিনীর খুবই প্রশংসা করিয়াছিলেন।

জর্জ্জ টাউনে অবস্থান কালে প্রথম রাত্রেই একটি বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহা অল্পের জন্য একটি দুর্ঘটনায় পরিণত হয় নাই। জর্জ্জ টাউনের বাসাতে যে ঘরে শ্রীশ্রীগুরুদেবের থাকিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল ঠিক তাহারই সংলগ্ন অপর একটি ঘরে তাঁহার শিষ্যদের ও সঙ্গীয় লোকদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই দুইটি ঘরের মধ্যে একটি মাত্র দরজা ছিল তাহা খুলিয়া দিলে এক ঘর হইতে অপর ঘরে যাতায়াত করা যাইত। রাত্রিবেলা এই দরজাটি বন্ধ করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু অর্গল বন্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করা হয় নাই। শেষ রাত্রে শ্রীশ্রীগুরুদেব ক্রিয়াসন হইতে উত্থিত হইয়া নিজের নিত্যকৃত্যের অন্তর্গত চণ্ডীপাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে অপর ঘর হইতে রামঋষি নামক একটি লোক শৌচের জন্য বাহিরে যাইতে উদ্যত হইয়া তন্দ্রাবেশে ভ্রমক্রমে অন্য দরজা না খুলিয়া বাবার ঘরের দিকের দরজা খুলিয়া ফেলিয়াছিল। খুলিয়াই দেখে বাবা আসনে বসিয়া চণ্ডীপাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দেখিয়াই তাহার চমক লাগে ও নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া ঐ দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। এই লোকটি অন্য কেহ নয়, বাবার নিত্য সঙ্গী রামঋষি নামক পাচক ব্রাহ্মণ। বাবা ইহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। ইহার কিঞ্চিৎ পরেই বাবা পাঠ সমাপ্ত করিয়া কে হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল জানিবার জন্য দ্বিতীয় ঘরে আগমন করেন ও সকলকে প্রশ্ন করেন। রামঋষি নিজের ভ্রম স্বীকার করিয়া বাবার চরণতলে মস্তক নত করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে। বাবা তখন বলিলেন, "ঋষি! তুমি অল্পের জন্য রক্ষা পাইয়াছ। আর ৫ মিনিট পূর্ব্বে যদি তুমি ঘরে প্রবেশ করিতে তাহা হইলে তখনই প্রবেশ মাত্র অচেতন হইয়া পড়িতে। এমন কি আরও তীব্র বৈদ্যুতিক আঘাত পাওয়ারও সম্ভাবনা ছিল। কারণ আমি যখন আসনে ছিলাম তখন সমস্ত গৃহ অতি উৎকট তড়িৎশক্তিতে পরিপূর্ণ ছিল। বিজাতীয় তড়িৎশক্তির সংস্পর্শ হইলেই উহা তাহাকে আঘাত করিত। যাহা হউক, জগদম্বা তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন। এরূপ ভুল যেন আর কখনও না হয়।" বস্তুতঃই বাবার ক্রিয়ার ঘরের "সংলগ্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন ঘরে থাকা, বিশেষতঃ রাত্রিকালে, নিরাপদ নহে—ইহা তখন সকলেই বুঝিতে পারিল।

বাবা কয়েকদিন পরেই এলাহাবাদ হইতে কাশী ফিরিয়া আসিলেন। তাহার কয়েকদিন পরেই আমার দীক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হয়। বস্তুতঃ আমি তাঁহার এলাহাবাদ যাওয়ার পূর্ব্বদিনই একটি ছাত্রের মারফত পত্র লিখিয়া দীক্ষার দিন স্থির করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। ইহার পর ১৭ই জানুয়ারী পুনর্ব্বার তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিই। আমার দীক্ষার দিন স্থির হয় ২১শে জানুয়ারী ১৯১৮ অথবা ৮ই মাঘ ১৩২৪। আমার দীক্ষার জন্য অনুমতির প্রতীক্ষা করিতে হয় নাই। কারণ প্রথম দর্শনের দিনই বাবা আমাকে দীক্ষা দিবেন এরূপ আভাস নিজেই আমাকে দিয়াছিলেন। যা কিছু বিলম্ব হইয়াছিল দিন স্থির করার জন্য মাত্র। ৫/২৮১ দিলীপগঞ্জ বিশুদ্ধানন্দ কুটীরে অর্থাৎ হনুমান্ ঘাটের আশ্রমে আমার দীক্ষা হইয়াছিল। ঐ দিন আরও একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার দীর্ঘ শ্মশ্রু এবং পুষ্টকায় শরীর, প্রায় ১৭ বৎসর তাগাদা করিয়া প্রতীক্ষায় দীর্ঘকাল যাপনের পর তিনি অনুমতি পাইয়াছিলেন। দীক্ষার পূর্ব্বের দিন প্রচলিত নিয়ম অনুসারে দীক্ষার উপযোগী বস্তু সকল সংগ্রহ করিয়া সন্ধ্যা বেলায় আশ্রমে ঋষির নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছিলাম। এই সকল সামগ্রীর মধ্যে মুখ্য কয়েকটি এই,—একটি কুশাসন, তাহার উপরে স্থাপনের জন্য একটি গালিচা আসন, সর্ব্বোপরি আস্তরণের জন্য একটি রেশমের আসন, একটি তামার মাদুলী, /৫ পাঁচ ছটাক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশুদ্ধ গব্যঘৃত, তদুপযোগী একটি কাঁসার বাটী, নিজের পরিধানের জন্য এক জোড়া পট্টবস্ত্র, কুমারীকে দিবার জন্য একটি লাল পাড় শাড়ী ও একটি যোগ দণ্ড। ইহার মধ্যে ঘি সংগ্রহ করাই অপেক্ষাকৃত কঠিন ছিল, কারণ বিশুদ্ধ গব্যঘৃত হওয়া আবশ্যক। ইহা ভূষণবাবু আমার জন্য সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। আসন তিনটি বাবা যথাবিধি সংস্কার করিয়া দীক্ষার্থীকে তাহার বসার জন্য ফিরাইয়া দিতেন। তামার মাদুলীটি বস্তুতঃ রক্ষা কবচ। উহা অতি মূল্যবান্ ও শিষ্যের অকালমৃত্যু নিবারক। বিশুদ্ধ গব্যঘৃত /৫ পাঁচ ছটাক কাঁসার বাটীতে রাখিয়া উহার উপর ইষ্টমন্ত্রের উচ্চারণে ক্রিয়া করিতে হয়। উহাতে মন্ত্রের প্রভাবে আপনিই অগ্নির প্রজ্জ্বলন হয়। বাহ্য অগ্নির প্রয়োজন থাকে না। ইহাই চিদগ্নি, ইহা দ্বারাই কুমারীর বস্ত্রটি সংস্কার করিতে হয়। এই সংস্কারযুক্ত বস্ত্র দীক্ষার্থীকে ফেরত দেওয়া হয় এবং ইহা একটি কুমারীকে পরিধানের জন্য দিয়া যথাবিধি কুমারীর সেবার ব্যবস্থা করিতে হয়—অবশ্য দক্ষিণাসহ। এই সম্প্রদায়ে হোমের পরিবর্ত্তে এইরূপ ব্যবস্থা আছে। ইহাতে লৌকিক অগ্নির পরিবর্ত্তে ইষ্টমন্ত্রাত্মিকা কুমারী শক্তিরূপ চিদগ্নির উপযোগ করা হয়। ইহা অবশ্য দীক্ষাদাতা গুরুই করিয়া থাকেন। যাহা হউক, পূর্ব্বের দিন এই সকল সামগ্রী সম্ভার পৌঁছাইয়া পরের দিন প্রাতে অর্থাৎ অতি প্রত্যুষে গঙ্গা স্নান করিয়া ও শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া দীক্ষার জন্য আশ্রমে উপস্থিত হইলাম।

দীক্ষাকার্য্য যথাবিধি সমাপ্ত হইল। গুরুদেব মস্তকে শিবহস্ত প্রদান করিলেন, কর্ণে ইষ্টমন্ত্র প্রদান করিলেন, নিজের মস্তক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে আকর্ষণ করিয়া তাঁহার সহস্রারস্থ জ্যোতির্লিঙ্গ তামার টাটে সংরক্ষণ পূর্ব্বক তাহাতে আমার ইষ্টমন্ত্র দ্বারা গন্ধপুষ্পাদি উপচারে আমাকে আমার ইষ্টদেবতার পূজা করাইলেন ও ক্রিয়ার পদ্ধতি শিখাইয়া দিলেন, রক্ষা কবচ দান করিলেন ও সম্প্রদায়গত সময়াচার নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। বিধি-নিষেধের মধ্যে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন তন্মধ্যে সস্ত্রীক ব্রহ্মচর্য্য পালন প্রভৃতি ও ভোজন বিষয়ে অণ্ড (ডিম), পেঁয়াজ, রশুন বর্জ্জন প্রভৃতি প্রধান। জপ ও ক্রিয়ার পরস্পর সম্বন্ধ কি প্রকার তাহা বলিয়া দিয়াছিলেন। প্রাতে ও সন্ধ্যায় যথাসম্ভব ক্ষণ ধরিয়া কার্য্য করিতে পারিলে ভাল হয়, ইহাও বলিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া আমার ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক জীবনের ইতিহাস সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা গোপনীয় বলিয়া এখানে উল্লেখ করিলাম না। সাধন জীবনের গুহ্যতত্ত্ব বাহিরে প্রকাশ্য নহে। বিশ্বাস ও কর্ম্মের সম্বন্ধ বিষয়ে প্রশ্ন করাতে বাবা বলিয়াছিলেন, —"যথাবিধি কর্ম্ম করিতে চেষ্টা করিবে—কর্ম্মই মূল। ইহা হইতে বিশ্বাস আপনিই আসিবে—জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম আপনিই ফুটিবে। প্রত্যক্ষ বিষয়ে বিশ্বাস না জন্মিয়া পারে না। ভোজন করিলে উদরপূর্ত্তির জন্য চিন্তা করিতে হয় না।" তারপর আরও বলিয়াছিলেন—"আমাদিগকে অনেক কঠোর তপস্যা করিতে হইয়াছে, সুদীর্ঘকাল নানা প্রকার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নানা প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে। তোমাদের পক্ষে ঐ সব কৃচ্ছ্র সাধন আবশ্যক হইবে না। কারণ সার বস্তু তোমাদের জন্য রাখিয়াছি —তাঁহাই তোমাদিগকে আধার অনুরূপ দিয়া থাকি। কর্ম্মের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিধানও খুব সরল। নৈতিক জীবনটিকে বিশুদ্ধ রাখিয়া বিধান অনুসারে কর্ম করিলে কোন অভাব থাকে না, থাকিতে পারে না।" তখন সময় বেশী ছিল না, কারণ আমার পরেই আর একজনের দীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। সময় কম—ভাবিলাম যাহা যাহা জিজ্ঞাস্য আছে পরে জিজ্ঞাসা করিব। কর্মান্তে দক্ষিণা দিয়া ও প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখি। দীক্ষার সময় শ্রীশ্রীগুরুদেবের যে চেহারা দেখিয়াছিলাম তাহা কখনও ভুলিতে পারিব না। উহা বিশ্বগুরুর মূর্ত্তি—পূর্ণ প্রজ্ঞা ও মহাকরুণার একত্র সংমিশ্রণ, অসীম ঐশ্বর্য্য ও অফুরন্ত বাৎসল্যরসের অদৃষ্টপূর্ব্ব মিলন। আমার দীক্ষার সময়েও জ্যেঠা গুরুদেব শ্রীশ্রীভৃগুরাম স্বামী শ্রীগুরুদেবের কায়াতে দীক্ষাদানকালে আবিষ্ট হইয়াছিলেন। উভয় সত্তা এক সত্তায় পরিণত হইয়াছিল। অবশ্য কিছুদিন পরে এই প্রথা উঠিয়া গিয়াছিল—তখন আবেশের আবশ্যকতা আর ছিল না।

আশ্রম হইতে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া কুমারী ভোজনের ব্যবস্থা করিলাম। তখন হইতেই দেহের মধ্যে একটি নব ভাবের সঞ্চার ও স্পর্শ অনুভব করিতে লাগিলাম। বিশুদ্ধ বৈন্দব দেহ কাহাকে বলে তাহা তখন অবশ্য জানিতাম না—ইহা যে সদ্‌গুরু প্রদত্ত দীক্ষার প্রভাবে মায়িক দেহের সঙ্গে অস্পর্শযোগে যুক্ত হইয়া অভিন্নবৎ কার্য্য করিতে থাকে তাহার রহস্য তখন জানিতাম না। না জানিলেও তাহার একটা আভাস অনুভব করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যাপূজার জন্য একটি পৃথক্ ঘরের ব্যবস্থা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলাম—সে ঘরে আবার পূজনীয়া মাতৃদেবী ভিন্ন সাধারণতঃ আর কাহারও যাইবার আদেশ ছিল না। এমন কি আমার স্ত্রীরও নহে, কারণ তখনও তাহার দীক্ষা হয় নাই। নিজেও জাগতিক ভাব লইয়া সে ঘরে যাইতাম না। ইহার ফলে ঘরটিতে একটি অদ্ভুত তেজোময়ী শক্তির অধিষ্ঠান হইয়াছিল, যাহার প্রভাবে অনেক অনেক অদ্ভুত অনুভব ও প্রত্যক্ষ দর্শন নিরন্তর ঘটিতেছিল।

আমার দীক্ষার অল্প কয়েক দিন পরেই বাবা কাশী হইতে চলিয়া যান। যে কয়দিন ছিলেন প্রত্যহ তাঁহার নিকট যাইতাম ও নানা আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনা করিতাম। আমাদের দীক্ষা ব্যাপার অতি রহস্যময়। গুরুদেব সাধারণতঃ সে রহস্য খুলিতেন না। তাঁহার সঙ্গে পরে এই সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়াছি, শাস্ত্রের গূঢ় অভিসন্ধিও বুঝিতে যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছি এবং অল্প বিস্তর স্বানুভূতিও গুরুকৃপায় প্রাপ্ত হইয়াছি। অন্তর্জীবন যাত্রার এই প্রথম পর্বে তাঁহার নিকট হইতে উপদেশ যাহা পাইয়াছিলাম তাহার সারাংশ এই—

১। সাধন জীবনে কর্ম্মই প্রধান। পুস্তকের জ্ঞান শুষ্কজ্ঞান মাত্র। উন্মাদিনী ভক্তিও প্রকৃত ভক্তি নহে। প্রকৃত জ্ঞান ও প্রকৃত ভক্তি মহত্ত্বপূর্ব্ব জিনিষ—উহাদের বিকাশ কর্ম্ম হইতে আপনিই হইয়া থাকে।

২। শুধু কৃপার উপর নির্ভর করিয়া থাকা সুবিবেচনার কার্য্য নহে। কৃপা অতি পবিত্র বস্তু—উহা নিরন্তরই সেই মহাশক্তি হইতে ক্ষরণ হইতেছে। উহা ভিন্ন জীবের ঊর্দ্ধ গতির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর কোন উপায় নাই, কিন্তু কর্ম্ম ভিন্ন উহাকে ধারণ করা যায় না। তাই কর্ম্মই প্রধান। কর্ম্মে অসাধ্য সাধন হয়। কর্ম্ম মানে 'ক্রিয়াশক্তি', ইহা মনে রাখিবে।

৩। উপাসনা উচ্চ আদর্শের অনুসরণ। দেবদেবী সকলেই এই মহা আদর্শের বাহ্য প্রকাশ মাত্র। সব দেবতাই মূলে এক ও অভিন্ন। দেবতাদের মধ্যে কখনও ছোট বড় ভেদ করিবে না। তবে—অভ্যাসের জন্য নিজের ইষ্ট ভাবে দৃঢ় থাকিবে।

৪। কর্ম্ম করিয়া যাও—তাহার পরে যাহা হইবার তাহা আপনা হইতেই হইতে থাকিবে।

৫। নিত্য ক্রিয়ার সময় সাধারণতঃ যে সকল দর্শনাদি ঘটে সংস্কার অনুসারে তাহা ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয়। ঐ সকল দর্শনের দিকে লক্ষ্য করিবে না। সংস্কারের খেলা আপনা হইতে যাহা হয় হইয়া যাক্। এই সবকে উপেক্ষা করিবে এবং নিজের লক্ষ্যের দিকে যথাশক্তি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবে।

৬। সাধক ও যোগী এক নহে। অনেকে সাধককে যোগী মনে করে ইহা ভুল। দীক্ষার সময় কে সাধক কে যোগী তাহা গুরুকে দেখিতে হয়, নতুবা হাতীর ভার ছাগলকে দিলে সে তাহা সহ্য করিতে পারে না এবং ছাগলের ভার হাতীকে দিলে সে তাহা দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

৭। বাহির হইতে দেবদর্শনের মূল্য অতি কম। স্বয়ং দেবত্ব লাভ না করিয়া দেবদর্শনকে বাহ্য দেবদর্শন বলে। যে যাহা না হয় সে তাহা জানিতে পারে না। এইজন্য দেবতাকে জানিতে হইলে স্বয়ং দেবতা হইতে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৮। তবু কিন্তু জীব জীবই থাকে—দিব্যভাব প্রাপ্ত হইয়াও তাহার স্বরূপ সত্তা সে হারায় না। তাই সে যোগী হইতে পারে। নতুবা সাধকের স্তর হইতে উত্থান তাহার পক্ষে কঠিন। যোগী নিজ সত্তা হারায় না অথচ একদিকে অখণ্ড সত্তার সহিত ও অপর দিকে অনন্ত খণ্ড সত্তার সহিত এক হইয়া প্রকাশ পাইতে পারে।

৯। "শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্।" ধীরে ধীরে যাহা হয় তাহাই ভাল। তাড়াতাড়ি বিশিষ্ট ভাবের বিকাশও অনেক সময় ভাল হয় না। রূপান্তর লাভ মনুষ্যের জীবনের চরম আদর্শ, উহাই প্রকৃত মুক্তি। তখন জন্ম মৃত্যু কাটিয়া যায়, নিজের পূর্ণ সত্তা জাগিয়া উঠে ও অদ্বৈত ভাবের স্ফূর্ত্তি হয়। কিন্তু যোগী এই পরম অদ্বৈতের মধ্যেও আমি-তুমি ভাবকে রাখিয়া দিতে পারে। তাই যোগী ভিন্ন জ্ঞানের পর ভক্তির আস্বাদন অন্য কেহ করিতে পারে না।

১০। কোন বিষয়ে চিন্তা করিবে না। আমি সর্ব্বদাই তোমার নিকট আছি ও থাকিব। ঠিক ভাবে কর্ম্ম করিলে ইহা বুঝিতে পারিবে এবং কোন বিষয়ে অভাব বোধ করিবে না।

আমার দীক্ষার কিছু পরেই, বোধ হয় ২৫শে জানুয়ারীর কাছাকাছি, বাবা কাশী হইতে বর্দ্ধমান যান। সেখান হইতে কলিকাতা হইয়া কিছু সময়ের জন্য বালেশ্বর যান। সেখান হইতে তাঁহার দুইখানা কার্ড পাইয়াছিলাম। ইহা ফেব্রুয়ারী মাসের কথা। সেখান হইতে ফিরিয়া তিনি বর্দ্ধমান আসেন (এপ্রিল) ও বর্দ্ধমান হইতে ১৭ই বৈশাখ পুরীর পথে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলিকাতা গমন করেন। পুরীতে নূতন আশ্রম হইয়াছে। এখনও আশ্রমের সর্ব্বাঙ্গ সংস্কার পূর্ণভাবে হয় নাই। তথাপি ইহা থাকিবার উপযোগী হইয়াছে বলিয়া পুরীর গুরুভাইদের বিশেষ অনুরোধে বাবাকে সেখানে যাইতে হইয়াছে। কলিকাতা হইতে তিনি পুরী গমন করেন ১৩২৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে—সম্ভবতঃ ১৮ই জ্যৈষ্ঠের কিছু পূর্ব্বে। এবার পুরীতে তাঁহার বেশী দিন থাকা হয় নাই। প্রায় এক মাস কাল পুরী আশ্রমে থাকিয়া তিনি ফিরিয়া আসেন এবং অল্প সময়ের জন্য শান্তিপুর গমন করেন। পরে কলিকাতা হইয়া ২৭শে আষাঢ়ের পূর্ব্বেই বর্দ্ধমান প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ঐ সময়ে কলিকাতাতে বাবার অবস্থানের উপযোগী আশ্রম স্থাপিত হয় নাই। আমাদের গুরুভাই কলিকাতা করপোরেশনের কালেক্টার বাবার পরম ভক্ত ৺যোগেশচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার ভবানীপুরস্থিত ৮নং কুণ্ড রোডের ভবনে একটি অংশ বাবার বাসের উপযোগী করিয়া তৈয়ার করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে বাবার আহ্নিকের ও অবস্থানের ঘর একটি ও বাবার উপস্থিতিতে সৎসঙ্গের জন্য একটি বিশাল হল অন্তর্ভুক্ত ছিল। মার্ব্বেল দ্বারা উভয় স্থানের মেজে নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং হলটিতে বাবার একটি বিশাল তৈলচিত্র ও তাহারই সন্নিধানে বাবার উপবেশনের জন্য শয্যাসন বিন্যস্ত করা হইয়াছিল। বাবার আহ্নিকের অথবা শয়নের ঘরে সাধারণ লোকের প্রবেশাধিকার ছিল না। কিন্তু হলঘরে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে তাঁহার দর্শনের জন্য সকলেই উপস্থিত হইতে পারিত। যতদিন পর্য্যন্ত রূপনারায়ণ নন্দন লেনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবার আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় নাই ততদিন পর্য্যন্ত বাবা কলিকাতায় আসিলে সাধারণতঃ এইখানেই অবস্থান করিতেন। যোগেশদাদা পরম প্রীতির সহিত শুধু যে বাবাকেই সেবা করিতেন তাহা নহে, তিনি সমাগত গুরুভ্রাতা ও অন্যান্য ভক্তবর্গকেও যথোচিত আদর আপ্যায়ন করিতেন। যোগেশদাদার বাড়ীর এই অংশটি তাঁহার বাড়ীর অপরাংশ হইতে একরূপ পৃথক্‌ই ছিল এবং আশ্রম না হইলেও আশ্রমের ন্যায় ইহার পবিত্রতা রক্ষিত হইত।

দীক্ষা ত হইয়া গেল। কিন্তু বেশী দিন শ্রীগুরুদেবের সৎসঙ্গ উপভোগ করার পূর্ব্বেই তিনি কাশী হইতে চলিয়া যাওয়ার দরুণ মনে অত্যন্ত অভাব অনুভব করিতে লাগিলাম। তাঁহার পুনর্ব্বার কাশীতে আসার সময় পর্য্যন্ত সৎসঙ্গ ও সাধুদর্শন করিয়া অতিরিক্ত সময়টা কাটাইতে লাগিলাম। এই সময়কার সৎসঙ্গের মধ্যে আমার পূর্ব্বপরিচিত দুইটি মহাপুরুষের নাম উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে একজনের নাম ভার্গব শিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ। ইঁহার কথা আমি পূর্ব্বেই ইঙ্গিতে উল্লেখ করিয়াছি। ইনি পরা ও অপরা বিদ্যায় এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় সমভাবে শিক্ষিত ছিলেন। ইঁহার পূর্ব্বনাম শশিভূষণ সান্যাল ছিল। ইনি গৃহস্থ হইয়াও অন্তঃসন্ন্যাস সম্পন্ন ছিলেন। মনুষ্যত্বের একটি অক্ষুণ্ণ আদর্শ ইঁহারই জীবনে আমি প্রথমে উপলব্ধি করিয়াছিলাম। ইঁহার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় প্রায় ৮ বৎসর পূর্ব্বে।* তখন

* হিমাদ্রি পত্রিকায় "সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ" প্রবন্ধে ইঁহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমি প্রকাশিত করিয়াছি। দ্রষ্টব্য—হিমাদ্রিতে প্রকাশিত "যোগত্রয়ানন্দজীর কথা" (d. 3.6.55 to 2.9.55)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেই ঘনিষ্ঠভাবে ইহার সঙ্গে আমি মিলামিশা করি এবং ইহার জীবনের প্রভাব আমার ব্যক্তিগত জীবনের উপর পতিত হইতে আরম্ভ হয়। পূজ্যপাদ ৺রামদয়াল মজুমদার প্রভৃতি মহাত্মাও ইহার সম্পর্কে আসিয়া আধ্যাত্মিক জীবনে যথেষ্ট উপকার লাভ করিয়াছিলেন। মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে আমি ১৯০৬ সাল হইতেই পরিচিত ছিলাম এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত 'উৎসব' পত্রিকা প্রথম হইতেই আমার অধ্যাত্মজীবনের প্রধান সহায়ক ছিল। তিনিও যাঁহাকে গুরুরূপে শ্রদ্ধা করিতেন তিনি যে কত উচ্চস্তরের মহাপুরুষ তাহা আমি বুঝিতে না পারিলেও ধারণা করিয়া লইয়াছিলাম। ভার্গব শিবরাম কিঙ্করের "আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ" "মানব তত্ত্ব" প্রভৃতি গ্রন্থের সহিত আমি পূর্ব্ব হইতেই পরিচিত ছিলাম। কিন্তু ইহার পবিত্র জীবনের তুলনায় ইহার অসামান্য পাণ্ডিত্যও তুচ্ছ মনে হইত। ইহার নিকট আমি লৌকিক ও অলৌকিক উভয় বিষয়ে ঋণী ছিলাম এবং ইহাকে আমি ধর্ম্মজীবনের এক প্রকার উপদেষ্টা গুরু বলিয়াই মনে করিতাম।

দ্বিতীয় জনের নাম ৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ইনি পূজনীয় ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য ছিলেন ও কলিকাতা ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ইনি প্রায় ৪ বৎসর পূর্ব্বে গুরুর আদেশে ডন্ সোসাইটি ও ডন্ মেগাজিনের কার্য্য সমাধা করিয়া অবসর গ্রহণপূর্ব্বক কাশীতে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। ইনি ৪৭ নং টেরীনিমে বাস করিতেন। কাশীতে আসিবার কিছুদিন পর হইতেই ইঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

তখন প্রয়াগ কুম্ভ পরিসমাপ্ত হইয়াছিল। বহু সাধু সন্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রয়াগ হইতে ৺বিশ্বনাথ দর্শনের জন্য কাশীতে আসিয়াছিলেন এবং মহাশিবরাত্রি পর্য্যন্ত কাশীতে অবস্থান করিতেছিলেন। কোন কোন সাধু শিবরাত্রির পরেও দীর্ঘকাল কাশীতেই ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ দশাশ্বমেধ ও প্রয়াগ ঘাটেই থাকিতেন। কেহ কেহ গঙ্গার পর পারে বালু চড়ে আড্ডা গাড়িতেন। ভাগ্যে থাকিলে এই সকল সাধুর মধ্যে কখনও কখনও অতি উৎকৃষ্ট মহাপুরুষেরও দর্শন লাভ ঘটিত। প্রায় সকলেই ভক্ত মণ্ডলী দ্বারা বেষ্টিত থাকিতেন। শ্রীগুরুদেব চলিয়া যাওয়ার পর জানুয়ারী হইতে মে মাসের মধ্যে আমি বিশেষ ভাবে নিম্নলিখিত কয়েকজন মহাত্মার সংসঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।

১। সদানন্দ ব্রহ্মচারী।

২। আনন্দ বা কালিকানন্দ অবধূত।

৩। মায়ানন্দ চৈতন্য।

৪। বসন্ত সাধু।

৫। ব্রহ্মানন্দ স্বামী।

৬। স্বামী নবীনানন্দ।

৭। যোগিরাজ দেবানন্দ স্বামী।

ঠাকুর তরণীকান্ত সরস্বতীর সঙ্গেও এই সময়েই আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। তিনি ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে আমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আমার কর্ম্মস্থান 'সরস্বতী ভবনে' আসিয়াছিলেন এবং ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে একদিন যেন আমি তাঁহার আবাসস্থানে যাই ও তাঁহার সঙ্গে দেখা করি। তিনি ৪নং সাক্ষী বিনায়কে আনন্দ-আশ্রমে ৺লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা স্থাপন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছিলেন। ঠাকুর তরণীকান্ত কতকগুলি অলৌকিক শক্তির জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি পাতালেশ্বরে থাকিতেন। ইহার প্রায় ছয় দিন পরে একদিন যাইয়া আমি তাঁহার সহিত দেখা করি। তাঁহার শক্তি প্রদর্শন এবং এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীগুরুদেবের অলৌকিক খেলা যথাসময়ে কিছু পরে বর্ণনা করিব। ধুনিয়া পাহাড়ের মহাত্মার দর্শন প্রাপ্তির জন্য অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও উহা ঘটিয়া উঠে নাই। শ্রীরাম ঠাকুর মহাশয়ের সন্ধানও একটি বন্ধুর নিকট হইতে পাইয়াছিলাম। তখন তিনি মানসরোবরের নিকট কোন স্থানে ছিলেন। কিন্তু এই সময়ে তাঁহার দর্শন লাভের সৌভাগ্য ঘটে নাই। কিছুদিন পরে ঘটিয়াছিল।

সদানন্দ ব্রহ্মচারী তখন হরিশ্চন্দ্র ঘাটের নিকটে ছিলেন, পরে বিশ্বনাথ গলিতে পূর্ব্বদিক্‌কার পংক্তিতে ঢুণ্ঢিরাজ গণেশের প্রায় নিকটে একটি দোতলা বাড়ীতে অবস্থান করিতেন। ইনি নিজে সাধন জীবনের অধিকাংশ সময় তিব্বতে বাস করিয়াছিলেন এবং যোগী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। শুনিয়াছিলাম ভার্গব শিবরাম কিঙ্করও ইঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন।

আনন্দ অবধূত কালী উপাসক ছিলেন। অনেকে ইঁহাকে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া মনে করিত। ইনি জলদর্পণ নখদর্পণ প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র সিদ্ধির অধিকারী ছিলেন। কেহ কেহ বিশ্বাস করিত ইনি জগদম্বার দর্শন লাভ করিয়াছেন। ইঁহার সহিত কেন ঘনিষ্ঠতা লাভের অবসর আমার ঘটিয়া উঠে নাই। ইঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্ব নিবাস ছিল পাবনা জিলার অন্তর্গত মথুরা গ্রামে এরূপ শুনিয়াছিলাম।

মায়ানন্দজী মহারাষ্ট্র দেশীয় ভাল সাধু ছিলেন। থাকিতেন নর্ম্মদা তীরে ওঁকারেশ্বরের নিকটে। লোকটিকে জ্ঞানী ও ভক্ত বলিয়া আমার মনে হইয়াছিল। ইঁহার রচিত কোন কোন গ্রন্থ আমি পরে অধ্যয়ন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। তন্মধ্যে মারাঠী সন্ত জ্ঞানেশ্বরের গীতা-ভাষ্যের হিন্দী অনুবাদ প্রধান। অবশ্য আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন উহা প্রকাশিত হয় নাই। তিনি গীতোক্ত পুরুষোত্তম যোগ ও বিশ্বরূপ দর্শন সম্বন্ধে মাঝে মাঝে ব্যাখ্যান দিতেন এবং জিজ্ঞাসুকে উক্ত দর্শনের প্রক্রিয়ারও উপদেশ দিতেন। তিনি কাশী অহল্যাবাঈ ঘাট নিবাসী দণ্ডী স্বামী পরলোকগত বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীপাদ হইতে এই যোগরহস্যের জ্ঞান উপদেশ রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জিজ্ঞাসার পরে আমার নিকট উহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইনি দশাশ্বমেধ ঘাটে পুটিয়ার মন্দিরের নীচে দক্ষিণ দিকের সোপানাবলীর পাষাণ খণ্ডের উপর অহোরাত্র অবস্থান করিতেন। ভীষণ রৌদ্রে পাথর উত্তপ্ত হইলেও তিনি নিজ স্থান ত্যাগ করিতেন না।

বসন্ত সাধুর পুরা নাম ছিল বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য। তাঁহার সাধুজনোচিত বেশভূষা কিছুই ছিল না। তিনি সাদা কাপড় পড়িতেন এবং ব্রহ্মচারী অবস্থায় থাকিতেন। বয়সও অধিক ছিল না, আমার মনে হয় পঁয়ত্রিশ হইতে চল্লিশ এর অধিক তিনি হইবে না। কিন্তু তিনি ছিলেন অসাধারণ জ্ঞানী। তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহিত আমি প্রায়ই মিশিতাম, এবং তাঁহার অনুভূত জ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করিতাম। তিনি যোগ, চক্র, মন্ত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে নিজের ব্যক্তিগত অনুভবের কথা বলিতেন। তিনি একটি গুহ্য তত্ত্বের কিঞ্চিৎ আভাস আমাকে দিয়াছিলেন, যে বিষয়ে পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই। তিনি বলিয়াছিলেন যে যোগীকে সহস্রার হইতে হৃদয়ে আসিতে হইলে গুহ্যিনী নামক একটি নাড়ীর সাহায্য নিতে হয়। এই নাড়ীর সঙ্গে সৃষ্টির সম্বন্ধ আছে। এক ঘণ্টা পিঙ্গলাতে, এক ঘণ্টা ইড়াতে ও এক ঘণ্টা সুষুম্নাতে শ্বাসের স্থিতি আবশ্যক। পিঙ্গলার ক্রিয়া সময়ে যোগীর চিন্তার কেন্দ্র থাকে উদর, কিন্তু ইড়ার ক্রিয়ার সময়ে চিন্তার কেন্দ্র হয় মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাতে ক্রিয়ার সময় চিন্তার কেন্দ্র হয় হৃদয়। হৃদয় কর্ম্ম ও জ্ঞানের সন্ধিস্থান। সুষুম্না জ্ঞান-নাড়ী, সহস্রার শ্মশান বা শিবস্থান। তেত্রিশকোটি দেবতার প্রকাশ সহস্রারে হয়—সেখানে শান্তি নাই। শান্তি একমাত্র হৃদয়ে। গুহ্যিনী নাড়ীকে স্পর্শ করিতে না পারিলে জগন্মাতার সঙ্গে বার্ত্তালাপ সম্ভব হয় না। বাংলাদেশের গৌড়ীয় সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত কীর্ত্তনে একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিহিত আছে। খোলের আওয়াজ পিঙ্গলাতে কার্য্য করে, করতালের ধ্বনি ক্রিয়া করে মস্তিষ্কে, দুইটি একত্র বাজাইলে পরস্পরকে নিরুদ্ধ করে ও হৃদয়ে সাম্য ভাবের উদ্বোধন করে।

হৃদয়ের এই মহত্ত্বের কথা বহুকাল পরে স্বর্গীয় গণপতি শাস্ত্রী কাব্যকণ্ঠের বিবরণে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। তাঁহার রচিত 'উমাসহস্রম্' নামক স্তোত্রগ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে এবং তাঁহার শিষ্য বিদ্বদ্বর কপালী শাস্ত্রীর ব্যাখ্যায় উহা সাধারণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বোধগম্য হইয়াছে। সংবিৎ এর মূলস্থান হৃদয় বা দহর কমল। সেখান হইতে উহা আজ্ঞাচক্র বা ভ্রূ-মধ্য হইয়া সহস্রারে যায় ও সহস্রার হইতে দেহে সঞ্চারিত হইয়া বাহ্য বিষয়ে সঞ্চারিত হয়। সম্বিৎকে সহস্রার হইতে নামাইয়া আজ্ঞার পথে পুনরায় হৃদয়ে স্থাপন করা, ইহাই যোগীর কর্ত্তব্য। মহর্ষি রমনেরও এই সম্বন্ধে ইঙ্গিত আছে।

ব্রহ্মানন্দ স্বামীর পূর্ব্ব নাম ছিল মতিলাল গাঙ্গুলী। ইনি পূর্ব্বে মিরাটে চাকরী করিতেন। একটি মহাপুরুষের কৃপায় কিছু কিছু সত্যের উপলব্ধি করিয়া একান্তে বাস করিতেছিলেন। বাহ্য দৃষ্টিতে ইনি গৃহস্থ ছিলেন এবং দেবনাথপুরাতে থাকিতেন। ইঁহার পুত্র অতুল কিছুদিন পরে আমার সহিত পরিচিত হয় ও বিদ্যাচর্চ্চায় আমার সাথী হয়। তখন সে বোধ হয় হিন্দু কলেজে B. A. কিম্বা M. A. শ্রেণীতে পড়িত। ব্রহ্মানন্দজী দেখিতে সাধু-বেশধারী ছিলেন না বটে, কিন্তু বহু সাধু সন্ন্যাসী তাঁহার অনুগমন করিতেন। তাঁহার প্রধান শিষ্য ছিলেন আঁখকাটা স্বামী নামে একজন সন্ন্যাসী। তিনি প্রাচীন রসায়ন বিদ্যায় অভিজ্ঞ ছিলেন এবং পারদাদির ভস্ম দ্বারা বহুলোকের দুরারোগ্য ব্যাধির উপশম করিয়া দিতেন। প্রথম হইতেই আমাকে তিনি খুব স্নেহ করিতেন। বলিতে কি, একদিন নিজ আবাস স্থানে আমাকে ডাকাইয়া নিয়া তাঁহার প্রাপ্ত রহস্য বিদ্যা সম্বন্ধেও আমাকে একান্তে কিছু কিছু উপদেশ দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "সদ্‌গুরুর নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছ, ইহা তাহারই ফল।"

যখন আমি প্রথম দীক্ষা লাভ করি তখন আমি পিশাচমোচনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটি বাগান বাড়ীতে থাকিতাম। ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারীর শেষ পর্য্যন্ত প্রায় দুই বৎসর চারি মাস কাল আমি ঐ বাড়ীতে ছিলাম। পরে ওখানে অসুবিধা হওয়ার দরুণ ১লা মার্চ্চ হইতে ভিক্টোরিয়া পার্কের উত্তর ফটকের সন্নিকটেই "পরিমল বাস" নামক একটি দ্বিতল ভবনে অবস্থান করিতে আরম্ভ করি। এ বাড়ীতে প্রায় চারি বৎসর পাঁচ মাস ছিলাম।

বাবা কাশী হইতে প্রস্থান করার কিঞ্চিদধিক দুই মাস পরেই আমার ব্যক্তিগত লৌকিক জীবনের প্রধান অবলম্বন, আমার শিক্ষাগুরু সংরক্ষক ও পরম হিতাকাঙ্ক্ষী ডাক্তার ভেনিস্ কিছুদিন গলগণ্ড রোগে ভুগিয়া ১৪ই এপ্রিল নৈনীতালে দেহরক্ষা করেন। তাঁহার অভাবে আমি এক প্রকার পিতৃহীন ও নিরাশ্রয় অবস্থায় পরিণত হইয়াছিলাম। এই দুঃসময়ে একমাত্র শ্রীগুরুর স্নেহ-সম্বন্ধই আমার সান্ত্বনার মূল উপজীব্য ছিল।

বাবার পুরী ও শান্তিপুর হইতে ফিরিয়া বর্দ্ধমানে আসার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি বর্দ্ধমান হইতে ৩১শে আষাঢ় (১৩২৫ সাল) ৺কাশীধামে আসার পথে ধানবাদ ষ্টেশনে গুরুভাই ৺ব্রজেন্দ্রনাথ বসুর বাসায় অবস্থান করেন। সেখান হইতে ২রা শ্রাবণ রওনা হইয়া ৩রা শ্রাবণ কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হন। আমরা সকলেই তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ষ্টেশনে গিয়াছিলাম। রাধিকা বাপুলী দাদা আশ্রমে যথাবিধি বাবার ও তাঁহার সঙ্গিগণের ভোগের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন।

বাবা কাশীতে ছিলেন প্রায় চারি মাস অর্থাৎ ৩রা শ্রাবণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে কার্ত্তিক মাসের শেষ পর্য্যন্ত। এই বৎসর বর্ষার পর হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ আশ্বিন হইতে পৌষ মাস পর্য্যন্ত সংক্রামক ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। শুধু কাশীতে যে হইয়াছিল তাহা নহে, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র, এমন কি পৃথিবীর সর্ব্বত্র, এই মহামারীর ভয়ঙ্কর প্রকোপ দেখা দিয়াছিল। ইহা তখন War Fever অর্থাৎ যুদ্ধ জ্বর নামে সর্ব্বত্র বর্ণিত হইত। কারণ ১৯১৪ সাল হইতে প্রবর্ত্তিত জার্ম্মানীর ভীষণ মহাযুদ্ধ বশতঃ অন্তরিক্ষ মণ্ডল বিষাক্ত হওয়ার দরুণ এই রোগের আবির্ভাব হইয়াছিল, ইহাই অনেকের বিশ্বাস ছিল। তখন দেখিতে পাইতাম কাশীতে অহোরাত্র ব্যাপক রূপে মৃত্যুর তাণ্ডব লীলা চলিতেছে। দিনেরাত্রে এত অধিক লোক কালগ্রাসে পতিত হইত যে কাশীর প্রসিদ্ধ দুইটি শ্মশানে শব দাহের সংকুলান হইত না। কয়েকটি নূতন শ্মশান প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। গঙ্গার পরপারেও দাহ হইত। শ্মশানেও অনেক সময় একাধিক শব একই চিতাতে পোড়াইতে হইত। তাহা সত্ত্বেও বহু মৃতদেহ বাধ্য হইয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করিতে হইত। গঙ্গার জলে যত্র তত্র গলিত মানব দেহ দেখিতে পাওয়া যাইত। প্রায় প্রতি বাড়ীতেই শবদাহের বিকট দুর্গন্ধ বায়ুবেগে ভাসিয়া আসিত। হনুমান ঘাটের আশ্রমেও সন্নিকটস্থিত হরিশ্চন্দ্র ঘাটের শ্মশান ভূমি হইতে যখন তখন শবদাহের দুর্গন্ধ অনুভব করা যাইত।

শ্রীগুরুদেবের এই চারি মাস কাশীবাস কালে যাঁহারা তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে পূর্ব্ব বর্ণিত ভূষণ দাদা প্রধান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুর তরণীকান্তের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি ইনি নিজেকে বিশেষ শক্তিসম্পন্ন মনে করিতেন এবং অনেকের নিকট নিজের উপার্জ্জিত শক্তি প্রদর্শন করিতেন; এই সম্বন্ধে তাঁহার একটা বিশেষ অভিমান ছিল। তাঁহার সঙ্গে যখনই আলোচনা হইত দেখিতাম তিনি সূর্য্য-বিজ্ঞান বিশ্বাস করিতেন না। তিনি বলিতেন তিনি নিজে প্রত্যক্ষ না দেখিলে বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিবেন না। বলা বাহুল্য, শ্রীগুরুদেবের অনুমতি লইয়া একদিন তাঁহাকে সূর্য্য-বিজ্ঞানের প্রক্রিয়া দেখাইবার জন্য হনুমান ঘাটের আশ্রমে লইয়া আসি। ইহা ১৯১৮ সালের ১৩ই নভেম্বরের কথা। তিনি যাহা যাহা দেখিতে চাহিয়াছিলেন বাবা বিজ্ঞান বলে তাঁহাকে তাহাই দেখাইয়াছিলেন। ইহার ফলে সরস্বতী মহাশয় অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিজ্ঞানকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে ঠাকুর তরণীকান্ত সম্বন্ধে আর একটি বিশিষ্ট ব্যাপার লিখিতে ইচ্ছা করি। এই ঘটনাটি যদিও কিছুদিন পরে ঘটিয়াছিল তথাপি ইহা প্রাসঙ্গিক বোধে এই স্থানেই বর্ণনা করা উচিত মনে করিতেছি। একদিন আমি বিশেষ কোন প্রয়োজনে বিশ্বনাথ গলি হইয়া চকের দিকে যাইতেছিলাম। ইহা বেলা তিনটা অথবা চারিটার কথা। ঠাকুর মহাশয় আনন্দ আশ্রমের দ্বারের সম্মুখে বসিয়াছিলেন এবং আমাকে দেখিয়া আশ্রমের ভিতরে আসিতে আমন্ত্রণ করেন। অনেক দিন হইতেই তাঁহার ইচ্ছা ছিল আমাকে তাঁহার কয়েকটি উপার্জ্জিত শক্তির ক্রিয়া প্রদর্শন করিবেন। আমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার সঙ্গে আমি আশ্রমের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দোতালায় একটি মুক্ত স্থানে যাইয়া উপবিষ্ট হইলাম। আশ্রমে তখন তিনি ও আমি ভিন্ন অপর কোন লোক ছিল না। তিনি বলিলেন, "গোপীবাবু, অনেক দিন হইতেই আপনাকে আমি কয়েকটি শক্তির খেলা দেখাইতে ইচ্ছা করিতেছি। আজ দেখাইব বলিয়া আপনাকে ডাকিয়া আনিলাম। আপনি সম্মুখের ঘরে যাইয়া ফরাসের উপর উপবেশন করুন। চারিদিকের দ্বার ও খিড়কি বন্ধ করিয়া নিজের নোটবুক হইতে একখানা সাদা কাগজ লইয়া তাহাকে চারি খণ্ডে বিভক্ত করিয়া প্রতি খণ্ডে আপনার ইচ্ছানুরূপ কোন প্রশ্ন অথবা কোন নাম লিখিবেন, নিজের পেন্সিল দিয়াই লিখিবেন। লিখিবার পর এই চারি খণ্ড কাগজ দিয়া গুটি পাকাইয়া মুঠির মধ্যে ঐ চারিটি গুটি নিবদ্ধ করিয়া আমার নিকট ফিরিয়া আসিবেন।" তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে আমি সম্মুখের ঘরে যাইয়া সেইরূপই করিলাম এবং গুটিগুলি মুঠির মধ্যে লইয়া তাঁহার নিকট ফিরিয়া গেলাম। তিনি বলিলেন, "ঐ গুটিগুলি মুঠির মধ্যে রাখিয়াই উলট পালট করিয়া ফেলুন।" আমি তাহাই করিলাম। তিনি বলিলেন, "এই চারিটি গুটির কোন্‌টিতে কি লিখিয়াছেন আপনি নিজে বলিতে পারেন কি ?" আমি বলিলাম, "না"। তিনি তাহার পর আমাকে যে কোন একটি গুটি নিজের হাত দিয়া উঠাইতে বলিলেন এবং উহাতে যাহা লেখা ছিল তাহা বলিয়া দিলেন। তাহার পর গুটি খুলিয়া দেখা গেল তিনি ঠিকই বলিয়াছেন। প্রত্যেক স্থলে শব্দগুলির বর্ণ-বিন্যাস পর্য্যন্তও তিনি বলিয়া দিয়াছিলেন। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ জাপানে গিয়াছিলেন। আমি একটিতে লিখিয়াছিলাম,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'রবিবাবু এখন কোথায় ?' তিনি উহা ঠিক ঠিক বলিয়া দিয়াছিলেন এবং আমাকে বলিয়াছিলেন রবি লিখিতে ব এ হ্রস্ব ইকার দিয়াছি কেন ? রবীন্দ্র লিখিতে ত ব এ দীর্ঘ ঈকার হয়। তখন আমি বলিয়াছিলাম যে রবীন্দ্র শব্দে ব এ দীর্ঘ ঈকার হইলেও রবি শব্দে ব এ হ্রস্ব ইকারই হইয়া থাকে। এই কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে তিনি যে অলৌকিক উপায়ে শুধু মানস ধ্বনিটা শুনিতে পাইয়াছিলেন তাহা নহে। প্রশ্ন বাক্যের বর্ণ বিন্যাসগুলিও স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন। অর্থাৎ ইহা শুধু thought reading নহে, clairvoyance ও বটে। তিনি চারিটি কাগজের টুকরার কোন্‌টিতে কি কি লেখা ছিল তাহা ঠিক ঠিক বলিয়া দিয়াছিলেন। একটুও ভুল হয় নাই। বলা বাহুল্য, এই প্রদর্শন ব্যাপারে তিনি আমাকে অথবা আমার হস্তস্থিত কোন কাগজই স্পর্শ করেন নাই এবং নিজ আসন হইতে উত্থিতও হন নাই। ইহার পরে বাহির হইতে একটি লোক জিজ্ঞাসু ভাবে তাঁহার নিকট আসে। তখন তিনি ঐ লোকটিকে অবলম্বন করিয়া thought transference এর একটি প্রক্রিয়া আমাকে দেখান। অর্থাৎ তাঁহার নিজের একটি চিন্তা ঐ লোকটির মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া উহা ঐ লোকটির নিজ চিন্তারূপে কিরূপে প্রকাশিত হইতে পারে তাহার প্রক্রিয়া দেখান। ইহার পর সরস্বতী মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া আমি তাঁহার আশ্রম হইতে চলিয়া আসি।

এই প্রক্রিয়া দেখার পর আমি সরস্বতী মহাশয়ের কিছু শক্তি আছে মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম এবং প্রসঙ্গ ক্রমে একদিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই ঘটনার কথা শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিকট বর্ণনাও করিয়াছিলাম। ইহা ১৯১৮ সালের কথা নহে, কিছু পরের কথা ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যেদিন বাবার নিকট এই প্রসঙ্গে কথাবার্ত্তা হয় সেদিন তাঁহার কোন স্থানে আমন্ত্রিত হইয়া যাওয়ার কথা ছিল। তিনি যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, কিন্তু আমার এই বর্ণনা শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ বাহিরে যাইবার আয়োজন স্থগিত রাখিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যাহা দেখিয়াছ তাহা হইতে তোমার কি মনে হয় ?"

আমি—আমার মনে হয় ভদ্রলোকটির কিছু কিছু শক্তির বিকাশ হইয়াছে। তাহা না হইলে তিনি এই প্রকার ব্যাপার দেখাইলেন কিরূপে ? ইহা একটি বিশিষ্ট শক্তির খেলা তাহাতে আর সন্দেহ কি ? তবে শক্তি ক্ষুদ্র হইতে পারে। ক্ষুদ্র হইলেও শক্তি শক্তিই।

বাবা—এ সব কিছু নহে। ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে শক্তির খেলাই নহে। ইহা এক জাতীয় ফাঁকি। তোমাদের চক্ষু নাই, তাই তোমরা ফাঁকি ধরিতে পার না।

বাবার এই উত্তর শুনিয়া সত্যই আমি সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। কারণ আমি আমার বুদ্ধি অনুসারে দেখাতে কোন ফাঁকি দেখিতে পাই নাই। তাই বাবা ঐ ব্যাপারটিকে ফাঁকি বলিলেও আমার বুদ্ধি সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়া উহাকে ফাঁকি মনে করিতে পারিল না। আমি প্রতিবাদ করিয়া বাবাকে বলিলাম, "বাবা, আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা নিশ্চয়ই সত্য, কিন্তু আমি উহা নিজের বুদ্ধিতে ধারণা করিতে পারিতেছি না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি যাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি তাহাকে কি প্রকারে অপলাপ করিব ?"

আমার চিত্ত তখন অত্যন্ত সংশয়াকুল। একদিকে গুরুবাক্য এবং অপর দিকে তথাকথিত প্রত্যক্ষ অনুভব। আমি উভয়ের সমন্বয় করিতে পারিলাম না। আমার এই ব্যাকুলতা দেখিয়া বাবা বলিলেন, "তোমার চিত্ত অত্যন্ত পীড়া বোধ করিতেছে। সংশয় নিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা স্বাভাবিক।" এই বলিয়াই তিনি আমাকে বলিলেন, "যাও, তুমি নীচের তলায় চলিয়া যাও। এই পূজার ঘর* হইতে ধূনুচি ও একটি দিয়াশলাই সঙ্গে লইয়া যাও। দোতলায় বা একতলায় কোন একটি প্রকোষ্ঠে যাইয়া নিজের নোটবুক হইতে এক খণ্ড সাদা কাগজ ছিঁড়িয়া লইয়া তাহাতে তোমার ইচ্ছানুসারে যে কোন প্রশ্ন লিখিবে। তাহার পর প্রশ্ন লেখা কাগজটি গুটি করিয়া এই ধূপদানীতে রাখিয়া দিয়াশলাই দিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিবে। উহা সম্পূর্ণ ভস্ম হইয়া গোল সেই ভস্ম দুই হাতে মাখিয়া উড়াইয়া দিবে। এতটা হইয়া গেলে নিশ্চিন্ত হইয়া ধূনুচি ও দেয়াশলাই সঙ্গে

---

*বাবা যখন হনুমান ঘাটের আশ্রমে থাকিতেন তখন তেতলার একটি ঘরে তিনি পূজা করিতেন ও সেই ঘরেই রাত্রে শয়ন করিতেন। এইজন্য এইটি তাঁহার পূজা গৃহ এবং শয়ন গৃহ উভয়ই ছিল। তেতলাতেই কিছু দূরে একটি ছোট ঘরে তাঁহার রান্না হইত, মাঝখানে প্রশস্ত ছাদ ছিল। দোতলায় তাঁহার উপবেশনের ঘর ছিল, যেখানে দর্শনার্থী শিষ্য ভক্ত আগন্তুক সন্ত সাধু সকলে সমবেত হইতেন। দোতলায় অন্যান্য ঘরে এক এক তলায় শিষ্যবর্গ ও ভৃত্যাদি থাকিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লইয়া উপরে চলিয়া আসিবে।" বাবার আদেশ পাইয়া আমি তদনুসারে সবই করিলাম এবং নিজের লিখিত প্রশ্ন যে কাগজে ছিল তাহা পোড়াইয়া ভস্ম উড়াইয়া তেতলায় বাবার পূজার ঘরে বাবার নিকট ফিরিয়া আসিলাম। বাবা তখন পালঙ্কের উপর বসিয়াছিলেন। পিছনে ছিল একটি তাকিয়া। আমি যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "লিখিয়াছিলে ত? কাগজটি পোড়াইয়াছ ত?"

আমি—হাঁ বাবা। পোড়াইয়া সেই ভস্ম উড়াইয়াও দিয়াছি।

বাবা—তাহা হইলে তোমার লেখা সেই কাগজখানা আর নাই?

আমি—না বাবা। আর এখন তাহা কোথায় পাওয়া যাইবে?

ইহা বলার সঙ্গে সঙ্গেই বাবা নিজের ঠেস দেওয়া তাকিয়াটির নীচ হইতে একটি কাগজ আমাকে দিয়া বলিলেন, "এই নেও বাপু তোমার কাগজ আর প্রশ্নের উত্তরও ইহাতে আছে।" কাগজখানা দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। কারণ ইহা আমার সেই নোটবুকের কাগজ এবং ইহাতে আমার নিজের হাতের লেখা প্রশ্নও রহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে তাহার নিম্নভাগে আল্‌তা দ্বারা লাল লাল অক্ষরে আমার প্রশ্নের উত্তরও লেখা রহিয়াছে। ঐ লেখা বাবার হাতের নহে এবং আশ্রমস্থ কোন লোকের হাতেরও নহে। মেয়েলী হাতের লেখা বলিয়া মনে হইল। বিস্ময়ের এক কারণ এই, যে কাগজ আমি নিজ হাতে ধ্বংস করিয়াছি ঠিক সেই কাগজখানা আমার স্বহস্তে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লিখিত ঠিক সেই প্রশ্নগুলি লইয়া পুনর্ব্বার আসিল কি প্রকারে? আর একটি কথা—প্রশ্নের উত্তরই বা কে লিখিল? স্পষ্ট লিখিত উত্তর পাওয়া গেল অথচ কে যে লিখিয়াছে তাহার কোন সন্ধান পাইবার উপায় নাই। তখন আমি বিস্ময়-বিমুগ্ধ চিত্তে বাবাকে বলিলাম, "ইহা ত অতি আশ্চর্য্য, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সরস্বতী মহাশয়ের নিকট যাহা দেখিয়াছি ইহা তাহা হইতেও অদ্ভুত। ইহা ত আরও উচ্চতর শক্তির পরিচায়ক।" বাবা হাসিয়া বলিলেন "বাপু, ইহাও ফাঁকি। তোমরা যতই আশ্চর্য্য হও না কেন মূলে কিন্তু ইহা ফাঁকি ভিন্ন কিছুই নহে। প্রকৃত যোগের পথে ইহা বিঘ্ন। তোমাদের এখনও চক্ষু ফোটে নাই, তাই প্রকৃত সত্যের দর্শন পাইতেছ না। অসত্যকে সত্য মনে করিতেছ। সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করাই যোগীর কার্য্য। যোগ ভিন্ন জ্ঞান কোথায়? ইহা কি ভাবে হইল এবং ইহা কি ভাবে দেখিতেছ ইহার রহস্য আমি তোমাকে বুঝাইয়া দিব। জানিয়া রাখ ইহাও মায়াজাল। সমগ্র বিশ্বে এই মায়াজাল ছড়ান রহিয়াছে। ইহাকে ভেদ করাই চক্ষুর উন্মীলন। যাহার চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে তাহাকে কেহই ফাঁকি দিতে পারে না, এমন কি বিশ্বস্রষ্টা মহামায়াবীর মায়াতেও সে মুগ্ধ হয় না, কারণ সে সব দেখিতে পায়। কর্ম্মের পথে চল, ক্রমে সব বুঝিতে পারিবে।" ইহার পর তিনি এই রহস্যটির প্রক্রিয়া বুঝাইয়া দিলেন। এখানে তাহা উদ্‌ঘাটন করিলাম না। *

* এই প্রসঙ্গে Prof. Bert Reese এর কথা মনে পড়ে। তাঁহার এই জাতীয় অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। শ্রী Hereward Carrington

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবার সংক্ষিপ্ত উপদেশ বাণী হইতে মহাভারতের শান্তিপর্ব্বোক্ত নারদের শ্বেতদ্বীপ গমন ও নারায়ণের শ্রীবিগ্রহ দর্শনের কথা মনে পড়িল। শ্বেতদ্বীপ যোগী ভক্তের পক্ষেও অতি দুর্গম স্থান। নারদ নারায়ণের পরাপ্রকৃতি বা পরম স্বরূপ দর্শন করিয়াছেন মনে করিয়া আত্মতৃপ্তি এবং উল্লাস অনুভব করিতেছিলেন। এমন সময়ে আকাশবাণী

১৯১১ সালের ৩রা মে তারিখে তাঁহার প্রদর্শিত কতকগুলি অলৌকিক ব্যাপার বর্ণনা করিয়াছিলেন। তিনি কতকগুলি প্রশ্ন পৃথক্ পৃথক্ কাগজে লিখিয়াছিলেন ও দুইজন লোকের নাম লিখিয়াছিলেন। পরে এইগুলি গুটাইয়া ও পরস্পর মিশ্রিত করিয়া এক একটি করিয়া এক একটি দেরাজে নিজ হাতে রাখিয়াছিলেন। Reese এইগুলির মধ্যে কোনটিই স্পর্শ করেন নাই। ইহার পর একটি কাগজ তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল। তিনি সেটি পোড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন। পরে দ্রষ্টার ইচ্ছানুসারে এক একটি দেরাজের প্রশ্ন ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার উত্তর বলিতে আরম্ভ করেন। পরে দেখা গেল সবগুলি ঠিক হইয়াছে। Carrington এর এই বর্ণনা ফ্রান্স হইতে ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত Annals of Psychic Science নামক পত্রিকাতে ১৯১৩ সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ পত্রিকাতেই Dr. J. Maxwell ও Dr. Schrenck Notzing স্ব লিখিত প্রবন্ধে তাঁহাদের সমক্ষে প্যারিসে প্রদর্শিত ঘটনার কথাও বর্ণনা করেন। বহু স্থানে এই জাতীয় ঘটনা ঘটিয়া থাকে। অনেক স্থলেই নিম্নস্তরের বিদেহ আত্মিক সত্তা দ্বারা এই সব সংঘটিত হয়। এইগুলি আশ্চর্য্য হইলেও ইহাদের মূল্য অধিক নহে।

বাবা যে লেখা দেখাইলেন বিশেষজ্ঞগণ তাহাকে psychograph বলেন। বস্তুতঃ তাহারও আধ্যাত্মিক মূল্য বেশী নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধ্বনিত হইল "নারদ, তুমি আমার সত্য স্বরূপ দর্শন করিয়াছ মনে করিয়া মনে মনে গর্ব্ব বোধ করিতেছ। কিন্তু জানিও তুমি যাহা দেখিয়াছ তাহা আমার সৃষ্ট মায়া মাত্র—'মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ।' " যোগাচার্য্য বার্ষগণ্য বলিয়াছিলেন—

"গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতি।
যৎ তু দৃষ্টিপথং যাতং তন্মায়ৈব সুতুচ্ছকম্॥"

বাবার উপদেশ বাণী হইতে বুঝিলাম যে সত্যনিষ্ঠ যোগীর পক্ষে এই সব দর্শনে মুগ্ধ হওয়া উচিত নহে। দৃশ্যদর্শনের অন্তরালে যে সত্য নিহিত আছে তাহাকেই ধরিবার চেষ্টা করা উচিত। দৃষ্টির পরদা খুলিয়া গেলেই তাহা সম্ভব হয়।

বাবার সঙ্গে আমার পরিচয় প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছে। এই এক বৎসরের মধ্যে প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস তিনি কাশীতে ছিলেন না। সুতরাং অবশিষ্ট সাড়ে ছয় মাস কাল মাত্র তাঁহার সঙ্গ লাভ ঘটিয়াছে বলা চলে। হনুমান ঘাট আশ্রমে অবস্থান কালীন বাবার জীবনের ধারাটি আমার খুব ভাল লাগিয়াছিল। তখন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে তাঁহার সঙ্গে মিশিবার সুযোগ হইয়াছিল, যাহার ফলে তাঁহার অতুলনীয় ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও ঐশ্বর্য্য নিমিত্তক ব্যবধান আমি কখনও অনুভব করিতে পারি নাই। তাঁহার ভালবাসা যে কি গভীর তাহার আভাস পাইয়াই তখন মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম—তিনি যে কত বড় তাহা অনেক সময়েই মনে রাখিতে পারিতাম না। তিনি প্রায়ই বলিতেন, 'মায়ের ভালবাসাই প্রকৃত ভালবাসা। অন্য সব ভালবাসাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বার্থ আছে, এমন কি পত্নীর ভালবাসাতেও। মায়ের ভালবাসাতে সন্তানের কল্যাণ কামনা ভিন্ন অন্য কোন স্বার্থ নাই।' তাই অনেক সময়ে মাতৃগত প্রাণ বাবার মধ্যে মায়েরই মূর্ত্তরূপ দেখিতে পাইতাম। তাঁহাকে সুখে দুঃখে সাথী বলিয়া মনে হইত। কিছুই তাঁহার নিকট মুখ ফুটিয়া বলিতে হইত না। কাতর প্রাণের নীরব ক্রন্দন তিনি শুনিতে পাইতেন এবং শুনিতেন। শুধু তাহাই নহে, সঙ্গে সঙ্গে সাড়াও দিতেন। কিন্তু জানিতে দিতেন না যে তিনি আড়ালে থাকিয়া সবই দেখেন এবং প্রয়োজন মত সাড়াও দেন।

ঐ সময়ে আমরা বৈকালে প্রায় প্রতিদিনই বেড়াইতে যাইতাম—নৌকাতেও যাইতাম, পায়ে হাটিয়াও যাইতাম, যখন যেমন সুবিধা হইত। নৌকাতে গেলে কখনও ওপারে রামনগরের দিকে, কখনও স্রোতের প্রতিকূলে এপারে অসি-সঙ্গম ছাড়াইয়া নাগোয়ার দিকে এবং কখন কখন স্রোতের অনুকূলে মণিকর্ণিকা পঞ্চগঙ্গা হইয়া আদি-কেশবের দিকে অর্থাৎ বরুণা-সঙ্গমের দিকে যাইতাম। সঙ্গে সাধারণতঃ আমরা আট দশ জন থাকিতাম। নৌকাতেও জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যোগের প্রসঙ্গ চলিত। কখনও বিখ্যাত গায়ক ভক্ত যোগেন্দ্র রায় উপস্থিত থাকিলে হারমনিয়ম সঙ্গে ভজন সঙ্গীত হইত। পায় হাটিয়াই হোক, নৌকাতেই হোক, অসির দিকে গেলে পূজনীয় হরিহর বাবার সঙ্গে দেখা করিতেন। তাঁহার জন্য কিছু সিদ্ধি ঘুঁটিয়া পবিত্র একটি ভাণ্ডে লইয়া যাইতেন ও তাঁহাকে অর্পণ করিতেন। হরিহর বাবা তখন তুলসী ঘাটে থাকিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি উহা সস্নেহে গ্রহণ করিতেন ও পান করিয়া আপ্যায়িত হইতেন।

আমার দীক্ষা জীবনের এই প্রথম বৎসরেই দুর্গাপূজার সময় (১৩২৫ সালে) পরম শ্রদ্ধাস্পদ আমার বাল্যকালের শিক্ষা গুরু স্থানীয় পরম সুহৃৎ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত কাশীতে বাবার প্রথম দর্শন লাভ করেন।

—ক্রমশঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"অদ্যাপি হ সেই লীলা"

সম্পাদক

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১২)

রায় সাহেব শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, কবিরত্ন, এম-এ

নিম্নলিখিত বিবরণ দুইটির লেখক শ্রীরঘুনাথজী নাগরজী নায়ক শ্রীশ্রীবাবার শিষ্য নহেন, বাবাকে তিনি দেখেনও নাই। ছয় বৎসর পূর্ব্বে শ্রীশ্রীবাবার নাম ও মাহাত্ম্যের কথা কিছু কিছু শুনিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। ভদ্রলোকটি গুজরাটী; থাকেন বোম্বাই শহরে; বাবার প্রতি অসীম অনুরাগ বশতঃ তাঁহার জন্মস্থান দর্শনার্থ বঙ্গুলেও গিয়াছিলেন। সে সময়ে তিনি বাবার কৃপা যে ভাবে অনুভব করিয়াছিলেন তাহার একটি বিবরণ "বিশুদ্ধবাণী" প্রথম ভাগে (১৭৬–৭৮ পৃষ্ঠায়) প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি ইতিমধ্যে বাঙ্গলা ভাষাও শিক্ষা করিয়াছেন, উদ্দেশ্য বাবার জীবন-চরিত ও উপদেশ সংক্রান্ত মূল বাঙ্গালা গ্রন্থসমূহ পাঠ করিবেন। করিতেছেনও তাহাই। তাঁহার সহিত মধ্যে মধ্যে আমার পত্র বিনিময় হয়। সম্প্রতি আমি তাঁহার একখানি পত্র পাইয়াছি, তাহাতে নিম্নলিখিত কথাগুলি ইংরাজী ভাষায় আছে। আমি বাঙ্গালায় মর্ম্মানুবাদ করিয়া দিলাম।

আমার একটি ছেলে যাহার গত ২০।৬।৫৯ তারিখে ষোড়শ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্ষ বয়স পূর্ণ হইয়াছে, শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ অস্বাস্থ্যে ভুগিতেছিল। ১৯।৬ তারিখে আমি তাহার সর্ব্বপ্রকার ঔষধ সেবন বন্ধ করিয়া দেই। ২০।৬ তারিখে তাহার জন্মদিনে আমি তাহার আরোগ্য কামনা করিয়া বাবার নিকট প্রার্থনা করি। সে অনেক রাত্রিই অনিদ্রায় কাটাইয়াছে। ২১।৬ তারিখে রাত্রি দুইটার সময় তাহার শয্যাসন্নিহিত বাতায়নে বাবা দর্শন দান করেন। আমার ছেলে আমাকে বলিয়াছিল যে সে একজন শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিতবদন বয়ঃস্থ ব্যক্তিকে দেখিয়াছিল। প্রাতে আমি তাহাকে বাবার সবগুলি ছবি (যাহা আমার কাছে ছিল) দেখাই। সে বলে "শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ" তৃতীয় ভাগে যে ছবিখানি আছে, তাহার দৃষ্ট ব্যক্তিটির আকৃতি ঠিক ঐরূপ। আশ্চর্য্যের বিষয় সেই দিন হইতে রাত্রিতে তাহার সুনিদ্রা হইতেছে এবং এক্ষণে সে শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক্ দিয়াই সম্পূর্ণ সুস্থ। তাহাকে আর ঔষধ সেবন করিতে হয় নাই।

আমার আর একটি ছেলের বয়স গত ফেব্রুয়ারি মাসে চারি বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। আমার স্মরণীয় বণ্ডুল দর্শনের পরে তাহার জন্ম হইয়াছে। বাবার প্রতি তাহার খুব ভক্তি। গত মে মাসে আমরা আমাদের বাড়ী সরভোঁ (Sarbhon) গ্রামে যাই, তখন তাহার শরীর ভাল ছিল না, প্রায়ই একটু একটু জ্বর হইত। একদিন সাতটি বালক আমাদের পল্লী হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে এক দেবী মন্দিরে যায়। ঐ শিশুটিও তাহাদের সঙ্গে গিয়াছিল। তাহাদের উপদেশ মত সে দেবীকে ভূমিষ্ঠ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া প্রণাম করে। কিন্তু যখন তাহারা বলে, তোর ব্যারাম দূর করিয়া দিবার জন্য দেবীর নিকট প্রার্থনা কর্, তখন সে বলে, না, একমাত্র বাবাই আমাকে ভাল করিতে পারিবেন এবং করিবেনও। সে বাটীতে ফিরিয়া আসিয়াই বাবার ছবির সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া আরোগ্য প্রার্থনা করে। সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাহার আর জ্বর হয় নাই, সে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগুরু-মহিমা

শ্রীমোহিনীমোহন সান্যাল

মহাপাপী অজ্ঞান আমি, তথাপিও শ্রীশ্রীগুরুদেবের আশ্রিত সন্তান। আমার ন্যায় অধম সন্তানের পক্ষে তাঁহার লীলাকীর্ত্তন ও মহিমা বর্ণন করা "পক্ক বিল্বফলে কাক চঞ্চুপুটাঘাতের ন্যায় বৃথা।" তথাপি শুধু প্রাণের উদ্দীপনায় কিছু লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াসী হইলাম।

ধর্ম্ম পিপাসা ও সদ্‌গুরুর অনুসন্ধান

একাদশ বর্ষে আমার উপনয়ন হয়। সন্ধ্যা বন্দনাদি করিতে করিতে প্রাণে ধর্ম্ম পিপাসা জাগে। ক্রমে ক্রমে ভগবৎ প্রেমের বীজ হৃদয়ে রোপিত হয়। প্রাণের ব্যাকুলতা ক্রমে বাড়িতে থাকে। সদ্‌গুরুর অনুসন্ধানে ৺পূজ্যপাদ পিতৃদেবের সহিত বহুতীর্থ ভ্রমণ করি। হঠাৎ পূজনীয় পিতৃদেব আমাকে অকূল সমুদ্রে ভাসাইয়া দেহত্যাগ করেন। চিরদিন কাহারও সমান যায় না। সংসারের গুরুভার আমার স্কন্ধে পড়িল।

অনন্য উপায় হইয়া পুলিশ বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করিলাম। কিন্তু প্রাণের পিপাসা বাড়িয়াই চলিল, হৃদয়ে আগুন জ্বলিতে লাগিল। ভূতভাবন ভবানীপতির অনুগ্রহে চাকুরী জীবনে সদ্‌গুরুর সন্ধানের সুযোগ পুনরায় আসিল। বহু পার্ব্বতীয় বনভূমি ভ্রমণ করিলাম, বহু সাধুসন্ন্যাসীর অনুসরণ করিলাম, কিন্তু বাঞ্ছিত যোগী গুরুর দর্শন মিলিল না। বৃথা পরিভ্রমণ করিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রমেই হৃদয়ের আকুলতা ও ব্যাকুলতায় অধীর হইতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল বৃথাই মানব জীবন লাভ করিয়াছি। হঠাৎ একদিন গভীর রাত্রে বাণী শুনিলাম, "বৎস, ধৈর্য্য ধর। ভগবান্‌কে প্রেম ভরে ডাক। সময়ে বাঞ্ছিত গুরুর চরণ পাইবে।" হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইল। প্রাণের জ্বালা কতকটা প্রশমিত হইল। বাস্তবিকই সময় ও সুযোগ আসিল।

শ্রীশ্রীগুরু চরণ দর্শন ও দীক্ষা গ্রহণ

ইংরেজী ১৯৩৪ সনের মাঝামাঝি শ্রীশ্রীগুরুদেবের একজন প্রাচীন প্রিয় শিষ্য, উদারহৃদয়, নিঃস্বার্থ পরোপকারী পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভৌমিক মহাশয়ের সহিত আত্মীয়তা ঘটিল। ক্রমে ক্রমে আত্মীয়তা গভীর ভালবাসা ও বন্ধুত্বে পরিণত হইল। তিনি আমার মনোগত ভাব জানিতে পারিয়া মুক্তির পথের কাণ্ডারী স্বরূপ শ্রীশ্রীগুরুদেবের চরণ-বন্দনা করাইয়া দিলেন। আমি ইহজীবনে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভৌমিক মহাশয়ের ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না। ক্রমে ক্রমে শ্রীশ্রীগুরুদেবের সান্নিধ্যে আসিলাম।

১৯৩৫ সনের মাঝামাঝি শ্রীশ্রীচরণ প্রান্তে উপনীত হইলে অন্তর্য্যামী নারায়ণ আমার অভিপ্রায় বুঝিয়াই দীক্ষা দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আদেশ হইল লক্ষ্মী পূর্ণিমা তিথিতে পুণ্যতীর্থ বারাণসী ধামে তাঁহার আশ্রমে সস্ত্রীক দীক্ষা দিবেন। তিনি বলিলেন, "লক্ষ্মী পূর্ণিমা তোমার জন্মতিথি—শুভদিন।" আনন্দে আমার হৃদয় উৎফুল্ল হইল। যথাসময়ে নির্দ্দিষ্ট তারিখে সস্ত্রীক শ্রীশ্রীগুরুদেবের আশ্রমে কাশীধামে উপনীত হইলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার চরণ বন্দনা করিলাম। শরৎকাল, পূর্ণিমার রাত্রি। সুনীল গগন। চন্দ্রমা হাসিতেছে। আশ্রম হইতে কিছু দূরে কলুষহরতরঙ্গা পতিতপাবনী মা জননী গঙ্গা চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত। মৃদুমন্দ সমীরণ শ্রীশ্রীগুরুদেবের লীলারস গন্ধ ছড়াইয়া সমস্ত আশ্রম আনন্দকাননে পরিণত করিয়াছে। প্রতিক্ষণে আমাদের বোধ হইতেছিল সত্যই আনন্দকানন। সংসারক্লিষ্ট মানবের পূর্ব্বজন্মরে পুণ্যফল না থাকিলে এ কাননে প্রবেশ-অধিকার পায় না।

শুভ মুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীগুরুদেবের আহ্বান আসিল। করযোড়ে শ্রীশ্রীচরণপ্রান্তে উপস্থিত হইলাম। শ্রীশ্রীগুরুদেবের আজ্ঞায় তাঁহার পার্শ্বে বসিলাম। তিনি আমার বহু বর্ষের অভীপ্সিত মন্ত্রে জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিয়া দিলেন। তিমিরারি আমার তমোহরণ করিলেন। আভ্যন্তরিক অন্ধকার বিদূরিত হইল। আমি অনিমেষ নয়নে শ্রীশ্রীগুরুদেবের চরণপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার তেজঃপুঞ্জদেহ অবলোকন করিতেছিলাম। নয়নে যাহা দর্শন করিলাম, তাহা বর্ণনাতীত।

"স্থূল হতে স্থূলতর শরীর তাঁহার,
অনাদি অনন্ত তিনি, তিনি সারাৎসার।
ত্রিগুণ অতীত তিনি পরম ঈশ্বর
নিরন্তর যোগে তিনি ধ্যান পরায়ণ
পুরাতে সন্তান বাঞ্ছা সতত মগন।"

সাহসে ভর করিয়া তাঁহার নিকট তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে দুই একটী কথা উত্থাপন করিতেই শ্রীশ্রীগুরুদেব (তখন তাঁহাকে 'বাবা'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া সম্বোধন করিলাম) যথাযথ উপদেশ দিয়া একাগ্রচিত্তে নামমন্ত্র জপ করিতে বলিলেন। আরও উপদেশ দিলেন। বলিলেন, "নামমন্ত্র জপিতে জপিতে তুমি নাময় হয়ে যাবে। তোমার হৃদয় মাঝে তত্ত্বজ্ঞান আপনি উদয় হবে।" সহাস্যে আশ্বাস বাণী দিলেন। শ্রীচরণ পুনরপি বন্দনা করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। জীবন ধন্য হইল। আমার মানবজন্ম সার্থক হইল।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ বন্দনা করিবার আরও দুই দিন সুযোগ সুবিধা মিলিল। আনন্দ কাননে (আমি বলি নন্দন কাননে) ভাবের সাগরে ভাসিতে লাগিলাম। তৃতীয় দিনে শ্রীশ্রীগুরুদেবের চরণ বন্দনা করিয়া বিদায় নিবার সময় বলিলেন, "তোমার প্রাণনাশক আঘাত প্রাপ্তি যোগ দেখা যাচ্ছে। সাবধানে থেকো, ভয় নাই, আমি ধরে নিব। সাধন ভজনে অনেক বাধা বিঘ্ন আসিবে, ভীতি প্রদর্শিত হইবে। ভয় পাবে না।" এই কথা বলে অভয়দানে বিদায় দিলেন।

আমার সকরুণকণ্ঠে উচ্চারিত হলো—"দেবতায়া দর্শনঞ্চ করুণা বরুণালয়ং। সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাতারং শ্রীগুরুং প্রণমাম্যহম্॥"

শ্রীশ্রীগুরুদেবের লীলা ও মহিমা বর্ণন

বিদায় নিয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে কর্ম্মস্থল মেদিনীপুর সহরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। মেদিনীপুরের রাজনৈতিক গগন তখন ঘোর তমসাচ্ছন্ন। পর পর তিনটি ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীকে সন্ত্রাসবাদীরা হত্যা করিয়াছে। চতুর্থ ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী রক্ষী পরিবেষ্টিত হয়ে (পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর ন্যায়) রাজকার্য্য পরিচালনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেছিলেন। তাঁহাকেও হত্যা করার গুপ্ত ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। লীলাময় শ্রীশ্রীগুরুদেবের লীলা ও তাঁহার অসীম করুণা, তাঁহার অদৃশ্য মহান্ শক্তি আমাকে পরিচালনা করিলেন। সন্ত্রাসবাদীদের গুপ্ত ব্যূহ আমি ভেদ করিলাম। দুইটি সন্ত্রাসবাদী আগ্নেয় অস্ত্রসহ ধরা পড়িল। তাহাদের গুপ্ত ষড়্যন্ত্র বিফল হইল। ইংরেজ কর্ম্মচারীর প্রাণ রক্ষা হইল। মনে শ্রীশ্রীবাবার অপার মহিমা ধ্বনিত হইল। এত দুঃসাধ্য কার্য তাঁহারই কৃপা না হলে কিছুতেই করিতে সক্ষম হইতাম না। পার্থিব জীবনে দয়াময় লীলাময়ের লীলা প্রথম দর্শন করিলাম। কি সৌভাগ্য! আমার যশঃ সৌরভ পুলিস বিভাগে ছড়াইয়া পড়িল। কর্ত্তৃপক্ষ পুলিশ-বিভাগের সর্ব্বোচ্চ পদ দিয়া আমাকে অলঙ্কৃত করিলেন। ক্রমে ক্রমে আশাতীত পদোন্নতি হইল।

অধ্যাত্মজীবনেও ক্রমে জটিল সমস্যা উপস্থিত হইতে লাগিল। সময়ে ভীতি প্রদর্শন আরম্ভ হইল। শঙ্কিত হৃদয়ে শ্রীশ্রীবাবার সান্নিধ্যে উপস্থিত হইলাম। কিছু প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই তিনি সমস্ত সমাধান করিয়া পুনরায় উৎসাহিত করিলেন ও অভয় দিলেন। কি আশ্রিত সন্তান-বাৎসল্য—কি অযাচিত করুণা-মহিমা। যত দিন যাইতে লাগিল ততই তাঁহার অপার করুণারাশি দেখিতে লাগিলাম। আনন্দে বিভোর মন।

তারপর বাবা তাহার স্নেহভাজন আশ্রিত সন্তানসন্ততিদিগকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার তিরোধানে আমি চারিদিকে অন্ধকার দেখিলাম। সান্নিধ্যে চরণ সেবার সুযোগ হারাইলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসারবদ্ধ আমি। প্রাণপণে যথাশক্তি তাঁহার নির্দ্দেশ অনুযায়ী ক্রিয়া করিতে থাকিলাম। ১৯৪৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে স্নানাগারে পড়িয়া গিয়া প্রাণনাশক গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইলাম। মস্তকে আঘাত লাগিবার পূর্ব্বেই কে যেন কোমল হস্তে আমার মস্তক ধরিয়া ফেলিলেন। ইহা আমি স্পষ্ট অনুভব করিলাম।

দয়াময় শ্রীশ্রীগুরুদেবের স্থূলদেহ দর্শন ও অপার করুণার মহিমা

তখন আমি সৈন্যবিভাগে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী। নিকটস্থ মিলিটারী হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আমাকে আনা হইল—অজ্ঞান অবস্থা। ছোট একটি কক্ষে বেড ছিল। একজন সুদক্ষ চিকিৎসক ইংরেজ ডাক্তার আমাকে পরীক্ষা করিলেন। গুরুতর আঘাত, বাম উরুর হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বাম মাজার হাড়গুলি ভাঙ্গিয়া চূরমার হয়েছে। ডাক্তার হতাশ হইলেন—বলিলেন, প্রাণনাশ না হইলেও নিরাময় হয়ে পঙ্গু হইতে হইবে।

যন্ত্রণার জ্বালায়, বেদনায় দিবারাত্রি দাবদগ্ধ হরিণের ন্যায় ছটফট করিতে লাগিলাম। অনাহারে, অনিদ্রায়, কাতরকণ্ঠে ব্যাকুলচিত্তে দয়াময় শ্রীশ্রীগুরুদেবকে ডাকিতে লাগিলাম ও তাঁহার চরণে হৃদয়ের বেদনা জানাইলাম। ৫।৬ দিন এইভাবে কাটিল। সেদিন বড় দুর্যোগ। সন্ধ্যাকাল হইতেই অবিরল ধারায় বৃষ্টি পড়িতেছিল। আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে ঝঞ্ঝাপ্রবাহ। আমি নিদ্রাহীন। ঘড়িতে ১২টা বাজিল। মধ্যরাত্রি। হঠাৎ কক্ষটি পদ্মগন্ধে ভরিয়া গেল, জ্যোতিঃতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আলোকিত হইল, সম্মুখেই দেখি স্থূলদেহে লীলাময় শ্রীশ্রীগুরুদেব দণ্ডায়মান। শ্রীমুখ উজ্জ্বল ও সহাস্য, আনন্দময়, আশ্রিত সন্তানচিত্তবিনোদন অপরূপ রূপ। প্রেম ভক্তিরসে আপ্লুত কণ্ঠে অভিবাদন করিলাম—

"ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং,
দ্বন্দ্বাতীত গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষিভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি॥

দয়ার সিন্ধু দয়াময় শ্রীশ্রীগুরুদেব ক্ষতস্থান শ্রীহস্তে বুলাইয়া পলকে অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহার করকমলস্পর্শে আমার সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইল। অমৃতধারায় স্নান করিলাম। নিদ্রা আসিল। পরদিন সকালে নিদ্রাভঙ্গের পর উঠিয়া বসিলাম। দেখিলাম জ্বালা, যন্ত্রণা, বেদনা প্রশমিত হয়েছে। ইংরেজ চিকিৎসক আমাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন হাড় সব জোড়া লাগিয়া গিয়াছে। অবাক্ কাণ্ড! অল্পদিন মধ্যেই নিরাময় হইলাম। নব জীবন লাভে নূতন উদ্যমে কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম। লীলাময় দয়াময় শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় সৈন্যবিভাগেও যশঃ, মান ও খ্যাতি অর্জ্জন করিলাম।

আমি তাঁহার শিশু-সন্তান। কয়েক বৎসর মধ্যেই তাঁহার কত লীলা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছি, সে সব ক্রমে বর্ণনা করিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীগুরুদেবের নির্দ্দেশ ও শ্রীশ্রীগুরুদেবের বিশুদ্ধানন্দ কাননে আগমন

আমার অধ্যাত্মজীবনের সম্মুখে আজ জটিল সমস্যা। কত কাতরকণ্ঠে শ্রীশ্রীগুরুদেবের চরণে ব্যাকুলতা জানাইয়াছি। হৃদয় আমার উদ্বেলিত। দয়াময়ের আদেশ হইল সস্ত্রীক, তাঁহারই কাননে (অর্থাৎ কাশীস্থ বিশুদ্ধানন্দ কানন আশ্রমে) উপস্থিত হইতে। বলিলেন, আমার সমস্যার সমাধান হইবে, তাঁহার প্রদত্ত "গুরুনেত্রের" সম্পূর্ণ বিকাশ হইবেই। তাই আসিয়াছি তাঁহার আদেশে দয়াময়ের কাননে। দয়াময় দয়া করিয়া দুর্ব্বল শরণের সমস্যার সমাধান করিয়া দিবেন। বাঞ্ছা মোর "লভিতে পরমাত্মাধন এ পার্থিব জীবনে।"

আমার জ্বলন্ত বিশ্বাস শ্রীশ্রীগুরুদেব তাঁহার সন্তানের ঘরে ঘরে ঘুমন্ত প্রাণ জাগাইতেছেন। অন্তরঙ্গ দয়াময় জীবনের বন্ধুর পিচ্ছিল পথে হাতে ধরিয়া সুখময় শান্তিময় আনন্দময় জগতে টানিয়া নিবেন।

জয় জয় শ্রীগুরু নারায়ণ, পরাৎপর,
জয় জয় শান্ত, সমাহিত, সুন্দর।
সঙ্কট-তারণ, মানস-মোহন
চিরমঙ্গল মধুপুঞ্জ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগুরু-স্মৃতি-প্রসঙ্গ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীবীণাপাণি দেবী

আমার পুরী যাওয়ার ঘটনা

জন্মাষ্টমীর পূর্ব্ব দিন মনে হলো মালদহিয়া আশ্রমে যাব। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল হলো যে 'বিশুদ্ধবাণী'তে এবার কিছু লেখা দিলে হয়।

জন্মাষ্টমীর দিন আশ্রমে গিয়া কত কথাই মনে হতে লাগলো। পূজনীয় গোপীদাদাকে বলিলাম, "কিছু লেখা দিব ইচ্ছা আছে। কিন্তু এই ইচ্ছা ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বেও ত ছিল না! বাবার ফটোর দিকে চেয়ে মনে এই ইচ্ছা জাগিয়া উঠলো। আমার মনে হয় এটা শ্রীগুরুর ইচ্ছা।" আশ্রমের হল ঘরের ফটোতে বাবা যে ভাবে আরাম চেয়ারে বসিয়া আছেন ২৮ বৎসর পূর্ব্বে পুরীতে দোতালার বারান্দায় এই ভাবে বসিয়াছিলেন। বাবার পায়ের কাছে আমরা বসিয়াছিলাম। আমার ভগিনীর পুত্রবধূ (স্বর্গীয় সরোজরঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ) উমার বয়স তখন ৯ বৎসর। সে তখন নিজেকে বধূ বলিয়া স্বীকার করিত না। সে দেখিত যে কুমারী মেয়েরা বাবাকে স্পর্শ করিতেছে এবং নানা প্রকার আবদার করিতেছে, বাবাও হাসিতে হাসিতে তাহাদের আবদার পূরণ করিতেছেন। একদিন সে বাড়ীতে আসিয়া বলিল, "মাসিমা, আমাকে কেন দাদুকে ছুঁইতে দিবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না? আমি ত ছোট, সকলেই দাদুকে ছুঁইতেছে, তুমিও মা আমাকে কেন (দাদুকে) ছুঁইতে দেও না।" শুনিয়া আমার দিদি বলিলেন, "তুমি যে বউ হয়েছ, সেইজন্য তোমাকে ছুঁইতে নাই।" তখন সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমি আর বউ হব না" ইত্যাদি। পরদিন আমি পুরীর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া বাবাকে উমার অভিমানের কথা বলিলাম। উমাও কাছেই ছিল। বাবা তাহার বেণী ধরিয়া টানিয়া বলিলেন, "যা, তোকে আর বউ হতে হবে না, শীঘ্রই মা হবি।" আরও বলিলেন, "তুই আমাকে ছুঁইলি কেন?" উমা বলিল, "বা! রে! আমি আপনাকে কোথায় ছুঁইলাম।" এইভাবে দুই চার মিনিট উমাকে লইয়া খেলিতে খেলিতে বাবা বলিলেন, "দেখতো, আমার হাতের বুড়ো আঙ্গুলটা ফুলিয়ে দিলি।" আমরা অনেক গুরুভগিনীগণ চাহিয়া দেখি বাবার ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলটি ফুলিয়া রহিয়াছে। উমা ভয় পাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তাহা দেখিয়া বাবা বলিলেন, "দূর বোকা, আমার আঙ্গুলে আঁব হইয়াছে, টিপে দেখ্।" বলিয়া নিজেই টিপিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করিয়া বসিয়াছিলেন। আমরা সকলে নিঃশব্দে বসিয়া আছি, হঠাৎ উমাকে বলিলেন, "আচ্ছা, তুইতো আমার কাছে কিছু চাইলি না।" আমি চুপি চুপি উমাকে বলিলাম, "তোর রুমালে কোন গন্ধ চেয়ে নে না, কারণ কুমারীদের রুমালে গন্ধ লইতে দেখিয়াছিলাম।" ঐ কথা উমা বাবাকে বলিলে বাবা বলিলেন, "না তোকে ভাল জিনিষ দিচ্ছি।" বলিয়া সেই আঁবের মত মাংস পিণ্ডটি টিপিয়া একটি সুপারীর মত করিয়া বলিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আমি আর টিপতে পাচ্ছি না, এবার তুই টেপ্।" উমাও ঐ ভাবে কিছুক্ষণ করিবার পর আঙ্গুলের মাথাটি ফাটিয়া একটি সুন্দর স্বচ্ছ স্ফটিক বাহির হইয়া গড়াইয়া পড়িল। বাবা হাসিয়া বলিলেন "যা, ঐটা তুই নিয়ে নে।" উমা আহ্লাদে ছুটিয়া গিয়া কুড়াইয়া আনিয়া আমার হাতে দিল। দেখিতে কি সুন্দর এবং কি সুন্দর তার গন্ধ! আমি দেখিলাম তাহাতে কোন ছিদ্র নাই, মারবলের মত। হঠাৎ বাবা বলিলেন, "দেখিতো ওতে কি ভুল হলো।" আমি তাহা বাবার হাতে দিলে বাবা বলিলেন, "একটা সেপ্‌টিপিন্ দাও তো, ছিদ্র করে দিই।" তখন সেটি মাটির ঢেলার মত নরম ছিল। তাহাতে বাবা একটি সুন্দর ছিদ্র করিয়া দিয়া বলিলেন, "ঐটি গলায় পড়ে থাকিস্। দেখবি 'মা' হয়ে যাবি।" ইহার অর্থ তখন আমরা বুঝি নাই। বাবার ইচ্ছায় ১৪ বৎসর বয়সে উমা 'মা' হইয়াছিল, এবং সন্তান স্বাভাবিক না হওয়ায় সেই সঙ্কটে বাবাই উমার সহায় হইয়াছিলেন। সে অনেক কথা। যখন উমা সত্যই 'মা' হলো তখন বুঝিয়াছিলাম যে দয়া করে উমাকে ঐভাবে বাঁচাইয়াছিলেন। পরে দিদি যখন কাশীর আশ্রমে বাবাকে ছেলে হওয়ার বিপদের কথা বলিলেন, তখন বাবা বিশেষ কিছু বলিলেন না, কেবল ইহাই বলিলেন, হাঁ, ওর একটা ফাঁড়া ছিল, ঐ ভাবেই কাটান হইল।" বাবা ৫ বৎসর পূর্ব্বেই রক্ষা কবচ ঐ ভাবেই ধারণ করাইয়াছিলেন।

আর একটা ঘটনা আমার জীবনে ঐ সময় ঘটিয়াছিল, তাহাও লিখিতেছি। পুরী থাকার সময় আমি রোজ মন্দিরে যাইতাম ও আসার সময় আনন্দবাজার হইতে প্রসাদ কিনিয়া আনিতাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারণ ছেলেবেলা হইতে আমি বড় ভাতের ভক্ত ছিলাম। কিন্তু অল্প বয়সে বিধবা হওয়ার দরুণ ভিতরে অপূর্ণ ইচ্ছা ছিল। শুনিয়াছিলাম ওখানে প্রসাদ ২।৩ বারও খাওয়া যায়। সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া রোজই রাত্রে প্রসাদ খাইতাম। সমুদ্রে স্নানও আমার একটা বাতিক ছিল। রোজই স্নানে যাইতাম এবং সাঁতার না জানা সত্ত্বেও নুলিয়ার হাত ধরিয়া বহু দূর চলিয়া যাইতাম। দেখিয়াছিলাম অনেকে সেখানে যাইতে পারিত না। আমার কিন্তু ভয় করিত না। কেন ভয় করিত না তাহা বলিতেছি,—যখনই স্নান করিতে নামিতাম তখনই দেখিতাম ঢেউয়ের উপর বাবা গেরুয়া পরিয়া হাসিমুখে দাঁড়াইয়া আছেন, কাজেই কোন ভয় হইত না, বড় আনন্দ বোধ করিতাম। আমার যেন একটা নেশার মত মনে হইত। যখন নুলিয়া বলিত, "আর না, ফিরুন" তখন খেয়াল হইত এবং ভয় পাইয়া ফিরিতাম। তখন আর বাবাকে দেখিতে পাইতাম না। এই ভাবে স্নানের জন্য দিদিরা ও জামাইবাবু ভীষণ গালাগালি করিতেন ও বলিতেন "গুরুদেবকে বলিয়া দিব"। কিন্তু দেখিতাম যে বাবাকে কেহ কিছুই বলে না। আমিও নিজে তাঁহাকে কিছুই বলি নাই। ভাবিতাম বাবা তো নিজেই কাছে দাঁড়াইয়া থাকেন, সবই জানেন। কিন্তু এইভাবে কয়েক দিন যাওয়ার পর একদিন কোন ঘটনায় বাড়ীতে নানা প্রকার ঝগড়া হয়—অবশ্য আমিই তাহার উপলক্ষ্য। প্রথম অল্প অল্প বকাবকি হইবার পর আমার দিদি আমাকে মর্ম্মান্তিক অপমান করেন ও যা তা বলেন। একে তো অল্প বয়স, তাহাতে বিধবা হওয়ার জন্য বরাবরই একটু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিমানী ছিলাম। সব সময়েই মনে একটা নিরাশ্রয় ভাব ও শূন্যতা থাকার দরুণ যখন যেখানে থাকিতাম অতিশয় সাংসারিক পরিশ্রম করিতাম, যেন কেহ গলগ্রহ মনে না করে। কেহ যে আমাকে সত্যই স্নেহ করে ইহা ভাবিতাম না। একমাত্র মাতামহকে ভালবাসিতাম। পিতৃস্নেহ কখনও পাই নাই। যে দিন থেকে বাবা (গুরুদেব) আমাকে তাঁহার চরণে আশ্রয় দিয়াছিলেন সেদিন হইতে হৃদয়ের সবটুকু ভালবাসা তাঁহাকে দিয়াও তৃপ্তি পাইতাম না। আর মনে হইত, যাহা অন্যকে বলিতে পারি না তাহা বুঝি তাঁহাকেই বলিতে পারি। কিন্তু সঙ্কোচবশতঃ বলিতে পারিতাম না। যাহা হোক, ঐ দিন রাত্রি ভোরের সময় বাবাকে স্মরণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছি, এমন সময় হঠাৎ মনে হইল বাবা কাছে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "ভয় কি মা, আমি ত আছি।" ঘুম ভাঙ্গিলে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছিলাম, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তবে একটি সুন্দর গন্ধ অনুভব করিয়াছিলাম, যেমন গন্ধ বাবার কাছে বসিয়া থাকা সময়ে পাইতাম। সকালে উঠিয়া মনে হইল তবে কেন আমি এদের বাড়ীতে থাকিব? ইহা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়া বাহিরে আসিয়া যখন সদর দরজা খুলিয়া বাহির হইতেছি তখন মনে হইল একলা রাস্তা চিনিব তো? কিন্তু মানসিক অবস্থার জন্য মনের কোন স্থিরতা ছিল না। কি প্রকারে যে আশ্রমের দরজায় পৌঁছিলাম তাহা মনে নাই। দেখিলাম বাবা বেড়াইয়া ফিরিতেছেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "কি গো এত উতলা কেন? এসো আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গে।" তাঁহার সঙ্গে উপরে উঠিয়া দালানে তাঁহার পায়ের কাছে বসিলাম। তখন ২।৪ জন গুরুভাই বাবাকে প্রণাম করিতেছিলেন বলিয়া লজ্জায় জড়সড় হইয়া বসিয়াছিলাম। হঠাৎ আমার মাথায় হাত দিয়া স্নেহ মধুর স্বরে বাবা বলিলেন, "কাদছো কেন, আমাকে কিছু বলবে?" তখন সেখানে যোগেশদা এবং আরও কেহ কেহ ছিলেন, সকলের নাম জানি না। মনে পড়ে যেন কুঞ্জদাও ছিলেন। বাবা বলিলেন, "তোমরা একটু সরে যাও, পাগলী বড় ঘাবরে গিয়েছে, আমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।" তাঁহারা সরিয়া গেলে আমি আকুল হইয়া বাবার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম, "বাবা, পৃথিবীতে আমার কেহ নাই, তুমি আমায় তাড়িয়ে দিও না, ছেড়ে চলে যেও না, আমি তোমার কাছেই থাকবো। যখন কাশী যাবে তখন তোমার সঙ্গে কাশী-দাদুর কাছে যাবো।" স্নেহময় বাবা মধুর স্বরে বলিলেন, "ছেড়ে দেবো কিরে, তোমার সঙ্গে কি আমার আজকের সম্বন্ধ? আমি থাকতে তোমার জীবনে কোন দিন কেহ কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না।" নিজের জীবনে বহু বিপদে পড়িয়াছি, বাবাও সর্ব্বদাই রক্ষা করিয়াছেন এবং বাবা যে রক্ষা করিলেন স্থূলভাবেই তাহার কোন না কোন নিদর্শন পাইয়াছি। যাহা হোক, সন্ধ্যার সময় দিদিরা ও জামাইবাবু সকলে আশ্রমে উপস্থিত হন। কেহ কিছু বাবাকে বলেন নাই। বাবা নিজেই হাসিয়া বলিলেন, "বীনু আমার কাছে আছে, আমার মেয়েকে তোমাদের কাছে থাকতে দিয়াছি। ও তো আমার, তাই দুঃখ পেয়ে আমার নিকট ছুটে এসেছে। কত নির্ভর বল তো। ঠিক ঠিক নির্ভর করলে অনেক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছু বুঝা যায় গো।" সে দিন কিছুই বুঝিতে পারি নাই যে, বাবা কত দূরের কথা বলিতেছেন। যা হোক্, আমার ভগিনীপতি বলিলেন, "ও বড় রাগী ও বুদ্ধিহীনা। ওর ভালর জন্যই বলা হয়েছিল। রাত দিন যখন তখন সমুদ্রে যাবে এবং চারিদিকে অসুখ বিসুখের মধ্যে আনন্দবাজার থেকে মাছি ভন্-ভন্-করা পচা ভাতগুলি কিনে খাবে তাই ওরই ভালর জন্য ওর দিদি গাল মন্দ দিয়েছে। অবশ্য রাগের মাথায় অনেক কটুকথাও বলিয়াছে।" বাবা বলিলেন, "ও ভাত কিনে কোথায় খাচ্ছে? ও তো প্রসাদ খায়" বলে আমার দিকে চেয়ে বলিলেন, "এরা তোমাকে স্নেহের সহিত পালন কর্চ্ছে এদের কথা শুন্‌বে। তাছাড়া আর প্রসাদ কিনে খাবে না। প্রসাদ যখন পেট ভরে খাচ্ছ তখন ওটা তুমি লোভের কাজ করছো। 'প্রসাদ পাওয়া' বা 'প্রসাদ নেওয়া' বলে, তাও আবার কণিকা মাত্র, প্রসাদে কোন বিচার নাই। প্রকৃষ্টরূপে আস্বাদ নেওয়া মানে তাতে ডুবে যাওয়া। যাক্, তোমার যদি জগবন্ধুর উপর এত শ্রদ্ধা তুলসী পাতা খেয়ো গো, আর সমুদ্রে এত লাফাও কেন বাপু? মরতে চাও নাকি? হাত পা ভেঙ্গে একদিন নাকানি চোবানি খাবে, তবে ছাড়বে। অত ঝামেলা সামলায় কে বাপু? সরোজ ঠিক বল্‌ছে বড় বোকা। বোকামি করো না।" যাক্, তখনকার মতে বাবার আদেশে সন্ধ্যাবেলা বাড়ী গেলাম। আর কেহই কিছু বলে নাই।

এই ঘটনার বহুদিন পরে (১৯৪২।৪৩ সালে) বেরিবেরিতে আমাদের শরীর খারাপ থাকায় আমার মাতামহ আমাকে ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাসিমা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবীকে লইয়া পুরীতে চেঞ্জে যান। সেখানে হরধাম আশ্রমে কয়েক দিন থাকিয়া বাড়ী ভাড়া করা হয়। আবার সমুদ্রে স্নান। বাবার কথা ভুলিয়াছি। রোজই নুলিয়ার সঙ্গে আমি ও মাসিমা যাই ও জলে ঝাঁপাঝাঁপি করি কিন্তু এবার প্রতিদিনই যেন ভয় করে, বেশী দূর যাইতে সাহস হয় না। কলিকাতা হইতে আমার বড় বোনের ছোট ছেলে ললিত ও তাহার সঙ্গে আরও একজন আসিয়াছে। এক সঙ্গে স্নানে গিয়াছি। তাহারা জলে নামিতে সাহস করিতেছে না দেখিয়া আমি খুব হাসিতে হাসিতে জলে নাবি। নুলিয়া দুজনকেই হাত ধরিয়াছে, সাহস দেখাইবার জন্য আমি বলি, 'তুমি আমায় কি ধরিবে আমি তোমায় ধরিতেছি।' বলিয়া অনেক দূর যাই। সেদিন যেন আমি উন্মত্ত হইয়া অগ্রসর হইয়াছি। হঠাৎ খুব একটি বড় ঢেউ দেখিলাম। হঠাৎ ললিত ভয়ে চীৎকার করে "ছোট মাসি ফের।" তৎক্ষণাৎ আমার হাত ঢিলা হইয়া কি হইল ঠিক স্মরণ নাই। "বাবা গো রক্ষা কর" বলিবার পর হঠাৎ যেন কানের কাছে বাবার মধুর স্বর "নীচে নাব শরীর শক্ত ক'রে, বালি পাবে।" কি ভাবে নীচে নামিলাম মনে নাই। হঠাৎ উপরে ভাসিয়া উঠিলাম। নুলিয়া চুলের মুঠি ধরিয়া তীরের দিকে গেল। তীরে উঠিয়া তখন কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলাম। কিছু নোনা জল পেটে গিয়াছিল। বমি করিতে লাগিলাম। তখন মনে পড়িল বাবা বহুদিন পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, "সমুদ্রে এত নাও কেন?" এইভাবে যে তিনি প্রতি নিয়ত ধরে আছেন তাওতো মাঝে মাঝে ভুলের মধ্যে থেকে বুঝি। বাবা যখন স্থূলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিলেন এটা সেটা বলে তাঁর সম্বন্ধে কথা বলিতাম। যখন কোন বিপদে পড়ি বুঝতে পারি তিনি সর্ব্বদাই আমাদের মধ্যে বাস কচ্ছেন এবং তাঁহার চরণের দয়া সর্ব্বদাই আছে। যখনই নিজের দিকে চেয়ে দেখি সেই হাসি ফুটে উঠছে। আজ ফটোর ভিতর সেই সজীব হাসিমুখ দেখ্‌লাম। মনে পড়ে গেল "তোমার সঙ্গে কি আজকার সম্বন্ধ।" "জয় গুরু।"

LIBRARY
No.....
Shri Shri ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সামরস্য বা মহামিলন

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্

(১)

"সামরস্য" বলিতে সাধারণতঃ বুঝায় সাম্য বা সমভাব। দুই বা বহু ভাব যে দৃষ্টিতে ভাসে, সেই দৃষ্টিতেই দুই বা বহু ভাব না ভাসিতেও পারে। একাধিক সদ্‌বস্তু স্বীকার করিলেই তাহাদের মধ্যে অবস্থা ভেদে বৈষম্য ও সাম্য উভয়ই স্বীকার করিতে হয়। বৈষম্য সম্যক্ হইতে পারে, আংশিকও হইতে পারে। আবার বৈষম্য মোটেই নাই, এমনও হইতে পারে। বৈষম্য না থাকিলে সেই অবস্থা সাম্য নামে অভিহিত হয়। বৈষম্যের সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গের উদয় হয়, বৈষম্যের অভাবে নিস্তরঙ্গ শান্ত ভাবে স্থিতি হয়। কিন্তু এ দুইটিই আবর্ত্তমান অবস্থা—বৈষম্যের পর সাম্য ও সাম্যের পর বৈষম্য কালচক্রের আবর্ত্তনে আপনিই উদিত হয়। ইহার হেতু এই যে সাম্য মধ্যে বৈষম্যের বীজ নিহিত থাকে বলিয়া ঐ বীজ যথাসময়ে অঙ্কুরিত হইতে উন্মুখ হইলেই সাম্য ভঙ্গ হয়। কালের পরিণতিতে বীজ পক্ক হয় ও ক্রমশঃ স্থূলতা গ্রহণ করিবার দরুণ বৈষম্যের আবির্ভাব হয়—সৃষ্টি ইহারই নামান্তর। তদ্রূপ বৈষম্যের মধ্যে সাম্য-বীজ থাকে—তাই কোন না কোন সময়ে ঐ বীজ পক্ক হইয়া সাম্যের উদয়ের কারণ স্বরূপ হয়। ইহারই নাম প্রলয় বা সংহার।

উভয় ক্ষেত্রেই স্থিতির অভাব। কিন্তু স্থিতিও আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৃষ্টি ও প্রলয়ের অন্তরালে এবং প্রলয় ও সৃষ্টির অন্তরালে স্থিতি বিন্দু আছে। নিশ্বাস প্রশ্বাসের গতির অবসানে যেমন ভিতরে ও বাহিরে একটি শ্বাসহীন নিস্তব্ধ ভাব থাকে যাহা আকাশের সহিত উপমেয় এবং যাহা পাইবার জন্য যোগিগণ কুম্ভকের আশ্রয় গ্রহণ করে অথবা যাহা স্বতঃ উদিত কুম্ভকরূপে আত্মপ্রকাশ করে (আন্তর ও বাহ্য), তদ্রূপ সৃষ্টি ও সংহারের প্রান্ত ভূমিতে যে স্থিতি বিন্দু আছে তাহাকে ধরিবার জন্য সাধকের যাবতীয় চেষ্টা প্রযুক্ত হয়। এই দুইটি বিন্দুর মধ্যে একটি গভীর আকর্ষণের খেলা আছে, যাহার প্রভাবে একটি আর একটিকে নিরন্তর টানিতেছে।

এই টান সত্ত্বেও দুইটিতে পরস্পর মিলন হইতেছে না। কারণ আকর্ষণের অনুরূপ বিকর্ষণ শক্তিও সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়া করিতেছে, বলিয়া উভয়ের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান কাটিতেছে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ক ও খ নামক দুইটি বিন্দুর মধ্যে পরস্পর আকর্ষণ বিকর্ষণের খেলা গ্রহণ করিলাম। ক খকে নিজের দিকে টানিতেছে, কিন্তু ঠিক তখনই খ ককে বিকর্ষণ করিতেছে বা ঠেলিতেছে। সুতরাং ক খকে টানিয়াও নিজে স্বস্থানে থাকিতে পারিতেছে না, দূরে চলিয়া যাইতেছে। তেমনি যখন খ ককে নিজের দিকে টানিতেছে তখন ক তাকে বিকর্ষণ করিতেছে, তাই খ ও নিজ স্থান হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। কিন্তু বেশী দূরে যাইতে পারে না, আবার ক তাকে টানে। নিরন্তর এই ব্যাপার চলিতেছে। ইহাই প্রকৃতি রাজ্যে গুণের খেলা। প্রাণী শরীরে অজপা মধ্যে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। বিশ্বব্যাপী এই খেলার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিস্তার। ইহার বাহিরে যাওয়াই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য।

কিন্তু বাহিরে যাওয়ার উপায় কি? উপায় উভয় বিন্দুর মধ্যে যুগপৎ আকর্ষণ ক্রিয়ার উন্মেষ অথবা এক বিন্দুর আকর্ষণ কালে অপর বিন্দুর বিকর্ষণ ক্রিয়াকে স্থগিত রাখা। দুইটিই ফলপ্রদ। তবে উভয়ে পার্থক্য আছে। প্রথম উপায়ে মধ্য বিন্দুর প্রাপ্তি হয় বলিয়া অব্যবহিত ভাবে যোগ সংঘটিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় উপায়ে একটু ব্যবধানের মধ্য দিয়া ক্রমিক ভাবে উহা ঘটে। অর্থাৎ প্রথম উপায়ে ক ও খ পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া মধ্য স্থানে সমতা লাভ করে। ইহাই যোগ। ইহাতে কাহারও প্রাধান্য থাকে না বলিয়া ইহা নিরপেক্ষ সমতা—উভয়ই সমান সমান। পক্ষান্তরে ক খকে আকর্ষণ করিবার কালে যদি স্বস্থান চ্যুত না হয় তাহা হইলে ক ও খর যোগ সিদ্ধ হয়, তখন ব্যবধান কাটিয়া যায়। কিন্তু ইহা গুণপ্রধানভাব রহিত নহে বলিয়া সাপেক্ষ সমতা। তবে একবার ক-র প্রাধান্যনিমিত্তক সমতার পর দ্বিতীয়বার খর প্রাধান্যনিমিত্তক সমতার প্রাপ্তি হয়। এইভাবে পুনঃ পুনঃ হইতে থাকিলে চরমাবস্থায় উভয়ের প্রাধান্য বা অপ্রাধান্য সমান হয় বলিয়া নিরপেক্ষ সাম্য আবির্ভূত হয়, ইহাই সামরস্য।

এই সমরস অবস্থাকে অদ্বয় অবস্থাও বলা যায়। কারণ তখন দুই বা বহুর বৈষম্য বা ভেদ ত থাকেই না, বৈষম্যের বীজও থাকে না। ইহা চিদানন্দময়ী অদ্বৈতনিষ্ঠা, তাহাতে সন্দেহ নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু ইহারও পরাবস্থা আছে। তাহাকে কোন নামে অভিহিত করা যায় না। তাহা বুদ্ধির অতীত, চিন্তার অতীত, ধ্যানের অতীত, ভাবের অতীত, অব্যক্ত অথচ স্বয়ংপ্রকাশ। উহা নির্ব্বিকল্প নিরুত্থান নির্দ্বন্দ্ব স্থিতি।

(২)

কথাটা প্রকারান্তরে আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। পূর্ণ সত্য সম্বন্ধে মানবীয় ভাষায় কিছু বলা চলে না। কিন্তু বলিতে হইলে উহাকে স্বাতন্ত্র্যময় অখণ্ড প্রকাশ ব্যতীত আর কিছু বলা সম্ভবপর নহে। উহা সর্ব্বাতীত অথচ সর্ব্বাত্মক, উহাতে কিছুই নাই অথচ সব আছে। বস্তুতঃ উহা কিছু না অথচ উহাই সব। সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে মহাজনগণ উহার সম্বন্ধে ভয়ে ভয়ে কথা বলিয়াছেন, এমন কি বেদ পর্য্যন্ত উহার কথা বলিতে চকিত হয়—অতদ্ব্যাবৃত্ত্যা যং চকিতমভিধত্তে শ্রুতিরপি।

পরব্রহ্ম পরশিব পূর্ণ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা উহাকে লক্ষ্য করা হয়। সর্ব্বত্রই উহা আছে, গুপ্তভাবে মানব শরীরেও আছে। গুপ্তভাবে আছে বলিতেছি, কারণ যেখানে উহা আছে সেখানে উহা তাহাই হইয়া আছে। উহা কুল গোত্র জাতি বর্ণময় হইয়াও তদ্রহিত। পিণ্ডবর্ত্তী পরব্রহ্মকে পিণ্ড হইতে আলাদা করিয়া বর্ণনা করা যায় না। নিষ্কল ও সকল যাবতীয় তত্ত্বই উহাতে আছে, সবই উহাই। এইগুলিকে নিত্য লীলারূপে যখন উহা প্রকট করে তখন উহাতে ইচ্ছার আবির্ভাব হয়। এই ইচ্ছা ইচ্ছাহীনের ইচ্ছা বলিয়া বস্তুতঃ স্বাতন্ত্র্যেরই বিলাস মাত্র।

এই মহাঘন তত্ত্বাতীত তত্ত্বে তখন প্রকট হয় শক্তি বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিৎশক্তি। ইহা নিরংশের নিত্য অংশ স্বরূপ, অথচ অংশও যেন ইহাকে বলা যায় না। এইটিই প্রসিদ্ধ শিব-শক্তির স্তর, যেখানে নিরাকার মায়াহীন পরম তত্ত্ব নিজ স্বরূপে বিরাজমান থাকেন।

তত্ত্বাতীত স্থিতির বর্ণনা কেহ করিতে পারে না। তখন যেন নিজেকেও নিজে দেখা যায় না, চেনাও যায় না—মহাশূন্যও তখন থাকে না, কোন সাথীও থাকে না, এমন কি মহাইচ্ছাও যেন থাকে না। ইহার পর ইচ্ছার উন্মেষ হওয়া মাত্র আত্মার অন্তঃস্থল হইতে চিদ্বিভূতির বা চিৎশক্তির বিকাশ হয়। চিৎশক্তি হইতে ক্রমশঃ ৫টি শুদ্ধ তত্ত্ব অষ্টতনু ও অণ্ড ব্রহ্মাণ্ডাদি কাল-কল্পিত প্রপঞ্চের উদ্ভব হয়।

পরশিব হইতে চিৎশক্তির আবির্ভাব কি প্রকারে হয় ইহা অনেকের নিকট একটি সমস্যা। যোগিগণ বলেন পরমশিবে স্বাতন্ত্র্যরূপা নিরাকার যে পরশক্তি আছে তাহার সহিত পরশিবের অভিন্ন সংযোগে চিৎশক্তির আবির্ভাব হয়। চিৎশক্তি বিশ্ব-জননী, 'আমি'রও জননী। এই 'আমি' চিদণু চিদংশ ও শিবশরণ। আর 'তুমি' চিৎশক্তি, বা আমির জননী।

সৃষ্টির পূর্ব্বে একাকী পরমশিব শব্দহীন ছিলেন, তাহা শিবজ্ঞান যুক্ত শিবশরণ নিজের জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখিতে পায় ও নিজেকে পরশিব বলিয়া বুঝে ও জানে। ওখানে শব্দ নাই। তাহার পর নিজেকে "আমি শিব" বলিয়া বুঝিতে পারে ও দেখিতে পায়। এই জ্ঞানদৃষ্টি নিজের আনন্দাবস্থা। এই স্থিতিতে শিব হইলেন অংশী, যিনি শরণ বা অংশকে দেখেন এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শরণ হইলেন অংশ যাহা শিবকে বা অংশীকে দেখে—মূল হইলেন জ্ঞানদৃষ্টি যাহা এক ও অভিন্ন।

এখনও আত্মার শরীর হয় নাই—আত্মা এখনও অশরীরী এবং স্বয়ং নির্ম্মল শিবাংশ, যাহাতে দেহবীজ নাই। দেহসম্বন্ধ বিনা কারণে স্বপ্নবৎ ঘটিয়াছে। বিস্মৃতির ফলে শিব ও তদংশভূত আত্মাকে ভুলিবার দরুণ এইরূপ ঘটিয়াছে—ঐ যে পূর্ব্বে শিবোহং ভাবটি ছিল ঐটি বিস্মৃত হইয়া দেহোহং ভাবটি গ্রহণ করিয়াছে। বস্তুতঃ আত্মা যে শিবের অংশ তাহা ভুলিবার দরুণই দেহাদি উৎপন্ন হইয়াছে। পরম শিব তত্ত্বটি বিন্দুর অতীত, চিৎভাবটি বিন্দু! বিন্দু উৎপন্ন হইয়াই স্পন্দিত হয়—ঊর্দ্ধদিকে বা অধোদিকে। চিৎ ও ঊর্দ্ধবাহী বিন্দুর যোগে সকল তত্ত্ব গর্ভস্থ হয়—চিৎ হইতে প্রপঞ্চের উদয় হয়, সৃষ্টিকালে নিজের স্বাভাবিক পিণ্ড বা কায়া ভুলিয়া মিথ্যা পিণ্ড ধারণ করিয়া একটি জীব জন্মগ্রহণ করে। এই জীব মিথ্যা পিণ্ডে জ্ঞানী হইয়াও নিজ স্বরূপ ভুলিয়া যায়। তখন এই মিথ্যা পিণ্ডে অভিমান আসে, পরে পরব্রহ্মকে খুঁজিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এটিও খণ্ডিত জ্ঞান জানিতে হইবে। তখন পরব্রহ্ম আত্মাতে ব্যাপ্ত হন বা প্রতিবিম্বিত হন। প্রতিবিম্ব-ভাব পরব্রহ্মকে গ্রাস করিয়া ফেলে। এই প্রকারে মায়ার প্রভাব বাড়িতে থাকে। জন্মজন্মান্তর এই ভাবে কাটিয়া যায়। অবশেষে বৈরাগ্য প্রবল ও বিবেক উজ্জ্বল হইলে সদ্‌গুরুর করুণাদৃষ্টি তাহার উপর পতিত হয়। যে জীব কারণ হইতে সূক্ষ্ম হইয়া স্থূলে পতিত হইয়াছিল এবার সে উদ্ধারের পথ পাইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পথটা কি ? জীব আত্মবিস্মৃত হইলেও বস্তুতঃ চিৎশক্তিরই অংশ, তাই সে চিদণু। সে মায়ারাজ্যে জড় ভাবে ডুবিয়া গিয়াছে, আবার তাহাকে সেই চিৎশক্তিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। একদিকে শিব ও তাহার শক্তি, অপরদিকে জীব ও তাহার শক্তি। সদ্‌গুরুর কৃপাতে জীবশক্তি জাগ্রত হইয়া ভক্তিরূপে পরিণত হয় ও ঊর্দ্ধমুখে বহিতে থাকে। কুণ্ডলিনী প্রবুদ্ধ হইয়া মধ্য পথ আশ্রয় করিয়া স্বতঃই ঊর্দ্ধমার্গে সঞ্চালিত হয়। জ্ঞান ও ভক্তির ক্রমবিকাশ বস্তুতঃ এই ঊর্দ্ধমুখী শক্তির বিকাশেরই নামান্তর। এই বিকাশ স্তরে স্তরে সংঘটিত হয়।

শিব ও জীবের মিলন এবং উভয় শক্তির মিলন ঊর্দ্ধমার্গে চলিতে চলিতে প্রতি স্তরেই ঘটে। যতই ঊর্দ্ধে উত্থান হয় ততই শিব ও আত্মার ব্যবধান কাটিয়া যায় এবং শক্তিদ্বয়ের ব্যবধানও হ্রাস প্রাপ্ত হয়। চরমে সামরস্য ভাবের উদয় হয়। তখন জীবের ভক্তিরূপা শক্তি শিবের চিৎশক্তির সঙ্গে সমান ভাবে মিলিত হয়। এই ভক্তির নাম সমরসা ভক্তি,—শ্রদ্ধা নিষ্ঠা অবধান অনুভব ও আনন্দের পরে এই সমরস ভাব উদিত হয়। জীব তখন জীব থাকিয়াও শিবের সঙ্গে সমান সমান। ইহাই মহাযোগ বা সামরস্য। জীব শিবে লীন হয় না, ভক্তি ও শক্তিতে লীন হয় না। সবই থাকে—অথচ অদ্বয় ভাবে থাকে, একাকারে থাকে। জীব শিব হয় তবু সে জীবই, ভক্তি শক্তি হয় তবু তাহা ভক্তিই। ইহারই নাম সামরস্য। খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে যে অবস্থাকে Communion বলে, Mystic গণ যাহাকে Orison, Unitive life প্রভৃতি নামে ব্যাখ্যা করে তাহা সামরস্যেরই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আভাস বলিয়া মনে হয়। এই অবস্থায় বন্ধন থাকে না মুক্তিও থাকে না, থাকে একমাত্র সামরস্যরূপা ভক্তি—স্বয়ংপ্রকাশ অদ্বয় রসতত্ত্ব। ইহা একই সত্তার প্রকাশ, তাই ইহা জ্ঞান, অথচ ইহাতে পৃথক্ ভাবের আস্বাদন থাকে, তাই ইহা ভক্তিরস। ইহা অদ্বৈত ভক্তির অবস্থা। ইহার ফলে মহাপ্রসাদের উদয় হয়—তখন সমগ্র বিশ্ব আত্মরূপে প্রতিভাত হয়। মহাজনগণ বলেন—

কর্ত্তা কারয়িতা কর্ম্ম করণং কার্য্যমেব চ।
সর্ব্বমাত্মতয়া ভাতি প্রসাদাৎ পারমেশ্বরাৎ ॥
ভোক্তা ভোজয়িতা ভোগো ভোগোপকরণানি চ।
সর্ব্বমাত্মতয়া ভাতি প্রসাদাৎ পারমেশ্বরাৎ ॥
জীবাত্মা পরমাত্মা চ তয়োর্ভেদশ্চ ভেদকঃ।
সর্ব্বমাত্মতয়া ভাতি প্রসাদাৎ পারমেশ্বরাৎ ॥

ইহাই সামরস্যের মহিমা।

(৩)

সামরস্যের মূল কথা এই যে সবই থাকে, অথচ একমাত্র। ইহা লয় নহে, নির্ব্বাণও নহে। খৃষ্টীয় Trinity র সাক্ষাৎকার বস্তুতঃ এই সামরস্যের আংশিক উপলব্ধি ভিন্ন অপর কিছুই নহে। সন্তা Teresa শ্রীভগবানের বিশেষ অনুগ্রহে এই উপলব্ধি লাভ করিয়াছিলেন এবং নিজে উহা বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার নিজের উপলব্ধির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে প্রথমে তাঁহার নিকট একটি বিরাট প্রকাশ আবির্ভূত হইল (An illumination which shines like a most

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

dazzling cloud of light)।* তাহার পর Trinity র তিনটি ব্যক্তি (Person) পৃথক্ পৃথক্ প্রকাশিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে দ্রষ্টা আত্মাতে অর্থাৎ St. Teresaর হৃদয়ে এই বোধ জন্মে যে এই তিনটি ব্যক্তি এক অখণ্ড সত্তায় সত্তাবান্—এক শক্তি এক বোধ একই ভগবত্তা (All three Persons are of one substance, power and knowledge and are one God)। এই যে দর্শন ইহা দেহের চক্ষু দ্বারা হয় না, এমন কি Soul এর চক্ষু দ্বারাও নয়, কারণ ইহা কল্পিত দর্শন নহে (imaginary)।

প্রসিদ্ধ রহস্যবিৎ Henry Suso (Meister Eckhart এর শিষ্য) আত্মা ও পরমাত্মার মিলন বা সামরস্যের কথা বলিয়াছেন। পরমাত্মা যেন বলিতেছেন—"I will kiss them (the suffering saints) affectionately and embrace them so lovingly that I shall be they and they shall be I, and we two shall be united in one for ever." অন্যত্র আছে—"The essence of the soul is united with the essence of the Nothing and

---

* এই দর্শন ও St. Paul, Moses প্রভৃতির দর্শন ঠিক এক প্রকার নহে। St. Paul প্রভৃতির দর্শন স্বরূপের (Essence) ক্ষণিক দর্শন—তবে স্পষ্ট ও অব্যবহিত (intuitive)। এই Mystery র জ্ঞান অতি দুর্লভ—অতি বিরল কোন কোন বিশিষ্ট আত্মাকে ভগবান্ ইহা দান করেন। ইহা অতি উজ্জ্বল আলোক। ইহা কোন সৃষ্টরূপে (Created Species) হয় না। ইহা সন্ত টেরেসার মতে intellectual, imaginary নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

the powers of the soul with the activities of the Nothing."*

(৪)

সামরস্যের প্রক্রিয়া আগমে বর্ণিত হইয়াছে। সাংখ্য ও বেদান্তে বিবেকপূর্ব্বক আত্মার স্বরূপ স্থিতির কথা আছে। সাংখ্যে সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতি অথবা প্রকৃতি হইতে পুরুষের অন্যতাজ্ঞান সিদ্ধ হইলে পুরুষ নিজের চিৎস্বরূপে স্থিতি লাভ করে। বেদান্তে মায়া হইতে মুক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতি ঘটে। সামরস্যের সাধনা ইহাতে নাই। কিন্তু আগমে আছে—আগম মতে শিব অখণ্ড অবিভক্ত প্রকাশ এবং শক্তি ঐ প্রকাশের আত্মবিশ্রান্তি অর্থাৎ নিজেকে চিনা। আত্মবিমর্শই শক্তি। শক্তি হইতে বিযুক্তভাবে শিব প্রকাশ মাত্র হইয়াও এক প্রকার অপ্রকাশ, কারণ তাঁহার প্রকাশমানতাই স্ব-প্রকাশত্ব। শক্তি বা বাক্ ভিন্ন তাহা সিদ্ধ হয় না। বিশ্বের বৈচিত্র্য গ্রাহ্য ও গ্রাহকের বৈচিত্র্যমূলক। সদাশিব তত্ত্বে গ্রাহ্য বিশ্ব পরাপর, কারণ এখানে অহন্তা অতি প্রবল কিন্তু ইদন্তা কিঞ্চিন্মাত্র উন্মেষ-প্রাপ্ত ও অহন্তাদ্বারা আচ্ছাদিত। এই খানকার প্রমাতাকে মন্ত্র-মহেশ্বর বলে, ইহাদের অধিষ্ঠাতা ভগবান্ সদাশিব। ঈশ্বর তত্ত্বে গ্রাহ্য বিশ্বে ইদন্তা আরও পরিস্ফুট এবং অহন্তার বল অপেক্ষাকৃত

* "The Little Book of the Truth", Ed. J. M. Clark, p. 196. ইহা জঙ্গম শিবযোগীর লিঙ্গাঙ্গসংযোগবৎ, যাহাতে অঙ্গ (আত্মা), লিঙ্গ (পরমাত্মা) সহ ও ভক্তি চিৎশক্তি সহ সামরস্য প্রাপ্ত হয়। দ্রষ্টব্য—মায়িদেবকৃত 'অনুভব সূত্র'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কম। এই স্থলে অহন্তা ও ইদন্তার সামানাধিকরণ্যই প্রকাশ পায়। এখানকার প্রমাতাকে মন্ত্রেশ্বর বলে ইহাদের অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর। এই পর্য্যন্ত অভেদ। ইহার পর শুদ্ধ বিদ্যা পদে গ্রাহ্য বিশ্বও ভেদ প্রধান (ভেদৈকসার) ও গ্রাহক বা প্রমাতাও তাই। এখানকার প্রমাতাকে মন্ত্র বলে। এই সকল প্রমাতার অধিষ্ঠাতা শুদ্ধ বিদ্যা। ভেদ প্রভাবে মন্ত্র সকলেও অসংখ্য শাখা ভেদ ও অবান্তর ভেদ বিদ্যমান। ঊর্দ্ধ জগতে প্রমাতার সংখ্যা বহু থাকিলেও বর্গীকৃত ভাব থাকে, তাই প্রমাতা বহু হইলেও এক বর্গের অন্তর্ভুক্ত, এখানে তদ্রূপ নহে। কিন্তু এখানেও মায়ার প্রভাব নাই। ইহার বাহিরে একটা রাজ্য আছে যেখানে বিজ্ঞানাকল জীব (অণু) অবস্থিত, সেখানেও মায়া নাই। সেটি কৈবল্য স্থিতি। সেখানে যে সব আত্মা থাকে তাহাদের কর্ত্তৃত্ব নাই—তাহারা শুদ্ধ বোধ স্বরূপ। শুদ্ধবিদ্যা, ঈশ্বর ও সদাশিব তত্ত্বে কর্ত্তৃত্বের উন্মেষ ও ক্রমবিকাশ আছে। শিবতত্ত্বে তাহার পূর্ণতা। মায়াতে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই কর্ত্তৃত্ব শূন্য হইয়া যায়, শুদ্ধবোধ মাত্র থাকে। পরে তাহাও যায়। সকল ও প্রলয়াকল নামক পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থায় যে প্রমেয় এখানেও তাই। এখানে প্রমাতা বহু হইলেও প্রমেয় একাকার। নীচেই মায়া ভূমি। সেখানকার প্রমাতৃগণ প্রলয়কেবলী, তাহারা শূন্যের প্রমাতা। তাহাদের প্রমেয়ও প্রলীনকল্প। এটি বিদেহ ও বিকরণ অবস্থা। বিজ্ঞানাকল ও প্রলয়াকল উভয় প্রকার জীবই দেহেন্দ্রিয়াদি শূন্য। তবে প্রলয়াকলে কর্ম্মবাসনা থাকে, তাই অভিনব সৃষ্টিতে আবার এই সকল অণু যথোচিত দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রাপ্ত হইয়া সংসারী রূপে বিচরণ করে। কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজ্ঞানাকল অণুদের কর্ম্মবাসনা নাই, তাহারা বিবেক জ্ঞানের বলে ঐ অবস্থা লাভ করিয়াছে। বিজ্ঞানাকল ও শুদ্ধাশুদ্ধ নানা প্রকার নিম্নস্তরের কেবলীরা প্রকৃতি হইতে নিজের ভেদ উপলব্ধি করিয়াছে, মধ্যস্তরের কেবলীরা প্রকৃতি ও মায়া উভয় হইতে এবং উচ্চ বা শুদ্ধ স্তরের কেবলীরা মহামায়া হইতেও নিজের ভেদ বুঝিয়াছে। অচিন্নিশ্রতার তারতম্য বশতঃ এই প্রকার ভেদ হইয়া থাকে। শুদ্ধ বিজ্ঞানকৈবল্যই অচিৎ হইতে পূর্ণ মুক্তি। কিন্তু পূর্ণ মুক্ত হইলেও ইহারা কেহই পরমেশ্বরের পথে প্রবিষ্ট নহে। কেহই পরমেশ্বরের পরম অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয় নাই যাহার ফলে পশুত্ব নিবৃত্ত হইয়া শিবত্বের অভিব্যক্তি হইতে পারে। ইহারাই নিরঞ্জন পশু নামে কোন কোন স্থানে অভিহিত হয়। ক্ষুব্ধ মায়া হইতে উদ্ভূত কলাদি পৃথিবী পর্য্যন্ত ৩০টি তত্ত্বে যে সকল ভুবন বিদ্যমান তাহাদিগের ভিতরে যে সকল জীব আছে তাহারা সকলেই স-কল —অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট। এই সকল জীবরূপী প্রমাতা পরস্পর ভিন্ন এবং ইহারা সকলেই পরিমিত ও গণ্ডীদ্বারা আবৃত। ইহাদের প্রমেয়ও তদ্রূপ। এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল এ সবই নিয়াই বিশ্ব। অর্থাৎ পৃথিবী হইতে সদাশিব পর্য্যন্ত যে সকল তত্ত্ব আছে তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া নানা প্রকার প্রমাতা আছে, তদনুরূপ প্রমেয়ও আছে। ইহাদের সমষ্টিই বিশ্ব। কিন্তু বিশ্বের ঊর্দ্ধেও আত্মার স্থিতি আছে, সেটি বিশ্বোত্তীর্ণ শৈবীস্থিতি। সেখানে সবই প্রকাশাত্মক, সকল ভাবই প্রকাশাত্মক। শুধু প্রকাশই প্রকাশ। বৈচিত্র্যাত্মক বিশ্ব দৃষ্ট হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহাই শিবের স্বরূপ। পরম শিব এই শিবেরই পরম স্থিতির আখ্যা। কিন্তু তাহাতে বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি শিবের ন্যায় শুধু বিশ্বাতীত নহেন তিনি বিশ্বাতীত হইয়াও যুগপৎ বিশ্ব হইতে অভিন্ন। তিনি এক সঙ্গে বিশ্বোত্তীর্ণ ও বিশ্বাত্মক উভয়ই। শিবাত্মক প্রকাশ যেন তরল, পরম শিবরূপ প্রকাশ যেন ঘনীভূত, তাই পরমানন্দময় এই যে ঘনীভূত ভাব তাহারই ফলে প্রকাশ আনন্দরূপে বিভাত হয়। এইটি সামরস্যের অবস্থা। শুদ্ধ শিবাবস্থাতে প্রকাশ মাত্র থাকে, শক্তির সঙ্গে যোগ থাকে না বলিয়া ইহা বিশ্বাতীত স্থিতি। বিশ্ব শক্তিরই বিজৃম্ভন। শিব-প্রকাশ তাহার অতীত। কিন্তু পরম শিবাবস্থায় শক্তির সঙ্গে পূর্ণ যোগ থাকে—উভয়ই তখন সমপ্রধান, সমরস, সাম্যাত্মক। শিব শক্তি হইতে আলাদা নয়, শক্তিও শিব হইতে আলাদা নয়—উভয়েই উভয় থাকিয়াও একরস। এই অবস্থায় সদাশিব হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত তত্ত্বময় বিশ্ব ও বিশ্বের অতীত শিব অখিল সত্তা অভেদে স্ফুরিত হয়। অর্থাৎ গ্রাহ্য বা গ্রাহক কিছুই ঐ সামরস্যে বস্তুতঃ আলাদা থাকে না। তখন বুঝা যায় যে একমাত্র পরমশিবই অনন্ত বিচিত্র আকারে স্ফুরিত হইতেছেন। তিনিই শিব, তিনিই শক্তি, তিনিই ঊর্দ্ধ, তিনিই অধঃ, জানাও তিনি, অজানাও তিনি, অণুও তিনি, মহান্‌ও তিনি। তিনিই আমি, শিব-শক্তির সামরস্যই পূর্ণ স্থিতি। ইহাই পরম প্রসাদ যাহা উপলব্ধ হইলে সবই আপন হইয়া যায়।

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। এই মধুই মধুবিদ্যার পরম লক্ষ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৫)

এই সামরস্যই নিত্যোদিত সমাধি। সমাধি লাভ হইলেও প্রথমে সামরস্য আসে না, তবে একবার সমরসতা প্রাপ্ত হইলে ব্যুত্থান দশাতেও সমাধি রসের সংস্কারটা থাকে, যাহার প্রভাবে সব সময়ই যেন একটা আনন্দের নেশা থাকে। তখনকার অবস্থা আনন্দের ঘূর্ণি। তখন দেখা যায় যেন জগতের অনন্ত ভাবরাশি শরৎকালের মেঘের ন্যায় চিদাকাশে লীন। ব্যুত্থান কালেও পুনঃ পুনঃ অন্তর্ম্মুখ ভাব আসে। উন্মীলন সমাধি হইতে নিমীলন সমাধির ক্রমধারায় চিৎসত্তার সহিত ঐক্য বোধ জাগে। ইহার ফলে তথাকথিত ব্যুত্থান সময়েও সমাধি রসে মগ্নতা থাকে। ক্রমমুদ্রার ক্রম অন্তঃস্বরূপ বলিয়া ইহার বলে বহির্ম্মুখ অবস্থাতেও, বিষয়ে ব্যাপৃত থাকা কালেও, সমাবিষ্টতা হয় বা পরাশক্তির স্ফুরণের সাক্ষাৎকার হয়। তখন সাধক পরম যোগাবস্থা প্রাপ্ত হয়। প্রথমে বাহির হইতে অর্থাৎ লীয়মান বিষয় রাশি হইতে ভিতরে বা পরম চিদ্ভূমিতে প্রবেশ ঘটে। পরে আবেশ বশতঃ ভিতর হইতে বাহ্য স্বরূপে প্রবেশ হয় অর্থাৎ ইদন্তা-বিষয়ীভূত ভাবে বমনের ন্যায় প্রকাশন হয়। সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারাত্মক সংবিৎ চক্রই ক্রমরূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। তুরীয়া চিতিশক্তি এই ক্রমকে মুদ্রিত করে অর্থাৎ স্বাধিষ্ঠিতরূপে আত্মসাৎ করে। বাস্তবিক পক্ষে এই ক্রম মুদ্রাই পূর্ণাহন্তা। ইহার তাৎপর্য্য এই যে চিতিশক্তিরূপ ভিতর হইতে সাক্ষাৎকারের পর সমাবেশের বলে ইদংরূপী বাহ্যরূপে অর্থাৎ বিষয়ে বমনের ন্যায় প্রবেশ ঘটে। ইহাতে বিষয়েও চিদ্‌রসের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাপ্তি প্রকাশ পায় বলিয়া ভিতর বাহির দুইই সমান হইয়া যায়। ইহাই নিত্যোদিত সমাধি। ইহা সামরস্যেরই অবস্থা। ইহাকে যোগিগণ মুদ্রা বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাহার কারণ এই, যে ইহা মুৎ অর্থাৎ পরমানন্দ স্বরূপে স্থিতি বা হ্লাদ দান করে ও পাশ সকলকে দ্রাবণ করে (দ্রা), বিশ্বের মধ্যে তুরীয় সত্তাতে মুদ্রণ বশতঃ ইহা সৃষ্টি প্রভৃতির ক্রমের আভাসক।

(৬)

শিব শক্তির সামরস্যের ন্যায় গুরু শিষ্যের সামরস্য আবশ্যক। প্রভুদেব তাহার বচনামৃতে বলিয়াছেন যে শিষ্য যে প্রকার গুরু স্বরূপে বিশ্রান্তি লাভ করে গুরুও ঠিক সেই প্রকার শিষ্য স্বরূপে বিশ্রান্ত হয়। শিষ্য যেমন গুরুতে আত্মসমর্পণ করিয়া নিজেকে হারাইয়া ফেলে বা গুরুতে স্থিতি লাভ করে ঠিক সেই প্রকার গুরুও শিষ্যের নিকট নিজেকে সমর্পণ করেন, তবে ত শিষ্য গুরু স্বরূপ প্রাপ্ত হইতে পারে। গুরু যদি নিজেকে ত্যাগ না করেন তবে শিষ্যও গুরুকে পাইতে পারে না। আর শিষ্য যদি নিজেকে ত্যাগ না করে তাহা হইলে গুরুও শিষ্যকে পাইতে পারেন না। শিষ্যের হৃদয়ে যেমন গুরু আসীন, তেমন গুরুর হৃদয়েও শিষ্য আসীন থাকে। ইহা সামরস্য অবস্থাতে উন্নীত হইবার সোপান।

(৭).

কামকলা বিজ্ঞানেও এই সামরস্যতত্ত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে। অগ্নি ও সোম পরস্পর বিরুদ্ধ। অগ্নি শোধন করে, সংহার করে, কিন্তু সোম আপ্যায়ন করে, সৃষ্টি করে। অগ্নি ও সোমের সংঘর্ষ স্বভাবসিদ্ধ। অগ্নি কালরূপী সংহারশক্তি, ইহা সোমকে আঘাত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলে সোমবিন্দু বিগলিত হইয়া ক্ষরিত হয়। তদ্রূপ সোম অগ্নিকে আঘাত করিলে অগ্নি ইন্ধন পাইয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠে ও রসের শোষণ করে। অগ্নির সংহার কার্য্য অগ্নিসাধ্য হইলেও সোম তাহার সহায়ক এবং সোমের সৃষ্টি সোমজন্য হইলেও অগ্নি তাহার সহায়ক। এ হইল বৈষম্যমূলক সংঘর্ষের কথা। সৃষ্টিতে সোমের প্রাধান্য ও অগ্নির গৌণতা এবং সংহারে অগ্নির প্রাধান্য ও সোমের গৌণতা। কিন্তু যখন অগ্নি ও সোম সমপ্রধান থাকে তখন উভয়ই তুল্যবল বলিয়া সৃষ্টি ও সংহার উভয় ব্যাপারই স্থগিত থাকে। ইহাই স্থিতির অবস্থা। ইহাকে রবি বা সূর্য্য বলে। 'কামকলা'র কাম এই রবি এবং কলা অগ্নি ও সোম। অতএব রবিকে অগ্নি ও সোমের সামরস্য বলা যাইতে পারে। অগ্নি ও সোমের সম-সংঘর্ষ যেখানে তাহার বিপরীত দিকে অর্থাৎ যে দিকে রবি অবস্থিত তাহার বিপরীত দিকে বিষম সংঘর্ষের ফলে সৃষ্টি সংহারের খেলা চলিতেছে। এই দিকেই হার্দকলার উন্মেষ হয় ও তত্ত্ব রচনার কার্য্য চলে।

শাস্ত্রে আছে যে কামকলার শ্বেতবিন্দু ও রক্তবিন্দু দুইটিতে পরস্পর বিহরণশীল শিবশক্তির নিরন্তর সংকোচ (জগতের মুকুলীভাব) ও প্রসার (জগতের সৃষ্টি) কর্ম্ম চলিতেছে। এই দুই বিন্দু হইতেই চারি প্রকার বাক্ ও ৩৬ প্রকার তত্ত্ব রচিত হয় —ষড়ধ্বাময় জগৎ নির্ম্মিত হয়। এই দুইটি বিন্দু পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট (অন্তর্গত) ও পৃথক্‌ভূত। এই দুই বিন্দুই কাম-কামেশ্বরীরূপ দিব্যমিথুন। অনুত্তর বা পরমেশ্বর স্বাঙ্গভূত নিখিল প্রপঞ্চ বিলয়াত্মক বিমর্শশক্তিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিন্দুভাব প্রাপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হন। তদনন্তর ঐ বিমর্শশক্তিও স্বান্তর্গত প্রকাশময় বিন্দুতে অনুপ্রবেশ করে। তখন বিন্দু উচ্ছূন হয়। ঐ বিন্দু হইতে নাদ আবির্ভূত হয়। ইহার গর্ভে সমস্ত তত্ত্ব থাকে, ইহা তেজোময়, বীজরূপ ও কেশাগ্রবৎ সূক্ষ্ম। নাদ নির্গত হইয়া ত্রিকোণাকার ধারণ করে। এই প্রক্রিয়াতে প্রকাশ হয় বিন্দু ও বিমর্শ হয় নাদ এবং এই উভয়ের শরীর হয় 'অহম্'। ইহাদের দুইটি রূপ —বিমর্শ রক্তবিন্দুরূপ ও প্রকাশ শুক্লবিন্দুরূপ। উভয়ের মিলনে মিশ্ররূপ উদ্ভূত হয়—ইহা সর্ব্বতেজোময় পরমাত্মা, ইহাই রবি, কমনীয় বলিয়া কাম ও অহঙ্কারাত্মক।

এই বিন্দুটি "এতস্বিন্দু সমরসাকার" অর্থাৎ 'অ'কার বাচ্য প্রকাশ ও 'হ'কার বাচ্য বিমর্শ, এই দিব্য দম্পতি বা মিথুনের সমরসাকার। সমরস বলিতে বুঝায় পরস্পরানুপ্রবেশরূপ আনুকূল্যময়। এই রবিই শুক্ল রক্ত বিন্দুদ্বয়ের সমরসীভূত মিশ্র বিন্দু। ইহাই সকলের স্বাত্মা।

শুক্লঃ শিবো রক্ত শক্ত্যাং পরা শাম্ভব বেধতঃ।
রক্তশাম্ভবরূপেণ পরাতত্ত্বেন শক্তিতঃ॥
রক্ত শিবঃ শুক্ল শক্ত্যাং পরশম্ভ্যৈক্য ভাবতঃ।
রক্ত শিবঃ শুক্ল শক্ত্যাং সচ্চিদানন্দ লক্ষণঃ॥

(৮)

যোগ সাধনার দিক্ হইতে সামরস্যের কথা সংক্ষেপে বলিতেছি। শ্রীগুরুর পাদুকা মন্ত্রের প্রসঙ্গে কোন কোন বিশিষ্ট সম্প্রদায়ে প্রচলিত পূর্ণ মন্ত্রে যে দুইটি দ্বাদশার্ণ আছে তন্মধ্যে একটি উন্মনী ভাবময় ও অপরটি সমনী ভাবময়। প্রথমটির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্যোতনা এই যে পরম পুরুষ (হ) পরমা প্রকৃতি (স) সহ পরব্রহ্মের অভিমুখে ঊর্দ্ধগতিশীল। দ্বিতীয়টি উন্মনীর শিব বা পরব্রহ্মের ঈক্ষণ শক্তি হইতে যে পরমা প্রকৃতি আসিয়াছেন তাহা (স) পরম পুরুষ (হ) কে আনন্দ ধারায় সিক্ত করিয়া আগে আগে নামিয়াছেন ও ব্রহ্মের ঊর্দ্ধ অধঃ ধারাকে একই চিতে মিলাইয়াছেন। উন্মনা ও সমনা ভাবের মূল একই। পুরুষ ও প্রকৃতি বস্তুতঃ একই ব্রহ্মতত্ত্ব—উন্মনা ভাব ঊর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ দ্বারা সূচিত হয়, সমনা ভাবের সূচনা করে অধোমুখ ত্রিকোণ। এই দুইটি ত্রিকোণই ষট্‌কোণরূপে পরস্পর জড়িত ভাবে সহস্রদল কমলের উপরে স্থিত দ্বাদশ দল কমলের অভ্যন্তরে অবস্থিত। দ্বাদশ দল কমলের কর্ণিকা সহস্র দল কমলের কর্ণিকার উপর স্থিত। দ্বাদশ দল প্রস্ফুটিত হইলে সহস্র দল নিষ্প্রভ হয়। উন্মনা ও সমনা ত্রিকোণের দুইটি মধ্যবিন্দু পরস্পর যুক্ত ও অভিন্ন। ষট্‌কোণের মধ্যস্থলে শ্রীগুরুর চতুষ্কোণ আসন বিরাজমান। সমনা ত্রিকোণটি অবলালয়। এই দুইটি ভাগের পূর্ণ সামরস্যই ব্রহ্মভাব।

(৯)

এবার অন্যদিক হইতে সামরস্যের তত্ত্ব আলোচনা করিতেছি। এই সামরস্য লাভই দীক্ষার চরম লক্ষ্য। দীক্ষার প্রক্রিয়া মধ্যে পাশক্ষয় ও শিবত্ব যোজন নামে দুইটি ব্যাপার আছে। এই দুইটি পূর্ণ না হইলে দীক্ষা সম্পন্ন হয় না, শিবত্ব লাভও হয় না। যোজন ক্রিয়া অতি কঠিন ব্যাপার, সাধারণ গুরু বর্গ ইহা সম্পাদন করিতে পারেন না। যাহার জ্ঞান ও যোগ এই দুইটি সুচারুরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভ্যস্ত হইয়াছে তাঁহার পক্ষেই শিষ্যের যোজনা-ক্রিয়া সম্ভবপর। ইহা একমাত্র তাঁহারই করণীয়—ইহাতে শিষ্যের কিছুই কর্ত্তব্য নাই। ইহা যাহার দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে পারে না তাহার পক্ষে সদ্‌গুরুর পদের দাবী করা চলে না। ইহাতে ১৩টি ক্রমিক ব্যাপার আছে, কিন্তু এই প্রসঙ্গে উহাদের বিবরণ অনাবশ্যক। শ্বাস ক্রিয়ার সঞ্চারের পরিমাণ, প্রাণের সঞ্চার, প্রাণস্থিত সমগ্র অধ্বা বা মার্গের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিভাগ জ্ঞান, হংসোচ্চার, বর্ণসমূহ কর্ত্তৃক কারণের পরিহার, কাল ত্যাগ ও তাহার পর শূন্যভাব প্রাপ্তি,—এই সকল ভূমি পর পর ক্রমশঃ জয় করিতে পারিলে সর্ব্বান্তে সামরস্যের প্রশ্নের অবসর আসে। তন্ত্রমতে সামরস্য সাত প্রকার—যথা— আত্মাতে সামরস্য, মন্ত্রে সামরস্য, নাড়ীতে সামরস্য, শক্তিতে সামরস্য, ব্যাপিনীতে সামরস্য, সমনাতে সামরস্য ও সর্ব্বশেষে তত্ত্বে সামরস্য। সমরস ভাবের জ্ঞান হইলে আর কখনও মোহের আক্রমণ হইতে পারে না। খণ্ড যোগিগণ ব্যুত্থানে মোহিত হয় বলিয়া সামরস্য জ্ঞানহীন। সমনার পর উন্মনা শক্তির অনুপ্রবেশে সাতটি সামরস্যের অন্তিম বা সপ্তম সামরস্য লাভ হয়। ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সামরস্য। তখন যাহা ঘটে তাহা শাস্ত্রমুখে এই প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে—

স চ সর্ব্বেষু ভূতেষু ভাবতত্ত্বেন্দ্রিয়েষু চ।
স্থাবরং জঙ্গমং চৈব চেতনাচেতনস্থিতম্॥
অধ্বানং ব্যাপ্য সর্ব্বন্তু সামরস্যেন সংস্থিতঃ॥

এই সামরস্য প্রাপ্ত হইলে সর্ব্বাবস্থাতেই পরশিব ভাবের সমাপত্তি অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যায়। ইহাই ব্যুত্থানহীন সমাধি যাহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাযোগিগণ মহারহস্য বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। এই অবস্থায় পরতত্ত্ব নিশ্চল আকাঙ্ক্ষাহীন ও পূর্ণরূপে অধিগত হয়। মনে রাখিতে হইবে সর্ব্বাবস্থাতে পরম তত্ত্বের সহিত ঐক্যই সামরস্য। তখন—

যত্র যত্র মনো যাতি জ্ঞেয়ং তত্রৈব চিন্তয়েৎ।
চলিত্বা যাস্যতে কুত্র সর্ব্বং শিবময়ং যতঃ॥

তখন সর্ব্বত্র একমাত্র শিবভাবই বিরাজ করে।

এই সামরস্যই সর্ব্বোত্তম গুরু-পাদুকা। স্বপ্রকাশ শিবরূপ, ইহাও গুরু পাদুকা; বিমর্শ বা শক্তিরূপ, ইহাও গুরু পাদুকা; কিন্তু শ্রেষ্ঠ গুরু পাদুকা তাহাই যেখানে শিব ও শক্তির সামরস্য বিদ্যমান। পরম শিবই গুরু—শিব ও তাঁর পাদুকা, শক্তিও তাহাই। উভয়ের সামরস্যই পরা পাদুকা—

স্বপ্রকাশ শিব মূর্ত্তিরেকিকা
তদ্বিমর্শতনুরেকিকা, তয়োঃ।
সামরস্যবপুরিষ্যতে পরা
পাদুকা পরশিবাত্মনো গুরোঃ॥

(১০)

এবার নাথযোগে সামরস্যের স্থান কি তাহা দেখা যাউক। সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিতে পরপিণ্ড হইতে স্বপিণ্ড পর্য্যন্ত জানিয়া পরম পদে সামরস্য লাভের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু যতক্ষণ নিজ বিশ্রান্তি না হয় ততক্ষণ পিণ্ড ও পদের সমরসীকরণ অসম্ভব। তাই প্রথমে চাই বিশ্রান্তি—ইহার মূল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সদ্‌গুরু। সদ্‌গুরু বাক্য দ্বারা, দৃষ্টি দ্বারা বা বিলোকন দ্বারা একই ক্ষণে চিত্ত-বিশ্রান্তি দান করেন—

কিমত্র বহুনোক্তেন শাস্ত্রকোটি শতেন চ।
দুর্লভা চিত্তবিশ্রান্তির্বিনা গুরুকৃপাং পরাম্॥

বিশ্রান্তি লাভের পর আবশ্যক পরম পদের সাক্ষাৎকার। ইহাও অতি দুর্লভ। কিন্তু দুর্লভ হইলেও সরল, কারণ মুহূর্ত্ত মাত্রের মধ্যে এই সাক্ষাৎকার সম্ভবপর, যদি তৎপূর্ব্বে চিত্তের বিশ্রান্তি লাভ হইয়া থাকে। ইহার পরবর্ত্তী ব্যাপার পরমপদে নিজ পিণ্ডের সমরসীকরণ। তখন আত্যন্তিক নিরুত্থান দশার উদয় হয়। পরমপদ স্বয়ংবেদ্য—উহা ভাষা দিয়া বুঝান যায় না। মহাসিদ্ধ যোগী নিজ স্বরূপের অনুসন্ধান করিতে করিতে নিজাবেশ প্রাপ্ত হয় ও নিরুত্থান দশা লাভ করে। সচ্চিদানন্দ চমৎকার, অদ্ভুতাকার প্রকাশ, প্রবোধ ও পরমপদের প্রকাশ ক্রমশঃ ঘটিয়া থাকে। এই অনুভবের ফলে নিজ পিণ্ড সিদ্ধ হয়। তখন নিজ পিণ্ড ও পরমপদের একীকরণ হয়। এই ব্যাপারে চারিটি প্রধান ক্রমিক ভাব আছে—

১। সহজ।

ইহা বিশ্বাতীত পরমেশ্বরের বিশ্বরূপে অবস্থিতি অথবা আত্মাতে বিশ্বদর্শন।

২। সসংযম

স্ফুরদ্রূপ বৃত্তি সকল আত্মাতে সংযতভাবে ধারণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩। সোপায়

প্রকাশময় আত্মাকে স্বয়ংই স্বরূপতঃ একীকৃত করিয়া লৌল্যভাবে স্থিতি।

৪। সাদ্বয়

অজাতি সত্ত্বদর্শন।

ক্রমশঃ এই সব জ্ঞান সিদ্ধ হইলে স্ব-বিশ্রান্তি ঘটে। তখন আত্যন্তিক নিরুত্থান দশার অভিব্যক্তি হয়।

সিদ্ধসিদ্ধান্তসংগ্রহকার বলভদ্র বলেন যে যিনি পারম্পর্য্য-প্রাপ্ত সন্মার্গ প্রদর্শন করিতে সমর্থ তিনিই প্রকৃত গুরুপদবাচ্য। আত্মবিশ্রান্তি দানের সামর্থ্য তাঁহাতেই আছে। তিনি যে পথ দেখাইয়া দেন সেই পথে চলিতে চলিতে "স্ব-সংবেদ্যের দর্শন" ঘটে। তাই গুরুকে দেবভাবে চিন্তা করিতে হয়। তাঁহার করুণাদৃষ্টিবশতঃ মুনিগণ যাবতীয় সিদ্ধিফল পরিহার করিয়া স্বাত্মৈকবেদ্যরূপে নিরুত্থান দশা প্রাপ্তির পর কৃতার্থতা লাভ করেন ও স্বপিণ্ডকে সমরস করিতে সমর্থ হন। প্রথমে হয় নিজাবেশ, তাহার ফলে হয় স্থায়ী মহানন্দাবস্থা ও অমলানন্দময় প্রকাশের উদয়। এই অনুভবের পর ভেদ কাটিয়া যায়। তাহার পর অভিন্ন অপার চৈতন্যভাসক পরমপদের উদয় হয়। উহার অনুভব বলে সম্যক্ নিজ পিণ্ডজ্ঞান জন্মে। ইহার পর পরমপদে উহার নির্বাণ ও ঐক্য লাভ হয়। তদনন্তর নিজ রশ্মি-পরাবৃত্তি নামক দ্বিতীয় উন্মেষ উদিত হয়। পরে উহার প্রত্যাহারও ঘটে। সমরস ক্রিয়া ইহারই ফল জানিতে হইবে। তখন নিজ কিরণ-পুঞ্জকে নিজরূপে সাক্ষাৎকার ঘটে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সামরস্যই প্রকৃত অদ্বয় তত্ত্ব। বস্তুতঃ ইহা দ্বৈত ও অদ্বৈতের একত্ব মাত্র। অবধূত গীতাতে আছে—

অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে।
সমং তত্ত্বং ন জানন্তি দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিতম্॥

সমরসতাই পরমতত্ত্ব—ইহাই পর ব্রহ্ম। অমনস্কে আছে—

ভাবাভাববিনির্মুক্তং নাশোৎপত্তি বিবর্জিতম্।
সর্ব্বসংকল্পনাতীতং পরব্রহ্ম তদুচ্যতে॥

ইহাই অমনস্ক দশা, যাহার কথা ব্রহ্মোপনিষদে বলা হইয়াছে।

(১১)

বৌদ্ধ তন্ত্রেও সমরস ভাবের চর্চা আছে। সহজ অবস্থাতে প্রজ্ঞা ও উপায়ের ভেদ থাকে না। ঐ স্থিতিতে হীন মধ্য ও উৎকৃষ্ট সব কিছু তত্ত্বভাবে সমরূপে দৃষ্ট হয়, স্থির ও চর সবই সমরূপে প্রতীত হয়—অবশ্য তত্ত্বভাবুকের দৃষ্টিতে। হেবজ্র তন্ত্রে এ কথা আছে। আরও আছে—

সমং তুল্যমিত্যুক্তং তস্য চক্রে রসঃ স্মৃতঃ।
সমরসং তু একভাবত্বমেতেনাত্মনি ভণ্যতে॥

প্রজ্ঞা ও উপায়ের সামরস্যই বজ্রযোগ, ইহাই "কালচক্র" নামক আদি বুদ্ধ তন্ত্রের সিদ্ধান্ত। এই বজ্রযোগ চারি প্রকার—বিশুদ্ধ, ধর্ম, মন্ত্র ও সংস্থান যোগ। প্রথমটি সহজ কায়, দ্বিতীয়টি ধর্মকায়, তৃতীয়টি সম্ভোগ কায় ও চতুর্থটি নির্মাণ কায়। বিমল প্রভাতে আছে যে এই চারিটি জ্ঞানবজ্র, চিত্তবজ্র, বাগ্‌বজ্র ও কায়বজ্র। সমরসভাব অদ্বয়ভাবের দ্যোতক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১২)

সামরস্য সম্বন্ধে মহাসিদ্ধ স্বতন্ত্রানন্দনাথ বলেন যে এমন একটি স্থিতি আছে যেখানে চিৎ ও অচিৎ একরস স্বভাবে থাকে। তাঁহার মতে সুপ্তিই পরস্পর বিরুদ্ধ জড় ও অজড়ের সামরস্যরূপ। সুপ্তি শিব ও জীবের বিশ্রান্তি পদ এবং সর্ব্ব সংসারের বীজরূপা। চিৎ ও অচিতের একরসতা কি প্রকার? গজ ও বৃষভ চিত্রে যেমন গজ ও বৃষভ পরস্পর অবিরুদ্ধভাবে একপদানুপ্রবিষ্ট, সেই প্রকার চিৎ ও অচিতে অবিরোধে পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট উভয় তত্ত্ব-সম্ভূত রস আছে—"যত্র রসে জড়স্য অজড়স্য চ প্রত্যেকং ভাগকরণং সর্বত এব স্বরূপানুপ্রবেশঃ। যথা একস্মিন্ চিত্রবিশেষে গজবৃষভয়োঃ প্রত্যেকমনুপ্রবেশো ভাগকরণং বিনৈব সাকল্যেন, তদ্বৎ।" জড় ও অজড়ের মধ্যে একরস স্বভাব। স্বতন্ত্রানন্দ-নাথের উক্তি এই—

মায়া বলাৎ প্রথমভাসি জড়স্বভাবং
বিদ্যোদয়াদথ বিকস্বরচিন্ময়ত্বম্।
সুপ্ত্যাহ্বয়ং কিমপি বিশ্রমণং বিভাতি
চিত্রক্রমং চিদচিদেকরসস্বভাবম্॥

(মাতৃকাচক্রবিবেক ২, ১)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগুরুর লীলা

শ্রীযোগমায়া দেবী

শিষ্যের জীবন সদ্‌গুরুর লীলানিকেতন। সেজন্য অন্তরের প্রেরণা হতেই প্রবৃত্ত হয়েছি সেই মহাগুরুর মহিমাবৃত্তান্ত কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করতে, যার আভাস আমার জীবনে শ্রীগুরুদেবের কৃপায় পেয়েছি।

বাবাজীর কথা প্রথমে শুনি আমাদের গুরুভাই ৺দক্ষিণাদাদার কাছে। তাঁর স্ত্রীর অচলা ভক্তি দেখেছি গুরুজীর প্রতি। আমরা থাকতাম মানভূম জেলার অন্তর্গত কুমারডুবি নামে এক জায়গায়। আমার স্বামী সেখানে চাকরী নিয়ে এসেছিলেন এক কারখানায়। সেখানে থাকাকালে আমার স্বামীর একটি আংটি হারিয়ে যায় এবং সেই সূত্রে ৺দক্ষিণাদাদার সংস্পর্শে আসি—কারণ তিনি ছিলেন দারোগা। তাঁদের দুজনের সঙ্গে পরিচিত হবার পর ৺দক্ষিণাদাদার স্ত্রী আমাকে বাবাজীর একটি ফটো দেন। সেই ফটো আমার খুব ভাল লাগে। আমি উহা ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখি এবং রোজ প্রণাম করি।

একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই বাবাজীর সাক্ষাৎ পাই আমার প্রথম জীবনে। ঘটনাটি কৌতূহলোদ্দীপক। এক সন্ধ্যায় হ্যারিকেনের আলোয় কোন জিনিষের সন্ধানে আমার ঘরের মধ্যে আসার সময় জানলায় দেখি পাগড়ী মাথায় এক মুখ দাড়ীশুদ্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটি লোক, ঠিক যেমনটি আমার ঘরের ফটোটি (৺দক্ষিণা-দাদার স্ত্রীর দেওয়া)। আমি সে দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে যাই। জানি না বাবাজীর একি লীলা। হয়ত নিজের আশ্রয়ে এই দুর্ভাগাকে আশ্রিত করবার উদ্দেশ্যেই তাঁর আবির্ভাব ঐভাবে হয়েছিল। পরে তাহা উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। আর একরাত্রে প্রায় ২টার সময় ঘুম হতে উঠে পায়খানায় যাই। অন্ধকার রাত্রি। হাতের কাছে কোন আলো ছিল না। চলে গেলাম অন্ধকারেই। কিন্তু মনে ভয় এল একা বলে। বাবাজীকে স্মরণ করলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য—স্মরণ করামাত্রই দেখলাম বাবাজী পায়খানার দোরের কাছে দু' পা দুদিকে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন—সেই দাড়ীওয়ালা মুখ—মাথায় জটাজুট, প্রকাণ্ড চেহারা; নগ্ন দেহ। ঐ বিরাট মূর্ত্তি দেখে হতচকিত হয়ে বাবাজীর পায়ের তলা দিয়ে গলে কোন রকমে বাড়ীর মধ্যে এসে পড়লাম। কিন্তু জ্ঞান রইল না। কলতলায় পড়ে যাই অজ্ঞান হয়ে। তখন বুঝি নাই—কিন্তু পরে উপলব্ধি করেছি আমাকে উদ্ধার করবার জন্যই বাবা কৃপা করেছিলেন সঙ্কেতে। কারণ বাবাকে তখন চিনতে পারিনি, পরে জেনেছি।

এই ঘটনার পরই অপ্রত্যাশিতভাবে আমার দীক্ষা হয়। একদিন পৌষমাসের রাত্রে হঠাৎ ৺দক্ষিণাদার আবির্ভাব হল আমার বাড়ীতে। তিনি তখন ঝরিয়া থানার দারোগা। তিনি ও তাঁর স্ত্রী এসে হাজির ঘোড়ার গাড়ী ক'রে—রাত তখন দুটো। আমার স্বামীকে ডেকে বল্লেন, "যাব বাবাজীর আশ্রমে বর্দ্ধমানে —তোমার স্ত্রীকে আমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দাও।" আমার স্বামী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন আপত্তি করলেন না। আমরা আশ্রমে পৌঁছে স্নান করে বসে আছি। বেলা ৭টা নাগাদ্ বাবাজী পূজার ঘর হতে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। আমরা বাবাজীকে প্রণাম করলাম। বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, "এটি কে গো।" ৺দক্ষিণাদার স্ত্রী আমার পরিচয় দিলেন। দক্ষিণাদিদি বাবাজীর খাটের নীচে বসে বাবাজীর চরণ দুটি বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আমারও ইচ্ছা হচ্ছিল —কিন্তু নূতন পরিচয় বলে সাহস করছিলাম না—কিছু পরে বাবাজীর পায়ে হাত বুলাবার অনুমতি পেলাম। তখন দীক্ষার কথা বললাম। বাবাজী বললেন, "পৌষ মাসে নয়—পরে দীক্ষা হবে—এবং তুমি জান্‌তে পারবে।" এই আমার প্রথম সাক্ষাৎ বাবাজীর সঙ্গে, পরমাশ্রয়ে আশ্রিত হবার চরম সৌভাগ্য এইভাবে লাভ করলাম—বিনা কষ্টে। সেদিন আমার মনে যে আনন্দের প্রবাহ দেখা দিয়েছিল জীবনের কোন দিন আমি এমন অপার আনন্দ অনুভব করিনি।

কয়েক মাস অতীত হল—কিন্তু কোন সংবাদই পেলাম না বাবাজীর কাছ থেকে। মনটা আবার দমে যেতে লাগল—রোজই দেয়ালে মাথা ঠুকতে থাকি—হঠাৎ বাবাজীর এক পত্র পেলাম, "তোমাদের দুজনের দীক্ষা হবে অমুক দিন।" দীক্ষার খবর পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে একান্ত অগোছাল অবস্থায় দীক্ষার কিছু জিনিস এবং কুমারী মায়ের জন্য আসন ইত্যাদিসহ আমরা স্বামীস্ত্রীতে বাবার আশ্রমের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলাম আমাদের নির্দ্দিষ্ট দিনে। কিন্তু দীক্ষার নিয়ম কানুন ত জানা নেই। এ বিষয়ে একেবারেই অজ্ঞ। সঙ্গে নূতন বস্ত্র না নেওয়ায় এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হবিষ্য না করার জন্য কয়েকটি গুরুভাই (যাঁদের আমার সঙ্গেই দীক্ষা হয়েছিল) আমাদের দীক্ষা হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেন। কিন্তু বাবাজী নিজেই পরিষ্কারভাবে বলে দিলেন যে পুরাতন বস্ত্রপরিহিত অবস্থায়ও দীক্ষা হতে পারে। দীক্ষা দিলেন শ্রীগুরু সেই পবিত্র মুহূর্ত্তে। আমাকে পরে বারবার জিজ্ঞাসা করেছেন—"কি গো মনে আছে ত ?" (অর্থাৎ দীক্ষার মন্ত্র)। তখন আমার বয়স ১৭ বৎসর। আমরা দীক্ষিত হলাম পরম গুরুর মহামন্ত্রে—শ্রীগুরুর অপার করুণার প্রথম স্পর্শ আমাদের সম্মোহিত ক'রে দিলে—ধন্য ক'রে দিলে আমাদের পার্থিব জীবন।

এর পর প্রত্যক্ষ করেছি গুরুজীর অলৌকিক ক্ষমতা—তাঁর যোগবিভূতির বিরাট লীলা। যে সকল ঘটনা আমাদের চোখের সামনে ঘটেছে অন্যের কাছে তাহা গল্প বলে প্রতীয়মান হতে পারে, কিন্তু তা গল্প নয়—সত্য ও সুন্দর। সকল ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা থাকলেও বিশেষ বিশেষ কয়েকটিই উদ্ধৃত করলাম। কারণ এই সকল ঘটনাবলীর সংঘটন হয়েছে বহু বৎসর পূর্ব্বে—অতিরঞ্জিত হবার আশঙ্কা অমূলক নয় ; সেজন্য যেগুলি নির্ভুলভাবে স্মরণ আছে তাহাই প্রকাশ করছি। তারিখ বা সন কিছুই মনে নেই।

ধানবাদের কাছে হীরাপুর নামে একটি জায়গায় বাবাজী তখন ছিলেন। ভারী মজার ব্যাপার হল একদিন। তিনি বসে আছেন—আর ছোট ছেলেমেয়েরা তাঁকে ঘিরে রয়েছে। বাবা কারও চাদরে কারও দেহে গন্ধ করে দিচ্ছেন। আমার ইচ্ছা হল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি একটা সিল্কের চাদর থাকত তা হলে গন্ধ করে নিতাম। বাড়ী ফিরে এসে দেখি আমার পরণের কাপড়ে অপূর্ব্ব এক গন্ধ! বাবাজী আমার মনের কথা জেনে আমার কাপড়ে গন্ধ বিতরণ করে দিয়েছেন। তিনি অন্তর্য্যামী। আমরা যখন কুমারডুবীতে ছিলাম, তখন সকল গুরুভাই ও ভগিনীরা দল বেঁধে বাবাজীর দর্শনে যেতাম হীরাপুরে। ৺জগদীশদাদার বাড়ীতে বাবাজী তখন থাকতেন। এইভাবে সকলের সাথে আমিও একদিন বাবাজীর দর্শনে গিয়েছি। কিন্তু আমার শরীর খারাপ হওয়ায় আমাকে বাবাজীর দর্শন থেকে বঞ্চিত রেখে অন্য ঘরে পৃথকভাবে রাখা হয়। হঠাৎ দেখি বাবাজী সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "একা এখানে কেন?" আমার শরীরের অশুচিতার কথা বাবাজীকে বললাম। বাবাজী অনুমতি দিলেন। প্রণাম করে বাবাজীর অমৃতবাণী শুনে বাড়ী এলাম মনের হরষে। সবই বাবাজীর অসীম কৃপা ছাড়া আর কি!

বাবাজী যখন ধানবাদে যেতেন তখন আমরা কুমারডুবীতে বাবাজীকে কয়েকবার আনার সৌভাগ্যলাভ করি। বাবাজী বললেন, "আমার সহিত বহু শিষ্য যাইবে।" আমরা রাজী। বাবাজী টানা মোটরে আসবেন। ৪।৫ জন বাবাজীর সঙ্গে থাকবে, বাকি সকলে ট্রেণে আসবে। বাবাজীর ভোগ রান্না হল বেলা ১০টায়। আমরা অপেক্ষা করছি বাবার আগমনের জন্য। কিন্তু হা হতোস্মি! বেলা গড়িয়ে গেল ১১½ টায়। সকলেই বিমর্ষ, বাবাজীর দেখা নেই, শিষ্যদেরও কেউ আসে না। চোখের জলে বুক ভাসছে। হঠাৎ কিছু পরে দূরে একটা মোটরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আওয়াজ পাওয়া গেল। বাবাজী এলেন। বেলা হয়ে যাওয়াতে বাবাজী বললেন, "পথে মোটর খারাপ হয়েছিল, সেজন্য বিলম্ব হল। আমি ওদের বললাম, যদি নিয়ে যেতে পার ত বল, না হলে আমি নিজেই যাবার ব্যবস্থা করি, ওরা সব কান্নাকাটি করছে।" আমাদের ভ্রান্ত ধারণার কথা শুনে বাবাজী বললেন, "আমি যখন আসব বলেছি—নিশ্চয়ই আসব। চন্দ্র, সূর্য্য লয় হতে পারে, কিন্তু আমার কথা মিথ্যা হতে পারে না। যে কোন প্রকারে আমি আসতাম।" এই না হলে কি গুরু!

কুমারডুবী হতে ৺কল্যাণেশ্বরী মাতার মন্দির খুব বেশী দূর নয়। বাবাজী একবার আমাদের সঙ্গে সেই মন্দিরে আসেন। সে সময়ে একটি পলাশ ফুল বাবাজী হাতে নিয়ে আমাদের আব্দারে সুগন্ধপূর্ণ জাফরাণ তৈরী করে দেন। সেই জাফরাণে আমরা পলান্ন রান্না করি। সে সময় কতকগুলি সাদা পাথর থেকে বাবাজী মিছরী তৈরী করে খাওয়ালেন। বাবাজী পাথর থেকে মিছরী করেছিলেন লেন্সের সাহায্যে। বাবাজীকে আমরা আতর তৈরী করতে অনুরোধ করলাম। বাবাজী বললেন, "একটা খালি শিশি আন, ঐ শিশি কেউ নাড়িও না। শিশিটি টেবিলে রাখলেন। শিশিতে আতর ভর্ত্তি হতে লাগল। কিন্তু আমার স্বামীর অসাবধানতা বশতঃ শিশিটি পড়ে যায় এবং আতর তৈরীও বন্ধ থাকে। বাবাজী বললেন, "বাধা না পেলে শিশিটা ভর্ত্তি হয়ে যেত।" কি অপূর্ব্ব সুগন্ধ সেই আতরের।

কুমারডুবিতে গুরুভাইভগ্নীদের মধ্যে তখন আমিই ছিলাম ব্রাহ্মণকন্যা। সেজন্য বাবাজীর সুজী সিদ্ধ রুটীর ভোগ 'রান্নার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৌভাগ্য আমার উপরেই ন্যস্ত ছিল। আমার হাতে তৈরী সুজি রুটী বাবা খুব পছন্দ করতেন। একবার বাবাজীর আসা উপলক্ষে আমার কর্ত্তব্যের ডাক আসে। কিন্তু অসহ্য বেদনা সারা অঙ্গে—জ্বর এসেছে, মাথা তুলতে পারছি না। সকলেই মহা চিন্তিত। আমি বললাম, ভেব না তোমরা, বাবাজী এলেই তাঁর পায়ের ধূলা মাথায় দোব—জ্বর ছেড়ে যাবে। বাবাজী এলেন, আমি পায়ের ধূলা নিয়ে যেই উঠে দাঁড়িয়েছি, বাবাজী হেসে বললেন, "কি গো, সব অসুখ সেরে গেল ?" আশ্চর্য্য। আমি ত বাবাজীকে কিছু বলিনি, আমার মনের কথা তিনি কি করে জানলেন। তখন মনে হল বাবাজীর কাছে কিছু লুকোচুরি চলবে না—কোন কথা—সে মনের ভিতরের হোক বা বাইরের হোক না কেন, সবই তাঁর জানা আছে। এমন গুরুই যথার্থ গুরু ! আর এমন গুরুর আশ্রয় পাওয়ায় শিষ্যের জীবনও সার্থক।

আপন পুত্রকন্যাদের পিতামাতা স্নেহ করেন জানি, কিন্তু বাবাজী স্নেহ করতেন সকলকে—তাঁর শিষ্যশিষ্যাদের ত বটেই—তাদের ছেলেমেয়েদেরও নিজের ছেলেদের চেয়েও বেশী ভালবাসতেন। একদিন বাবাজী তখন কুমারডুবিতে। আহ্নিক সেরে এসে বললেন, "আমার হাতটা পুড়ে গেছে মোমবাতিতে।" আমরা আশ্চর্য্য হয়ে বললাম, সে কি, যিনি স্বয়ং ব্রহ্মা তাঁর হাত পুড়ল মোমবাতিতে। বাবা বললেন, "হ্যাঁগো, বিধুর ছেলেটার কলেরা হয়েছিল তাকে বাঁচাতে হল এইভাবে।" অদ্ভুত স্নেহ। এমনটি না হলে বাবা। আমরা ছেলেদের জন্য কতটুকু ভাবি—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কতটুকু কষ্ট স্বীকার করতে পারি! অথচ গুরুজীর অন্তর কত মহৎ, কত করুণাপরায়ণ তা ভাবলে নিজেদের প্রতি ধিক্কার আসে।

আমাদের দেখাদেখি কুমারডুবিতে অনেকে বাবাজীর শিষ্য হয়েছিলেন। সে সময়ে বীরেন বোস নামে একটি ছেলে ঐস্থানে চাকুরি করতে আসে। সে আমার স্বামীকে দাদা বলে ডাকত। আমার স্বামীও তাকে ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করতেন। এই ভাবে আমাদের সঙ্গে তার খুব ঘনিষ্ঠতা হয়। আমার স্বামী তাকে আমাদের দলে ভিড়াবার চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু সে সব বুজরুকি বলে উড়িয়ে দিতে চাইত। সে একটু মাংস খেতে ভালবাসত। সেজন্য বলত দীক্ষা নিলে মাছ, মাংস, কিছুই খাওয়া যাবে না, এই অজুহাতে কাটিয়ে দিত। তারপর থেকে কয়েকদিন তার বাড়ীতে মুরগীর ঠ্যাং পড়তে আরম্ভ করল। অথচ সেদিন হয়ত তার বাড়ীতে মাংস হয়নি। এই ভাবে ক্রমশঃ তার মতি আসে বাবাজীর প্রতি। বাবাজীর আশ্রমে তার পর থেকে সে আমাদের সঙ্গে আসতে লাগল। বাবাজী তাকে দীক্ষা দেবেন ঠিক হল। ৺কাশীতে তার দীক্ষা হবে ৺অষ্টমী পূজার দিন। কিন্তু কাল রঙের ওপর তার বড় ঘৃণা। সে গোপনে আমার কাছ বললে, "বৌদি, দীক্ষার সময় যদি কাল কুমারী হয় তাহলে কিন্তু আমি প্রসাদ নিতে পারব না—তুমি বল যেন একটি সুন্দর কুমারী হয়।" আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, "আচ্ছা, বাবার দয়ায় তাই হবে।" তারপর দীক্ষার দিন ৺কাশীতে এসে বাবাজীর আশ্রমে বাবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দর্শনলাভের জন্য তাঁর ঘরে ঢুকতেই বাবা বললেন, "ওগো, বীরেনের জন্য একটি সুন্দর কুমারীর ব্যবস্থা করো, না হলে ওর প্রসাদ নিতে ঘেন্না করবে।" সেকথা বীরেন কুমারডুবিতে এসে বলে আমাদের। আমরা আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। কোথায় আমার কাণে কাণে কি কথা বীরেন বললে অথচ বাবাজী সব জানতে পারলেন। তিনি সত্যই অন্তর্য্যামী।

বাবার সাহচর্য্য যে কত সুন্দর, কত আনন্দের তা ভাষায় বোঝান যায় না। বাবাজীর সঙ্গে একবার আমরা কামাখ্যা মন্দির দর্শনে গিয়েছি। বাবাজী স্বপ্ন দেখেছিলেন আমরা বেতের ঘণ্ট ও পায়েস ভোগ দিচ্ছি। "আমার স্বপ্ন মিথ্যা হয় না বৌমাকে নিয়ে চলো।" উঁচু পাহাড়ে সকল সঙ্গী গুরুভাইয়েরা উঠতে উঠতে গলদঘর্ম্ম হয়ে যাচ্ছে। বাবাজী সঙ্গে সঙ্গে উঠে চলেছেন। আমার বড় ছেলে তখন মাত্র পাঁচ বছরের। সে তরতর করে উঠে চলেছে। বাবা বলছেন অনাথের ছেলে বাহাদুর বটে। এদিকে আমরা পিছিয়ে পড়েছি, ঘেমে একসার হয়ে গেছি। আমাদের অবস্থা দেখে বাবাজী দূরে নীল দিগন্ত হতে হাতছানি দিয়ে কাকে যেন ডাকলেন, অমনি কোথা হতে এক চাপড়া মেঘ এসে মুষলধারে বর্ষণ দিলে কিছুক্ষণ। আমরা শান্ত হলাম, ক্লান্ত দেহ ক্লেদযুক্ত হল বাবাজীর দয়ায়। পাহাড়ের ওপর উঠে সকলে কিন্তু পিপাসায় খুব কাতর হয়ে পড়ল। আমরা সংখ্যায় ৬০।৭০ জন গুরুভাই। অথচ বাবাজীর কুঁজোতে বড় জোর সের দুই জল আছে। সকলে আধ গ্লাস করে খেলে কুলোবে কি করে। বাবাজী পাণ্ডাদের টাকা দিলেন নীচে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মপুত্র থেকে জল আনবার জন্য আর আমাদের বললেন, "সকলে আধ গ্লাস করে খাও আমার কুঁজো থেকে এবং আমার জন্য কিছু রেখো।" আমরা ভাবলাম তা কি করে সম্ভব—কিন্তু অসম্ভব সম্ভব হল বাবার দয়ায়। সেই ছোট কুঁজো থেকে আমরা প্রত্যেকে জল খেলাম, অথচ দেখা গেল তখনও কুঁজোতে প্রায় ২ গ্লাস জল আছে। সে যে কি অপূর্ব্ব শক্তি বাবা দেখালেন—কি মহান্—একমাত্র অন্তর ছাড়া উপলব্ধির স্থান কোথায়। তারপর ডাঁশের মত মশার জ্বালায় টেকা যায় না। বাবাজী মশাগুলোকে ধরে একটা শিশিতে পুরে দিলেন। শিষ্যরা নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রা গেল। অপূর্ব্ব পুত্রস্নেহ।

একবার আমার শরীর খারাপ হওয়ায় বাবাজী আমার স্বামীকে বললেন, "বৌমাকে পুরী পাঠিয়ে দাও।" তাদের আর এক গুরুভাইয়ের কাছে রেখে আমি পুরীতে চলে যাই। পুরীতে বাবার কাছে থাকতাম আর ভোগ রান্না করতাম। বড় আনন্দে দিন কাটত। বাবাকে বললাম, খুব ভাল লাগছে। বাবা বললেন, "হ্যাঁগো, তোমাদের আনন্দ করে দিন কাটছে আর আমাকে তোমার ছেলেমেয়েদের ভুলিয়ে রাখতে হচ্ছে।" তখন বুঝিনি বাবাজীর কথার তাৎপর্য্য কি। পুরী থেকে বাড়ী ফিরে এসে দেখি আমার এক বৎসর বয়সের ছোট ছেলে আমায় চিনতেই পারে না—ডাকলে চেঁচিয়ে কাঁদতে থাকে। বাবাজী এমনি ভুলিয়ে রেখেছেন তাদের। পুরীতে থাকার সময় বাবাজী একটি পাথর শুধু হাতে দুলিয়ে হীরে তৈরী করেছিলেন। পরীক্ষায় জানা গিয়েছিল তার দাম ৭৫ হাজারেরও বেশী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের গুরুভাই কুঞ্জদাদা ১০০৮ কুমারী খাওয়ানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঐ হীরা তৈয়ারী করিয়েছিলেন বাবাজীকে দিয়ে। একবার কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আচ্ছা বাবা, যখন তখন আপনাকে ডাকলে আপনার কি রাগ হয়?" বাবা বললেন, "রাগ হবে কেন? যখন খুসী ডাকতে পার।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আমরা ফটোতে বা উদ্দেশ্যে প্রণাম করলে আপনি পান কি?" বাবা বললেন, "হ্যাঁ, প্রণাম করলে তা ঠিক গিয়ে পৌঁছায় এবং ফুল দিয়ে সাজালে অনেকটা ৺পূজার কাজ হয়।"

এইভাবে হাসি আনন্দের মধ্যে কুমারডুবিতে অনেক দিন কাটে। তারপর একদিন বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতন আমার স্বামীর চাকরী শেষ হয়ে যায়। অগত্যা আমাদের দেশের দিকে ফিরতে হয়। দেশ বারুইপুর, ২৪ পরগণা জেলায়। সেখানে আমার স্বামীর পৈতৃক বাটীর কিছু অংশে কোন রকমে দিন কাটাতে থাকি। এতদিন ছিলাম বিদেশে আত্মীয়-স্বজন থেকে অনেক দূরে। এখন এসে পড়লাম আত্মীয়ের মাঝে। প্রথমটা পেলাম সহানুভূতি, কিন্তু স্বার্থময় জগতে আঁতে ঘা পড়লেই মানুষের স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। ক্রমশঃ আমদের অস্তিত্ব বারুইপুরের বাটীর আর এক অংশীদার আমার ভাসুরের সংসারে কণ্টকপূর্ণ মনে হতে লাগল। তাঁদের সহানুভূতি ক্রমশঃ বিলীন হয়ে গিয়ে অত্যাচারের রূপ ধরল। তারপর গতানুগতিক বাঙালী সমাজের ধারানুযায়ী আরম্ভ হল বিবাদ ও ঈর্ষ্যা। একে পরিণত বয়সে চাকুরী যাওয়াতে মন ভেঙ্গে গেছে, তার ওপর এই নিদারুণ অশান্তির মধ্যে এবং দারিদ্র্যের কোপে পড়ে ছেলেমেয়েরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পর্য্যন্ত সকলেই একে একে রোগশয্যায় শায়িত হল। একদিন আমার বড় মেয়ের জ্বর এল খুব। ১০৫° পর্য্যন্ত। জ্বর কিছুতেই উপশম হয় না। বাবাজীকে স্মরণ ক'রে বললাম, ১৫ দিন হয়ে গেল জ্বর ছাড়ছে না—শেষে কি মেয়েটা বাঁচবে না। সেই দিন দুপুরে আমার বড় মেয়ে স্বপ্ন দেখল, বাবাজী একটা জবাফুলের মালা তার গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন, "এবার তোর জ্বর ছেড়ে যাবে।" তখন সে জেগে উঠে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "মা, আমার মালা কৈ?" আমি বললাম, "কিসের মালা?" সে বলল, "কেন, দাদামশাই যে বেশ বড় একটা জবাফুলের মালা আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন, "তোর জ্বর ছেড়ে যাবে এবারে একেবারে।" বাবার কৃপায় তার জ্বর সেদিন হতে বন্ধ হয়ে গেল। আর একদিনের ঘটনা—আমার স্বামী খেতে বসেছেন—আমার বড় মেয়ে তাঁকে খেতে দিয়ে আমাদের কাছে শুয়ে আছে—কারণ আমরা সকলেই অসুস্থ হয়ে পড়েছি। সে শুয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, আমার স্বামীর কখন খাওয়া হয়ে গেছে সে টের পায়নি। সে সময় আমার বড় মেয়ের গালে একটা চড় এসে পড়ল সজোরে ঘুমন্ত অবস্থায়—কে যেন তাকে বলছে, "ঘুমোচ্ছিস্ যে এঁটো নিবি না, তোর বাবার খাওয়া হয়ে গেছে।" সে চীৎকার করে উঠে বসল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "ব্যাপার কি?" সে বলল, "আমার গালটা জ্বালা করছে কেন?" দেখি সত্য সত্যই তার গালে পাঁচ আঙ্গুলের দাগ, বললাম, "এ দাদুর কাজ।"

বাবার লীলাময় খেলা আমরা কত যে দেখেছি তার সবগুলি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলতে গেলে একটা বিরাট গ্রন্থ হয়ে যায়। শিষ্যদের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম অনুরাগের পরিচয় আমরা পেয়েছি বহুবার তাঁর অলক্ষ্যে এবং নানাবিধ ছোটখাট ঘটনার মাধ্যমে। এ শুধু তাঁর চেষ্টা, শিষ্যদের বুঝিয়ে দেবার জন্য যে তিনি সর্ব্বশক্তিমান্—তাঁকে ত্যাগ করো না, তিনি আছেন আমাদের পিছনে। কোন অসত্যকে আশ্রয় করলেই তাঁর দৃষ্টি সেখানে পড়বে এবং তোমার শাস্তিবিধান তিনি করবেন। বারুইপুরে থাকাকালীন একটি ঘটনা আজও চোখের সামনে ভেসে বেড়ায়। সেটা যেমন ভয়াবহ তেমনই বেদনাদায়ক। এক সময় একটি মাছের কাঁটায় আমার বড় ছেলের হাত কেটে যায়। আইডিন বের করে তাহার হাতে লাগিয়ে ঘরের টেবিলের ওপর সেই শিশিটা রেখে দিই। আমার বড় মেয়ের তখন সর্দ্দি জ্বর হচ্ছে। সেই আইডিনটা একটা বাক্স-সিরাপের শিশিতে ভর্ত্তি ছিল। আমার মেয়ে ঘরে ঢুকে সন্ধ্যের সময় আলো না জ্বেলে সেটা বাক্স-সিরাপ মনে করে কতকটা হাতে ঢেলে খেয়ে ফেলল। খাবার সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে উঠল, "জ্বলে গেল, জ্বলে গেল!" আমি তাড়াতাড়ি উঠে এসে দেখি তার মুখ দিয়ে লালা গড়াচ্ছে—তার কথা কইবার শক্তি নেই, চোখ মুখ দিয়ে জল গড়িয়ে যাচ্ছে, তাকে ধরে রাখা যাচ্ছে না এত ছট্‌ফট্ করছে। তাড়াতাড়ি বাবাজীর খড়ম ধোয়া জল খানিকটা তার মুখে দিয়ে দিলাম। বাইরে থেকে কিছু পরে আমার স্বামী বাড়ী ফিরে এসে মেয়ের ঐ অবস্থা দেখে ডাক্তার আনতে ছুটলেন। ডাক্তার এসে বললেন, হাসপাতালে পাঠাতে হবে, কারণ সমস্ত গলা মুখ পুড়ে গেছে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি হয় কিছু বলা যায় না। কিন্তু ঐ পল্লীগ্রামে হাসপাতাল কোথায়, আনতে গেলে কলকাতায় আসতে হবে, তা-ও সময়সাপেক্ষ। অতএব ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে সে রাত্রি কাটালাম। পরের দিন ডাক্তার আবার এলেন। এবার কিন্তু দেখে বললেন, কোন ভয় নেই। পরে আমরা খবর পেলাম, বাবাজী সেদিনই বগুল আশ্রমে হঠাৎ রক্তবমি করতে আরম্ভ করেন। পরে বলেছিলেন, "আমি যদি গলা চিরে রক্তবমি না করতাম তা হলে অনাথের মেয়েটা বাঁচত না।" কোথায় বগুল আর কোথায় বারুইপুর। শুনে আশ্চর্য্য হয়ে শুধু ভাবতে থাকি আমরা কত ভাগ্যবান্ এমন গুরুর শিষ্য হয়ে।

এ ছাড়া দৈনন্দিন জীবনে কতবার যে প্রত্যক্ষ মৃত্যুর হাত থেকে আমরা অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছি বাবার কৃপায় তার ইয়ত্তা নেই। বারুইপুরে একদিন আমার স্বামী একটি বাক্স নামাবার সময় দেখেন একটি সাপ তার তলায় শুয়ে আছে ঠিক বুকের কাছে ফণা তুলে, সে যাত্রা রক্ষা পেয়ে যান। আর একবার বিক্ষিপ্ত মনে শিয়ালদহ ষ্টেশনের কাছে লাইনের ওপর দিয়া যাবার সময় পিছনে একটি ইঞ্জিন এসে পড়ে। তখন আমার স্বামীর মনে হয় কে যেন তাঁহার হাত ধরে খুব জোরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে লাইনের এক পাশে। এ সব অসম্ভব ব্যাপার আর কার দ্বারা সম্ভব ?

আর একটি ঘটনা ঘটে বারুইপুরে থাকার সময়। একবার আমার ছোট ছেলেটিকে হাতে কি কামরায়, মনে হল সাপ। আমি তখন বাবার চরণামৃত তাকে খাইয়ে ও হাতে লাগিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেই। ওঝা ডাকা হল। সে বলল ১৫ মিঃ হয়ে গেছে, সাপ কামড়ালে ছেলে অজ্ঞান হয়ে যেত। অবশ্য ছেলের কিছু হল না। তারপর কয়েকদিন পরে ভবানীপুরে বাবাজীর দর্শন আশায় আশ্রমে যাই। বাবাকে ব্যাপারটা খুলে বলি। বাবা শুনে বললেন, "হ্যাঁগো, তোমার ছেলের ঐ সময় সর্পাঘাতের কথা ছিল—তোমার ছেলে বিশ্বম্ভর গো বাপু"—বলে একটু হাসলেন। বোঝা গেল সবই বাবার কৃপা।

বারুইপুরে আমাদের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হতে থাকে। আমার স্বামীর চাকরী নেই—তাঁর এক বোন উন্মাদ হয়ে গেছে এক বড় ভাই কোন এক ব্যাপারে জড়িয়ে জেলে যান। আমরা ক্রমাগত অসুখে ভুগতে থাকি। মনের শান্তি নষ্ট হয়ে যায়। তখন বাবাজীকে কেবলই বলতাম, "বাবা উদ্ধার কর।" বাবাজীর সঙ্গে মাঝে মাঝে কলকাতায় দেখা করতে আসলে জিজ্ঞাসা করতাম, "আর কতদিন ওখানে থাকতে হবে?" বাবা বলতেন, "আরো কিছুদিন।" কুমারডুবিতে আমার স্বামীর চাকরী যাবার আগে বাবা একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "অনাথ কত মাইনে পায়?" তারপর বাবাকে এই সব ঘটনা বলাতে তিনি বলেন, "আমি জানতাম তোমাদের জীবনে এই সব ঘটনা ঘটবে—আগে তোমাদের বললে তোমরা পাগল হয়ে যেতে।" বোধ হয় বাবাজী সেইজন্যই আমার স্বামীর মাইনে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। বাবাজী অন্তর্যামী, তাই বিপদের কথা জেনেও কিছু বলেন নি—এবং সেই সব বিপদের মুখে আমাদের বারবার রক্ষা করে গেছেন। কি মহান আত্মা—কি পরম সৌভাগ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের যে আমরা অত বড় এক মহাপুরুষের কৃপা পেয়েছি।

তারপর বাবার দয়ায় কোন রকমে বারুইপুরের নাগপাশ হতে রক্ষা পেয়ে বালিগঞ্জে চলে আসি। বালিগঞ্জে এক কবিরাজের বাড়ী ভাড়াটে হয়ে আসি। সেখানে একদিন আমার বড় মেয়েকে আমার স্বামী কোন কারণে বকাবকি করেন। তাতে তার দুঃখ হয়। সন্ধ্যেবেলায় জানলার কাছে সে দাঁড়িয়ে আছে মুখখানা রাগে দুঃখে গম্ভীর কবে। হঠাৎ সামনের দেওয়ালের টাঙানো বাবাজীর ফটোটা দুলে উঠল—আর বিদ্যুতের মত চক্‌চক্ করে আলো হয়ে উঠল। সেই দেখে মেয়েটা ভয় পেয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "মা ও রকম হচ্ছে কেন?" আমি বললাম, "অত রাগ করো না—দেখনা দাদু এসেছেন, প্রণাম কর।" এর পর একদিন ভবানীপুরে বাবাজীর আশ্রমে যাই। আমার বড় মেয়ে আমার সঙ্গে ছিল। বাবাজী আমার মেয়েকে দেখে হাসতে হাসতে বলেন, "কি রাগ গো, মুখটা ফুলে এত বড় হয়েছে।" আমার মেয়ে বললে, "কখন?" বাবা বললেন, "কেন। জানলার কাছে দাঁড়িয়েছিলি মনে নেই—আবার ভয় আছে মেয়ের, ফটো দেখে ভয় পাওনি?" তখন সমবেত সকলে খুব হাসতে থাকে।

রূপনারায়ণ নন্দন লেনে থাকতে বাবা ঠাকুর শ্রীশ্রীকৃষ্ণের গায়ের গন্ধ এনেছিলেন – আমরা তা দেখেছি—সে যে কি অপূর্ব্ব গন্ধ তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। একবার আমার বাড়ীতে ঠাকুর ঘর পরিষ্কার করবার সময় আমার বড় মেয়ে অজ্ঞাতসারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবাজীর একখানি ফটো ছাদের ওপর রোদে রেখেছিল। পরে দেখা গেছে ফটোর কাচের ভেতর বিন্দু বিন্দু ঘাম হয়ে গেছে। আমি সেই দেখে বলি, "কি করেছিস্—বাবাজীর রোদ লেগেছে, দেখ্ ঘামে সর্ব্বাঙ্গ ভিজে গেছে।" আমার বড় ছেলে সত্যেন একদিন ছাদে গিয়েছিল সন্ধ্যার সময়। আমি তখন নীচে ছিলাম। হঠাৎ দুটো বিড়ালের ঝগড়া দেখে খুব ভয় পেয়ে যাই এবং ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়ি। সেই সময় ছাদে আমার ছেলেকে কে যেন বললেন, "নীচে যা, তোর মা ভয় পেয়েছে।" আমার ছেলে তাড়াতাড়ি নীচে এসে দেখে সত্যিই আমি ভয় পেয়েছি খুব। এ সব বাবাজীর লীলা ছাড়া আর কি হতে পারে! এ ঘটনা বাবাজীর তিরোধানের পর।

তখন ১৯৪৭ সাল ডিসেম্বর মাস। আমার স্বামী চাকরী করতেন একটি কলেজে। হঠাৎ একবার তাঁর জ্বর হয়। নিজে গিয়ে ডাক্তারখানা হতে ওষুধ নিয়ে আসেন। জ্বর গায়ে কলেজে যান, বাড়ী ফিরতে রাত হয়। জ্বর ভোগকালে ক্রমশঃ তাঁর অবস্থা খারাপের দিকে যেতে থাকে। ডাক্তার রোগের কারণ নির্ণয় করতে পারেন না। লক্ষ লক্ষ পেনিসিলিন, ষ্ট্রেপটো-মাইসিন দিলেন—কিছুতেই কিছু হয় না। রোগী অচেতন। প্রায় মাসাবধি এরূপ অচেতন অবস্থায় ক্রমশঃ তাঁর হাত পা ফুলতে থাকে। হিক্কা আরম্ভ হয়। মলমূত্রত্যাগ বন্ধ হয়ে যায়, মুখ দিয়া আহার বন্ধ। বড় ডাক্তার দেখান হয়, তাতে জ্ঞান একটু ফিরে আসে, কখনও আবার হারিয়ে যায়। এরূপ অবস্থায় আমাদের সহায় সম্বলস্বরূপ দ্বিতীয় পুরুষ মানুষ কেউ নেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একমাত্র বড় ছেলে সত্যেন—সেও তখন নিতান্ত ছোট। এ মত অবস্থায় অগতির গতি বাবাজী ছাড়া আমাদের আর নির্ভরতা কোথায়! তাই দিনরাত বাবাকে ডাকি। ডাক্তার আসেন এবং টাকা নিয়ে চলে যাবার পর রোগীর মুখ দিয়ে অচেতন অবস্থায় কথা বাহির হয়, "সমস্ত টাকা চেকে দিবে—নগদ্ দিবে না, বিপদে ধৈর্য্য ধরিবে, গুরুকে নির্ভর করিবে, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখিও, শত্রুকে ক্ষমা করিবে।" তারপর ক্রমশঃ রোগীর সঙ্গীন অবস্থা উপনীত হয়। আমার স্বামীকে অক্সিজেন দেবার প্রয়োজন হয়। রোগীর নাভিশ্বাস দেখা গিয়াছে। আমরা বাবাজীকে ডাকতে থাকি। ডাক্তার ঐ সময়ে আমাদের আর্থিক অনটনের অনুমান করে সেই রাত্রে অক্সিজনের জন্য অগ্রিম টাকা চান, কিন্তু আমরা পরের দিন টাকা দিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও তিনি ঐ অবস্থায় রোগীকে অক্সিজেন না দিয়ে অন্য ডাক্তার ডাকতে বলেন এবং রোগীর সমস্ত দায়িত্ব ছেড়ে দেন। আমরা তখন চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি। কোন মতে পাড়ার আর একটি ডাক্তারকে ডাকা হয়। তিনি সব শুনে রোগীকে পরীক্ষা করে যান। সে রাত্রি কোন রকমে কাটে। তার পরদিন সকালে আমাদের বাড়ীর দরজায় এক দাড়িওয়ালা সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হয়। ভিক্ষুকবেশী সন্ন্যাসী ভিক্ষা চান, আমার ছোট মেয়ে ভিক্ষা দিতে যাইয়া বলে, "বাড়ীতে বড় অসুখ বাবা"—ভিক্ষুক জিজ্ঞাসা করেন, "কার অসুখ।" মেয়েটি বলে, "বাবার বড় অসুখ।" ভিক্ষুক বলেন, "আমি ব্রাহ্মণ, আমি বলছি তোমার বাবার অসুখ সেরে যাবে—আমার কথা মিথ্যা হয় না,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি কি এমনই এসেছি, দায়ে পড়ে এসেছি।" এই কথা বলে ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী ভিক্ষা নিয়ে অন্তর্হিত হলেন। এই ঘটনার পর হতে আমার স্বামী আশ্চর্য্যজনক ভাবে মরণের মুখ হতে ফিরে আসেন, ক্রমশঃ আরোগ্য হয়ে সুস্থ হয়ে ওঠেন। অবশ্য তাঁর রোগমুক্ত হতে বছর খানেকের বেশী সময় লেগেছিল। তারপর আমার স্বামী আরোগ্য হবার মুখে একদিন স্বপ্ন দেখেন, আমাদের গুরুভাই ৺জগদীশদাদা, ৺নরেনদাদা (মিত্র), ৺ষষ্টিদাদা (ধীরেনের বড় ভাই) তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করছেন, "কেমন আছ।" আমার স্বামী বলেন, "বড় অসুখ করেছিল—বেঁচে গেলুম, কিন্তু গেলেই ভাল হত, আর বেঁচে কি হবে।" তাঁরা উত্তর দেন, "কেন! এই ত সেদিন শ্রীশ্রীজ্যেঠাগুরুদেব এসে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করে গেলেন যে তুমি সেরে যাবে এবং আরো দশ বছর বাঁচবে, তবে দশ বছর পর আবার তোমার এরূপ অসুখ করবে এবং তখন তুমি আসবে আমাদের কাছে—তবে তুমি আর ট্রামে বাসে উঠ না। উঠলেই অপঘাত মৃত্যু, তোমার আর চাকরী করতে হবে না।" কাজেই শুধু বাবা নন্, তাঁর গুরুভাইয়েরা পর্য্যন্ত বাবাজীর শিষ্যদের জন্য যে কত চিন্তা করেন, তাদের ভালমন্দ ভাবেন, এ সব ঘটনা তার সামান্য নিদর্শন মাত্র। এইভাবে তাঁরা জগতের প্রতিটি জীবের মঙ্গলের জন্য সাধনা করে যাচ্ছেন, আশ্চর্য্য হয়ে যাই তাঁদের ব্যাপার দেখে, স্তম্ভিত হয়ে যাই তাঁদের যৌগিক ক্রিয়াকলাপে, মুগ্ধ হয়ে যাই পরম নিয়ামকের বিধান উপলব্ধি করে।

এর পরের ঘটনাটি আরও অপরূপ। হয়তো অবিশ্বাস্য বলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনে হবে প্রথমতঃ। কিন্তু এ কথা মিথ্যা নয়—চিরন্তন সত্য। আমার স্বামী ক্রমশঃ আরোগ্য হতে লাগলেন, কিন্তু কাজকর্ম্ম করার শক্তি তাঁর আর রইল না, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হতে লাগল, শ্রবণশক্তি অন্তর্হিত হতে লাগল। কাজেই এ মত অবস্থায় আমাদের সাংসারিক অনটন হতে লাগল। আমার বাড়ীতে একমাত্র বড় ছেলে সবে চাকুরীতে ঢুকেছে, কতই বা মাইনে পায় তখন। ছোট ছেলে পড়ছে, ছোট মেয়ে ফিফ্‌থ ইয়ার এম. এ. পড়ে। আমার বড় ছেলে কয়েকটি টিউশনি করে আর চাকরী করে। এইভাবে কোন মতে রোগীর পথ্য, ওষুধ এবং সংসারের দিন গুজরান হয় বাবাজীর কৃপায়। একদিন আমি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করি আমাদের বাড়ীর দু'খানা ঘর ভাড়া দিলে কিছুটা আয়ের সংস্থান হয়ত হতে পারে। কিন্তু ভাড়াটে আসে কৈ? হঠাৎ এক রাত্রে আমার ছোট মেয়ে স্বপ্ন দেখে দুইজন ভদ্রমহিলা আমাদের বাড়ী বেড়াতে এসেছেন। একজন মাঝা বয়সি আর একজন বৃদ্ধা। তাঁরা আমার মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা ঘর ভাড়া দেবে।" আমার মেয়ে উত্তরে বললে, "ভাল লোক হলে দেওয়া যায়।" তাঁরা বললেন, "একজন আসতে চায়, তবে আমরা চলি।" আমার মেয়ে তাঁদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে তাঁরা বললেন, "আমরা ৺কাশী থেকে আসছি, আমি বিশ্বনাথ আর ইনি অন্নপূর্ণা"। আমার মেয়ে তাঁদের প্রণাম করে। তাঁরা চলে যান। তারপর আমাদের বাড়ীতে ভাড়াটে আসে। তাই ভাবি আমাদের দেখাশুনা করবার ও আমাদের জন্য ভাববার জন্য যদি স্বয়ং বিশ্বনাথ আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্নপূর্ণা থাকেন তবে আমাদের ভাবনার কি আছে। যাঁদের ভাবনা তাঁরাই ভাববেন। সেই জগদ্‌গুরুর কৃপা আমরা পাচ্ছি, তবু পরিপূর্ণ ভাবে মন প্রাণ ঢেলে দিতে পারি না তাঁর চরণে। হে দয়াল প্রভু তুমি ক্ষমা করো।

বাবার জীবদ্দশায় বাবার শরীরের মধ্যে স্ফটিক লক্ষ্য করেছি। বাবাজী আমাদের সামনে তা দেখিয়েছেন এবং আমরা অনুভব করেছি তার অপরূপ গন্ধ। বাবাজী একবার তাঁর হাতের ভিতর থেকে একটি স্ফটিক বাহির করে আমাকে দেন, আমি সেটি এখনও ধারণ করে আছি।

আমাদের বাড়ীতে পূজার জন্য তিন তলায় একটি চিলের কোঠা আছে। সেখানে আমার এবং আমার স্বামীর এক সঙ্গে আহ্নিক করা বড় অসুবিধা হওয়াতে দোতলায় একটি চাতালের ওপর ইট দিয়ে ঘিরে নিয়েছিলাম। একদিন রাত্রে আমার ছোট মেয়ে স্বপ্ন দেখে যে বাবাজী এসেছেন আর বলছেন, "তোর মা যে ঘরটা করলো, সেটা এত ছোট করলে যে তোর মা-ই বা কোথায় বসে আর আমিই বা কোথায় বসি। আমার বসবার জন্য অন্ততঃ একশো হাত লম্বা আর একশো হাত চওড়া জায়গা চাই ত? তা যাক্‌গে—বেশ হয়েছে রে, ঘরটা এক হাত লম্বা আর এক হাত চওড়া হলেও হবে।" বাবার দেহরক্ষার পর বাবাজী এই স্বপ্ন দিয়েছেন।

আমার ছোট ছেলেটি পাশ করে বসেছিল, দু বছর কোথাও চাকরী জুটছিল না অনেক চেষ্টা করেও। বাড়ীতে তাকে সকলেই বকাবকি করত। সে মনের দুঃখে বাবাজীকে প্রণাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে বলে, "দাদু, একটা চাকরী করে দাও।" তারপর একদিন সে রাত্রে স্বপ্ন দেখে বাবাজী তাকে বলছেন, "আর এক মাসের মধ্যে তোর চাকরী হবে।" হয়েও ছিল তাই। সে তখন চাকরী নিয়ে সিনিতে যায়। সেখানে বন জঙ্গল পাহাড়ে ঘেরা এক জায়গায় সঙ্গিহীন হয়ে থাকতে হত তাকে। একদিন ঝড় জল হয়ে বজ্রাঘাত হতে থাকে। সে ভয় পেয়ে বাবাজীকে ডাকতে থাকে। তখন বাবাজী এসে গন্ধ দিয়ে জানিয়ে যান যে তিনি তার কাছেই আছেন, কোন ভয় নেই।

একবার ৺কাশীতে গিয়েছিলাম ৺শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে। আসবার দিন বেলা দুইটার সময় গাড়ী, অথচ এগারটার সময় অবিশ্রান্ত বৃষ্টি আরম্ভ হল। থামবার নাম নেই। বাবাকে বললাম, "কি উপায় হবে বাবা!" বাবাজী বললেন, "তা আমি কি করব বল।" বেলা দেড়টার সময় হঠাৎ বৃষ্টি ধরে গিয়ে রোদ উঠল। বাবাকে জিজ্ঞাসা করাতে বললেন, "কি করি বল, না থামালে যে তোমরা যেতে পারছ না, কাজেই থামাতে হলো গো বাপু।"

আমার ছোট মেয়েটি এখন আসানসোলে প্রফেসরি করছে। সে মাঝে মাঝে এখনও অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখে। একবার স্বপ্ন দেখল একটি পাথরের মূর্ত্তি চোখ দিয়ে ডাকছে। সে কাছে গেল। পাথরের মূর্ত্তিটি তাকে বসতে বললেন কাছে। সে দেখল মূর্ত্তিটি আর কেউ নয়, বাবাজী স্বয়ং। সে ধূপ জ্বালিয়ে দিল এবং প্রণাম করল। বাবাজী তাকে বললেন, "আমি এমনি করেই ডাকি, তোর মাকেও ৺কাশীতে ডেকেছিলাম। ওরা ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বোঝে না। যখন পান খাবার ইচ্ছে হয়, বোঝাতে পারি না— তাই দুই একবার ইসারা করে জানাই, কিন্তু কি চাইছি ওরা বুঝতে পারে না।" তারপর সে অনেক গল্প করল। সে এই স্বপ্নের কথা বলাতে মনে পড়ল এক সময়ের ঘটনা। কয়েকদিন পূর্ব্বে আমি আমার বড় ছেলের সঙ্গে ৺কাশীর আশ্রমে যাই। সেখানে আমাদের এক গুরুভাই মিহিরদাদার ভগিনীও গিয়েছিলেন। আমরা সন্ধ্যার সময় বাবাজীর মন্দিরে আরতি দেখছি। আরতি করছিলেন ব্রহ্মপদ দাদা। হঠাৎ আমার বড় ছেলে বলে উঠল —"মা, দাদুর গোঁফের কাছে নড়ে উঠল যেন? মনে হতে হল ঝাড়া দিলেন ডান হাতটা।" মিহিরদাদার ভগিনীও তাই বললেন। তখন বুঝতে পারিনি বাবার ইঙ্গিত। এখন ছোট মেয়ের এই স্বপ্নের কথা শুনে বাবাজীর ইঙ্গিতের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারছি। এত সহজভাবে তিনি জানিয়ে যান তাঁর অস্তিত্ব আমাদের কাছে অথচ আমরা এত অজ্ঞ যে এই সহজ সত্যকেও চিনতে পারি না। দেহরক্ষার পরও বাবাজীর উপস্থিতি আমরা জেনেও নিঃসংশয় হতে পারি না, এতই সন্দিগ্ধ আমাদের মন— এতই অপরিস্ফুট আমাদের চিন্তাধারা।

আমার বড় মেয়েকে বাবা খুব স্নেহ করতেন, কারণ সে খুব সরল ছিল এবং বাবার ওপর তার খুব বিশ্বাস ছিল। যখন কোন বিষয়ে কেউ তাকে বকাবকি করত তখন তার নালিশ হত বাবাজীর কাছে। একবার এই রকম বকুনি খেয়ে সে ঠাকুর ঘরে গিয়ে বাবার ফটোখানা ঠুকে উল্টে দিয়ে যেমনি সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে যাবে কে যেন তাকে ঠেলে নীচে ফেলে দিলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা শব্দ শুনে তাকে গিয়ে ধরে তুলি, তার কোমরে খুব কালশিটে পড়ে যায়। তাকে জিজ্ঞাসা করাতে বললে, "আমি ফটোটা ঠুকে দিয়েছিলাম, সেজন্য বোধ হয় দাদু আমাকে পিছন থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছেন।"

তার বিয়ের পর তার একটি ছেলের বয়স তখন দুই বৎসর। একদিন সন্ধ্যায় যখন তাকে খেতে দেওয়া হয় তখন সে রুটী ও দুধ খেতে খেতে নিজ মনে বলতে থাকে, "কুমারী মা লবডঙ্গা।" বলে বুড়ো আঙ্গুল দেখালে। তখন আমরা বুঝিনি, কিন্তু তার পরদিন আমরা কুমারী ভোজন করাবার ব্যবস্থা করে যখন কুমারী মায়ের বাড়ী ডাকতে যাই তখন দেখা গেল যাদের বাড়ীর কুমারী মাকে প্রায়ই ভোজন করান হত তারা তিন চার দিন আগে চলে গেছে। তাদের বাড়ী তিন চারিটি কুমারী ছিলেন। শেষে অবশ্য অনেক খোঁজাখুজির পর আমরা দুটি কুমারী পাই।

আর একদিন খেতে বসে হঠাৎ বলতে লাগল, "আম দিয়ে খাওয়ালে ভাল হয়।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কাকে? তোমাকে?" সে বললে, "না, কুমারী মাকে।" আমি বলিলাম, "এখন অসময়ে আম পাওয়া যাবে কি?" সে বললে, "হ্যাঁ, পাওয়া যাবে।" জিজ্ঞাসা করলাম, "কয়জন কুমারী করতে হবে?" সে একটি আঙ্গুল দেখিয়ে বলে, "মাত্র একটি।" তখন সে অক্ষর চেনে না, ভাল করে কথা ফোটেনি মুখে। কাজেই এই সব ঘটনা থেকে অনুমান হয় যেন সবই বাবার নির্দ্দেশ।

আর একবার আমার বড় মেয়ের একটি মেয়ে হয়। কিন্তু মেয়েটি ক্রমশঃ শুকিয়ে যেতে থাকে। তার বয়স তিন মাস।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেক ডাক্তার দেখান হয়। কিছুই হয় না। একদিন রাত্রে আমার ছোট মেয়ে স্বপ্ন দেখে যে বাবা ঐ বাচ্চাটার পেট টিপে দিয়ে বললেন, "না, হলো না পুনর্জন্ম।" তারপর মেয়েটি মারা যায় এবং যেদিন মারা যায় ঠিক তার এক বৎসরের মধ্যে তার মৃত্যু দিনের আগের দিন আমার বড় মেয়ের আর একটি মেয়ে হয় আট মাসে ও আঠাশ দিনের মাথায়। এ সকল ঘটনা বাবার তিরোধানের পর ঘটে।

এইভাবে নানা ঘটনার মাধ্যমে বাবাজীর জীবদ্দশায় এবং দেহত্যাগের পরও আমরা দয়াল ঠাকুরের লীলার পরিচয় পেয়ে আসছি। এখন বুঝি যে বাবাজী সশরীরে বর্ত্তমান না থাকলেও অন্তরিক্ষে আমাদের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করছেন, কোন ফাঁকি তাঁর কাছে নেই, কোন মিথ্যা দুরভিসন্ধি তাঁর প্রশ্রয় পায় না, ন্যায় দণ্ড হাতে করে বিচারক বসে আছেন। মহানুভব হৃদয়ের যে পরশ আমরা পেয়েছি তার এক কণা দিয়েও বাবাজীকে যদি ভালবাসতাম তাহলে আমাদের কৃতকর্মের সমূহ পাপের বোঝা কিছুটা কমে যেত। এত প্রমাণ, এত নিদর্শন সত্ত্বেও আমাদের অশান্ত মূঢ় চিত্তকে সংশয়হীন করে তুলতে আমরা পারলাম না—মহাপাপী নরাধম আমরা, হৃদয়ের অনুশোচনা থেকে মুক্ত হবার উপায় কি প্রভু! শুধু চাই এতটুকু ক্ষমা। তোমার শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম জানিয়ে প্রার্থনা করি—হে গুরু, এ পার্থিব জীবনের অবসান হলে তোমার কোলে একটু স্থান দিও। জয় গুরু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনের কথা

রায় সাহেব শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, কবিরত্ন, এম-এ

বিজ্ঞানবলে মানুষ তাহার জ্ঞানের পরিধি অতি বিস্ময়কররূপে দূর-প্রসারিত করিয়াছে এবং করিতেছে। বিশ্বপ্রকৃতি মানুষের বিজ্ঞান-নেত্রের কাছে নিজের অনেক সুগুপ্ত রূপ ও রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং তাহার জ্ঞানপ্রদীপ্ত ক্রিয়াশক্তির কাছে নিজের দুর্দমনীয় শক্তি অনেক ক্ষেত্রে পরাভূত দেখিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের এত সুদূরস্পর্শী ও সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞান সত্ত্বেও নিজ সম্বন্ধে একাল পর্য্যন্ত নিতান্তই অজ্ঞ রহিয়া গিয়াছেন।

মানুষের সত্তার প্রধান ভাগ হইতেছে দুইটি :—দেহ আর মন। ইহা সকলেরই স্বীকৃত। তৃতীয় একটি বৃহৎ ভাগ হইতেছে আত্মা, যাহার অস্তিত্ব সকল বৈজ্ঞানিক স্বীকার করেন না। পাশ্চাত্য দেশে কোনও কোনও দার্শনিকও উহাকে মন হইতে অভিন্ন বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। সে যাহা হউক, দেহের নানা উপাদান এবং তাহাদের স্বরূপ ও ক্রিয়া সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ বহু তথ্য আবিষ্কার করিয়া থাকিলেও, দেহের সকল রহস্য এখনও উদ্‌ঘাটিত হয় নাই; প্রাণতত্ত্ব এখনও অন্ধকারাবৃত। আর মন যে কি বস্তু তাহা এখনও সকলের অবিদিত। অথচ মনই মানুষের বড় সম্পদ। তাহার মনন-শক্তিই তাহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবজগতের শীর্ষে স্থাপন করিয়াছে। মনের উৎপত্তি, স্থিতি এবং দেহের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধের স্বরূপ ইত্যাদি বিষয়ে সন্তোষজনক কোনও সমাধান বৈজ্ঞানিকগণ এ পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই। দেহ-তত্ত্ববিৎ মস্তিষ্কের সঙ্গে মনের একটা নিবিড় সম্বন্ধ আছে—এই পর্য্যন্ত বুঝিয়াছেন, কিন্তু তাহার প্রকার নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই। মানুষের মন অসীম ও নিরঙ্কুশ। শ্রুতি বলিয়াছেন, অনন্তং বৈ মনঃ। মস্তিষ্ক সান্ত ও নানা শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। উভয়ের মধ্যে কার্য্যকারণভাব কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? অর্থাৎ মন মস্তিষ্কের ক্রিয়ার ফল ইহা হইতেই পারে না। তদ্ভিন্ন মস্তিষ্কের উদ্ভবের পূর্ব্বেও মন থাকে এবং মস্তিষ্কের বিলয়ের পরেও থাকে ইহারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

পাশ্চাত্য দেশে বৈজ্ঞানিকগণের চেষ্টার বাহিরেও মনের স্বরূপ ও ক্রিয়া সম্বন্ধে নানা সূত্রে নানাদিক হইতে গবেষণা বহুকাল যাবৎ চলিতেছে। ষাট সত্তর বৎসর পূর্ব্বে মানসিক ব্যাধির জনৈক প্রতিভাবান চিকিৎসক আবিষ্কার করেন যে, মানুষের সচেতন মনের পশ্চাতে তাহার উপর প্রভাবসম্পন্ন এক অচেতন মন আছে। ইনি বিশ্ববিখ্যাত ফ্রয়েড (Freud)। ইঁহার মতে স্ত্রী-পুরুষের অবদমিত যৌনবাসনা ঐখানে লুক্কায়িত থাকিয়া—চেতন মনে এবং দেহেও নানা বিপর্য্যয় ঘটায়। ফ্রয়েড যৌন বাসনাটিকেই বিশেষ করিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহার শিষ্য অ্যাড্‌লার (Adler) ভিন্নমত হইয়া উহার স্থলে প্রভুত্ব বা ক্ষমতা বিস্তারের অতৃপ্ত ও অতর্পণীয় আকাঙ্ক্ষাকে স্থাপন করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়াছেন যে, যৌনবাসনাও শেষোক্ত বাসনার প্রকারবিশেষ, এবং একটু বিসদৃশ মনে হইলেও স্ত্রীরোগীর পক্ষেও ইহা সত্য। সে অত্যাচরিত হইয়াই প্রভুত্বলাভ করিতে চায়। অ্যাড্‌লার superiority complex এবং inferiority complex (গরিমাগ্রন্থি ও হীনতাগ্রন্থি) নামে মনের দুইটি বিকারাবস্থাও আবিষ্কার করিয়াছেন। এই দুইটি কথা ইদানীং সকল দেশেই খুব প্রচলিত এবং ইহাদের সত্যতাও স্বীকৃত হইয়াছে। সে যাহা হউক, এই লাইনে জুং (Jung) প্রভৃতি নামধেয় আরও গবেষক আছেন। ইহাদের গবেষণা প্রণালীর নাম psycho-analysis অর্থাৎ মনোবিশ্লেষণ। ইঁহারা সকলে চিকিৎসক, ঠিক বৈজ্ঞানিক নহেন।

মনের ঐ অন্ধ তমসাচ্ছন্ন প্রদেশকে কেহ অচেতন (unconscious) মন, কেহ অবচেতন (subconscious) মন, কেহ নিম্নস্থ বা দেহলী-নিম্নস্থ (subliminal) মন এই সংজ্ঞা দিয়াছেন।

প্রবল সচেতন মনের দুর্ব্বল সচেতন মনের উপর প্রভাব বিস্তারের দ্বারাও রোগের চিকিৎসার চেষ্টা হইয়াছে। ফ্রয়েড্‌ প্রথমে তাহাই করিতেন। ইহার নাম hypnotism সম্মোহন বিদ্যা। ইহার খেলাও অনেক স্থানে দেখান হয়। মনের এইরূপ ক্রিয়াকারিতাও বৈজ্ঞানিকের বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করিয়া দেয়।

আরও আছে। বিনা তারে টেলিগ্রাফের ন্যায় এক মন দূরস্থ অন্য মনের সহিত যোগ স্থাপন করিয়া স্বগত চিন্তা সঞ্চার বা বক্তব্য জ্ঞাপন করিতে পারে। ইহা অনেক সময়ে জ্ঞাপকের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অজ্ঞাতসারে এবং ইচ্ছার সহযোগিতা ব্যতিরেকেও হইয়া যায়। টেলিগ্রাফের অনুকরণে এই ব্যাপারের নাম দেওয়া হইয়াছে টেলিপ্যাথি। ইহাও বৈজ্ঞানিকের পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাকে এ পর্য্যন্ত বিভ্রান্তই করিয়া আসিতেছে।

মৃত ব্যক্তির মনের সহিত যোগ স্থাপনের চেষ্টাও বহু বৎসর যাবৎ করা হইতেছে। ইহাকে স্পিরিচুয়ালিজম্ (spiritualism) বা আত্মবিদ্যা বলা হয়। (এখানে মনকে স্পিরিট বা আত্মা বলা হইয়া থাকে)। ইহাতে অনেক সময় একজন অনুভূতি-সম্পন্ন (sensitive) মধ্যবর্ত্তী (medium) আবশ্যক হয় বলিয়া স্থলে স্থলে প্রবঞ্চনাও ধরা পড়িয়াছে, কিন্তু সর্ব্বত্র নয়। ইহারই প্রকারবিশেষ প্ল্যানচেট (planchet) উইজা বোর্ড (ouija board) এবং অটো রাইটিং (auto writing)। শেষোক্ত প্রকারটিই এখন অধিক প্রচলিত। ইহাতে সংবাদগ্রাহক মৃত ব্যক্তি সম্বন্ধে ভাবস্থ হইয়া কাগজের উপরে কলম বা পেন্সিল ধরিয়া বসিয়া থাকেন। আহূত আত্মার মন সেই কলম বা পেন্সিস চালনা করিয়া স্বীয় বক্তব্য ব্যক্ত করে। এইরূপে লেখকের অজ্ঞাত ও অভাবিত বহু তথ্য ও সংবাদ পরিবেষিত হয়। তিনি সৎলোক হইলে এই ব্যাপারে প্রবঞ্চনার অবকাশ নাই। বৈজ্ঞানিকগণ ইহাকে আত্মবঞ্চনা বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন; অন্যেরা লেখকের অবচেতন মনের ক্রিয়া বলেন। কিন্তু তাহাও সব ক্ষেত্রে সুসঙ্গত মনে হয় না।

চল্লিশ বিয়াল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকার মধ্যভাগের কোনও এক ষ্টেটের এক স্বল্পশিক্ষিতা যুবতী পূর্ব্বোক্ত প্রকারে এক মৃত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মা হইতে তিন যুগের ইংরাজী ভাষার ভিন্ন ভিন্ন কায়দায় তিনখানি পুস্তক লিখিয়া লন। একখানি যিশুখৃষ্টের সমসাময়িক কালের কল্পিত ঘটনা সম্পর্কে উপন্যাস, একখানি মধ্যযুগের গল্প, তৃতীয়খানি ঊনবিংশ শতাব্দীর কাহিনী। ঐ সকল রচনাপদ্ধতি যুবতীর আয়ত্ত নয় এবং পুস্তকগুলিতে যে সকল সমসাময়িক অবস্থার চিত্র এবং ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিবরণ আছে তাহা তাঁহার জ্ঞানের সম্পূর্ণ বাহিরে। মৃত ব্যক্তিটি নিজের নাম বলিয়াছেন পেসেন্স ওয়ার্থ (Patience Worth), জন্ম ইংলণ্ডে ১৬৪৯ বা ১৬৯৭ অব্দে, মৃত্যু আমেরিকায় অসভ্য জাতির হস্তে। এতদধিক কিছু নিজ সম্বন্ধে প্রকাশ করেন নাই। তবে রচনার ভাষা যে স্বেচ্ছায় কৃত্রিম করা হইয়াছে ইহা স্বীকার করিয়াছেন। এই ব্যাপারটি আমেরিকায় ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে তৎকালে বেশ আন্দোলন উৎপন্ন করিয়াছিল। বিষয়টি এখনও মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে গবেষকের চিন্তার বিষয় হইয়া রহিয়াছে। ইহাতে ঐ যুবতীটির যে প্রবঞ্চনা কিছু নাই, ইহা প্রায় সকলের সম্মত। কেহ কেহ বলিতেছেন উহা তাঁহার অবচেতন মনেরই ক্রিয়া। এ মত গ্রহণেও অসুবিধা আছে, কেননা উহা মানিলে অবচেতন মনকে সর্ব্বজ্ঞ এবং তাহার সৃজনী শক্তিও অত্যাশ্চর্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

অটোরাইটিং-এর অনুশীলন আমাদের দেশেও ইদানীং খুব হইতেছে। ঐভাবে প্রাপ্ত সংবাদ পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হইয়াছে। তবে লেখকের প্রাপ্ত বার্ত্তা ও তত্ত্ব সকলও অবচেতন মনের কার্য্য কি না সেটি তর্কের বিষয়। তাহা হইলেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহু বিচিত্র কল্পনাশক্তি সম্পন্ন অবচেতন মন ত মানিয়া লইতেই হয়।

এই প্রকারের সকল ব্যাপার সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তথ্য নির্ণয়ের চেষ্টাও পাশ্চাত্য দেশে—বিশেষতঃ আমেরিকায় কোনও কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে হইতেছে। ইহাকে সাইকিক রিসার্চ (Psychic research) নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের গবেষণার ফলও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে এবং হইতেছে।

এ দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে মনস্তত্ত্বের বহু আলোচনা হইয়াছে। তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে নহে, দার্শনিক দৃষ্টিতে এবং ধর্ম্মসাধনার অঙ্গরূপে। হিন্দু দার্শনিকগণ মনকে কখনও স্বভাবত সচেতন বলেন নাই। তাঁহাদের মতে মন জড়ই; একমাত্র আত্মাই চৈতন্যময়, চৈতন্যই তাহার স্বরূপ। আত্মার সান্নিধ্য হইতে মনের যাহা উপাদান তাহা চেতনবৎ হইয়া উঠে এবং প্রয়োজনানুরূপ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান অহংবোধ, মনন, অনুসন্ধানাদি মনের সকল ক্রিয়া সম্পাদন করে।

পাশ্চাত্য দেশে এখন যাহা অবচেতন মন বলিয়া কথিত হইতেছে উহা এদেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই ইহ ও পূর্ব্ব জন্মলব্ধ সংস্কারসমষ্টি বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঐ সংস্কারসমষ্টি শুধু মানসিক বিকারের মূলীভূত অবদমিত যৌনবাসনা বা অতৃপ্ত ও গুপ্ত কর্ত্তৃত্বকামনা নয়, উহার বিষয় অগণ্য এবং উহা মানুষের সম্পূর্ণ স্বভাবই গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। হিন্দু দার্শনিকগণ মানুষের স্থূল অর্থাৎ দৃশ্যমান দেহের সহিত ওতপ্রোত সূক্ষ্মদেহ বা লিঙ্গদেহ নামে একটি দেহ স্বীকার করেন। মনের স্থান ঐ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূক্ষ্মদেহ যাহা স্থূলদেহপাতের সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয় না, অন্য দেহ আশ্রয় করিয়া পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করে। পূর্ব্বজন্মের অভিজ্ঞতা এ জন্মে স্মৃতিরূপে আসে না, সংস্কাররূপেই আসে। দুই এক বিরল ক্ষেত্রে ইহার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দেখা যায়। সাধনা দ্বারা অবশ্য জাতিস্মরতা অর্জ্জন করা যায়। সংস্কারসমূহ দেখা যায় না বলিয়া অ-দৃষ্ট; তাহাই দৈব, তাহাই ভাগ্য।

বাহ্য জগতের সঙ্গে আমাদের যাহা কিছু পরিচয় তাহা মন দ্বারাই হয়। মনের বাহিরে বস্তুর সত্তা সম্বন্ধে কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তিই নিঃসংশয় হইতে পারেন না। এজন্যই একশ্রেণীর বৌদ্ধ দার্শনিক বলিতেন, জগতে মনই আছে, আর কিছু নাই। গীতা যেমন শ্রীকৃষ্ণের বাণী, ঐরূপে বুদ্ধের বাণী বলিয়া সম্মানিত পালিগ্রন্থ ধম্মপদের প্রথম শ্লোকেই আছে—মনোপুব্বঙ্গমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া।" সকল বস্তুর গুণ (ধর্ম্ম) মন হইতে উৎপন্ন, মন উহাদের আশ্রয়, উহারা মন দ্বারাই গঠিত। কালক্রমে ঐ মত বিজ্ঞানবাদে পরিণত হয়, তাহার প্রকার এই যে, জগতে মন ছাড়া কিছু নাই। দার্শনিক যুক্তির প্রয়োজনে বিজ্ঞানবাদে মনের সার ও ব্যক্তিগত মনের আশ্রয়রূপে একটা ব্যাপক মনের কল্পনাও হইয়াছে—উহার আলয়বিজ্ঞান এই নাম দেওয়া হয়। উহাও মনই, ব্যক্তিগত মন উহার আংশিক প্রকাশ মাত্র। বৌদ্ধেরা আত্মা মানেন না, নিত্যও কিছু মানেন না। মন ও আলয়বিজ্ঞান দুই-ই তাঁহাদের মতে অনিত্য, কিন্তু জগৎকারণ। একটি গল্প আছে—দুইটি লোক (ছাত্রই হইবে) বায়ুতে আন্দোলিত একটি পতাকা দেখিয়া কি নড়িতেছে ইহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লইয়া তর্ক করিতে থাকে। একজন বলে, ধ্বজের কাপড় নড়িতেছে, অন্যে বলে, কাপড় কিরূপে নড়িবে? বায়ু নড়িতেছে। যখন তর্কের মীমাংসা হইল না তখন উভয়ে মঠাধ্যক্ষ বা অধ্যাপকের নিকট গিয়া সসম্ভ্রমে সমস্যাটি তাঁহাকে নিবেদন করিলে, তিনি দুজনকেই মূর্খতার জন্য সমুচিত তিরস্কার করিয়া বলিলেন, কি আর আছে যে নড়িবে? মন নড়িতেছিল।

বাহ্য জগতের যে বাস্তব সত্তা নাই, পাশ্চাত্য দেশে দার্শনিক বিশপ্ বার্কেলে (Bishop Berkeley—মৃত ১৭৫৩ খৃঃ) প্রথম প্রচার করেন।

ভারতীয় ঋষির মতে মনের প্রভাব অসীম। একখানি উপনিষদে আছে—মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধ-মোক্ষয়োঃ। মনই মানুষের বন্ধনের কারণ, মনই মুক্তির কারণ। মানুষের সংস্কার দ্বারা পরিচালিত হইয়া মন মানুষকে ভোগের পথে প্রবর্ত্তিত করে। এরূপে তাহা মানুষের এ-জন্মের বন্ধনের কারণ হইয়া ভবিষ্যতেও (পরজন্মে) বন্ধনের ব্যবস্থা করে। এই মনকে শায়েস্তা করিতে পারিলেই বন্ধনের অবসান ঘটে—মোক্ষ লাভ হয়।

মন যে লোককে নানা প্রকারেই বিড়ম্বনাগ্রস্ত করে, ইহা সকলেরই জ্ঞাত ও অনুভূত। মন পারতপক্ষে লোককে শান্তি দেয় না। সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া লোকে মনেরই বোঝা বহন করে। কথিত আছে, দুইটি ভিক্ষু মঠে ফিরিতেছিল, পথে একটা খাল, তাহা স্থানে স্থানে হাঁটিয়াই পার হওয়া যায়। ঐরূপ একটা স্থানে পৌঁছিয়া তাহারা দেখে, একটি সুশ্রী কিশোরী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিধেয় শাড়ী ভিজিয়া যাইবার ভয়ে দাঁড়াইয়া আছে। তখন একটি ভিক্ষু দুই হাতে তাহাকে তুলিয়া লইয়া খাল পার করিয়া নামাইয়া দিল এবং তৎপর সঙ্গীর সঙ্গে চলিতে লাগিল। সঙ্গীটি তাহার ঐরূপ বিসদৃশ আচরণ দেখিয়া ঘৃণায় ও রোষে মৃদুস্বরে বগ্ বগ করিতে করিতে চলিল। অনেক দূর যাইবার পর প্রথম ভিক্ষুটি সঙ্গীর ঐরূপ ব্যবহারের কারণ সম্বন্ধে সচেতন হইয়া বলিল, আরে ঐ মেয়েটা? আমি ত তাকে খালের পরেই নামাইয়া দিয়াছি, আর তুমি তাকে মাইলের পর মাইল বহিয়া চলিয়াছ!

এই মনকে শায়েস্তা করাই যোগের লক্ষ্য। 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'। চিত্তবৃত্তি, অর্থাৎ মনের ব্যাপার নিরোধ করার নামই যোগ। মন যে অত্যন্ত চঞ্চল ও দুর্দ্দমনীয়, ইহা সকলেই জানে। তবু ইহাকে স্থির করা যায় এবং নিজের আয়ত্তও করা যায়। বিক্ষেপ অর্থাৎ চঞ্চলতা দূর করিয়া একাগ্র করিতে পারিলে মানুষ তদ্দ্বারা বহু লৌকিক ও অলৌকিক শক্তি এবং জ্ঞান লাভ করিতে পারে।

অবশ্য ব্যাপারটি সোজা নয়, তাহা বলাই বাহুল্য। যোগীরাই বলেন, মনের কয়েকটি ভূমিতে যোগের প্রসঙ্গই উঠিতে পারে না। "ভূমি" শব্দের অর্থ অবস্থা। মনের পাঁচটি ভূমি—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। মনের উপাদান তিনটি—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। ইহাদিগকে গুণ বলা হয়। গুণ কি প্রকারে উপাদান হয়, এরূপ সন্দেহ স্বাভাবিক। সেইজন্য বলা আবশ্যক, গুণ শব্দের অর্থ এখানে দয়াদাক্ষিণ্যাদি বিশেষত্ব নয়, রজ্জু। রজ্জু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থে—গুণ শব্দ নৌকার মাঝিরা এবং নৌকা-যাত্রীরাও (বিশেষতঃ নদীবহুল পূর্ব্ববঙ্গে) ব্যবহার করে। মানুষের বন্ধনের কারণ বলিয়া সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিনটি রজ্জু। এই তিনটি যখন সাম্যাবস্থায়, অর্থাৎ কেহই অন্য দুইটি হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও প্রবল বা দুর্ব্বল নয়, এরূপ দশায় থাকে, তখন মনের কার্য্য হয় না। একটি প্রবল হইয়া অন্য দুইটিকে অভিভূত করিতে পারিলে স্বীয় স্বভাবের অনুরূপ কার্য্যে মনকে প্রবৃত্ত করে। এইরূপে রজোগুণ যখন অতিমাত্র প্রবল হইয়া মনকে এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ে এবং তাহা হইতে অপর এক বিষয়ে অনবরত ছুটাছুটি করায়, মনের সেই অবস্থাটি তাহার "ক্ষিপ্ত" ভূমি। ইহা যোগের অত্যন্ত প্রতিকূল। তমোগুণের অতিমাত্র প্রাবল্য ঘটিলে মোহ, নিদ্রা প্রভৃতি মনকে আচ্ছন্ন করে। ঐটি তাহার "মূঢ়" ভূমি। উহাও যোগের নিতান্ত প্রতিকূল। ক্ষিপ্ত হইতে কিঞ্চিৎ বিশিষ্ট অবস্থার নাম "বিক্ষিপ্ত"। ইহাতে মনের অস্থিরতার বাহুল্যের মধ্যে কখনও কখনও স্থিরতা আসে, কিন্তু স্বভাবতই হউক বা অন্তরায়ের দরুণই হউক বহুক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে না। এটিও যোগের ভূমি নয়। তবে অভ্যাস দ্বারা ও বৈরাগ্যের অনুশীলন দ্বারা এই ভূমিতে যোগের সূচনা করা সম্ভব। মনের একতান অবস্থার নাম "একাগ্র" ভূমি, সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় অবস্থার নাম "নিরুদ্ধ" ভূমি। এই দুইটি যোগের ভূমি। একাগ্র ভূমিতে যে যোগ হয়, তাহার নাম সম্প্রজ্ঞাত যোগ, নিরুদ্ধ ভূমির যোগ অ-সম্প্রজ্ঞাত যোগ।

মন যে অসীম ও অসীম জ্ঞান ও অসীম শক্তিসম্পন্ন, ইহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরীক্ষা হয় একাগ্র ভূমিতে। তখন তাহার চাঞ্চল্যসম্পাদক রজোগুণ এবং নিদ্রা-মোহাদিকারক তমোগুণ প্রকাশধর্ম্মাত্মক সত্ত্বগুণ দ্বারা অভিভূত হইয়া থাকে এবং সত্ত্বেরই প্রভাবে অতি দূরস্থ বা অতি নিকটস্থ বা অতি দুর্ভেদ্য আবরণে আবৃত অর্থাৎ সাধারণ ইন্দ্রিয়ের অগোচর স্থূল সূক্ষ্ম সকল প্রকার সত্ত্ববস্তুর সহিত তাহার সংস্পর্শ ঘটে এবং তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ তাহাতে প্রকটিত হয়। এই জ্ঞান আংশিক বা একাঙ্গের নয়, পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গস্পর্শী। ইহাতে অনুমান বা আগমের (শাস্ত্রাদি হইতে শুনা বিবরণের) কোনও স্থান নাই। ইহা পরোক্ষ নয় প্রত্যক্ষ। একাগ্র মনকে উপযুক্তরূপে প্রয়োগ করিতে পারিলে চতুর্দ্দশ ভুবনে যোগীর অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় কিছু থাকে না। জগদ্‌ব্যাপার ছাড়া তাঁহার অসাধ্যও কিছু থাকে না। তিনি কালের অধীন থাকেন না, ইচ্ছামৃত্যু হন। তাঁহার শরীরের উপাদানই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় বলিয়া পানাহার আবশ্যক হয় না এবং তিনি যতকাল ইচ্ছা, ততকাল দেহ ধারণ করিতে পারেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগুরু স্মৃতি

শ্রীনারায়ণচন্দ্র মুখার্জ্জী

আজ শ্রীগুরুর অপরিসীম করুণার কথা লিখতে বসে কেবলই মনে হচ্চে "এটা কি ঠিক করচি?" তাহার কারণ এই যে আমার ধারণা যে যিনি অব্যক্ত তাঁর লীলাও অব্যক্ত, সুতরাং সে অব্যক্তের লীলাপ্রসঙ্গ প্রকাশ করা অসম্ভব এবং করতে হলে মিথ্যার আশ্রয় নিতে বাধ্য হতে হয় এবং তদ্দ্বারা তাঁকে ছোট করা হয়। আবার যখনই মনে হয় যে মহাপুরুষের লীলা স্মরণে ক্ষণিকের জন্যও তাঁর সেই শান্ত সৌম্য সদানন্দ মূর্ত্তি চক্ষের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে জানিয়ে দেয় যে তাঁর সেই বিশাল আয়ত লোচনদ্বয় সর্ব্বদাই তাঁর প্রতিটি শিষ্য এবং ভক্তকে তার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তার প্রতিটি প্রতিকূল অণুর হাত থেকে রক্ষা ক'রে সেই মহান্ পথে চালিত করচে তখন আর লেখার লোভ সম্বরণ করতে পারি না। ইহা ছাড়া আমার কয়েকজন বিশিষ্ট গুরুভ্রাতার বিশেষ অনুরোধেও লিখতে বাধ্য হচ্চি। এই চিন্তা করে সেই চিরক্ষমী শ্রীগুরু আমাকে ক্ষমা করবেন।

লীলাটি লেখার পূর্ব্বে আমার পরিচয় দেওয়া একটু দরকার। আমি ৺দেবেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম পুত্র। আমার বাড়ী তেলিবেড়ি, জেলা বাঁকুড়া। আমি আমার প্রাচীন গুরুভ্রাতাদের নিকট "বাগা" বলে বেশী পরিচিত এবং শ্রীগুরুদেব আমাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"বাঘাই" বলে সম্বোধন করতেন। হায়! সেই সুমধুর কণ্ঠস্বর ইহজীবনে আর কি শুনতে পাবো? আমি আমার শৈশবাবস্থা হতেই শ্রীগুরুর অসীম দয়ার জন্যই তাঁর সঙ্গ লাভ করেছি। যখন আমার আন্দাজ ৬।৭ বৎসর বয়স তখন আমার একটি ফাঁড়া ছিল, সেইজন্য দয়াময় গুরুদেব আমাকে বহুদিন বর্দ্ধমান আশ্রমে তাঁর শ্রীচরণতলে স্থান দিয়ে রেখেছিলেন। প্রত্যহ দুইবেলা (তখন দয়াল বাবা দুইবার আহার করতেন) তাঁর সঙ্গে এক থালাতে আমাকে খাইয়েছিলেন। ওঃ! তাঁর সেই অসীম দয়ার কথা আজ মনে হওয়াতে চক্ষু আনন্দাশ্রুতে পূর্ণ হচ্চে। এইরূপে বহু দিন তাঁর সঙ্গসুখ লাভ ক'রে আমার গ্রহবৈগুণ্যের সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবকে (তিনি আমার নিকট উক্ত আশ্রমেই থাকিতেন) আমাকে বাড়ী নিয়ে যাবার আদেশ দেন। তার পর প্রতিটি উৎসবে বর্দ্ধমান যাইয়া দয়ালের শ্রীপাদপদ্ম সংবাহন করিবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। আজ প্রায় ৩৪ বৎসর পূর্ব্বে দয়ালের নিকট দীক্ষালাভ করে ধন্য হয়েচি। তাহার পর থেকে কতভাবে কত রূপে কয় প্রকারে যে তিনি আমাকে রক্ষা করেচেন বা এখনও করচেন তার বর্ণনা ক্রমশঃ দিবার ইচ্ছা রহিল। আজ কেবল দয়ালের স্থূলদেহ ত্যাগের কয়েকদিন পূর্ব্বের একটি লীলার কথা জানাবো।

ঘটনাটির সময় হচ্চে দয়ালের দেহত্যাগের কয়েকদিন পূর্ব্বের একটি রবিবার বেলা দুইটা বা আড়াইটা। তখন আমার পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করেচেন। আমি আমার স্ত্রীপুত্রকন্যা সহ ১০নং মহামায়া লেন, কালীঘাটে থাকতাম এবং তদানীন্তন Old

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Court House Street Calcuttaর, Ford Motorsএর Agent Jallan Mitra & Co.-তে কাজ করিতাম। আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব ছেলেবেলায় আমাকে শিক্ষা দিয়ে বলেছিলেন, "গুরু, দেবতা বা সাধুর নিকট কখনও রিক্ত হস্তে যাবে না। কিছু না পার তো ফুল নিয়েও যাবে।" আমি তাঁর সেই আদেশ অদ্যাবধি সাধ্যমত পালন করচি। পূর্ব্বোক্ত দিনে বেলা আন্দাজ দুইটা আড়াইটার সময় আমি দয়ালের শ্রীচরণ দর্শনের জন্য কালীঘাট রোড ধরে সোজা রওনা হলাম। সেদিন আমার পকেটে পাঁচটি পয়সা (একটি এক আনি ও একটি পয়সা) ছিল। আমি অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বেহুঁসের মত রাস্তা চলচি। চিন্তার কারণ—অতগুলি গুরুভায়ের সম্মুখে পাঁচটি পয়সা দিয়ে কি করে শ্রীগুরুর চরণ বন্দনা করিব। আমি এত অধিক চিন্তাগ্রস্ত হয়ে কলিকাতার ন্যায় সহরের পথে চলেচি যে গাড়ী, ঘোড়া, মোটর কিছুই আমার ভ্রূক্ষেপ নাই। এমত অবস্থায় আমি যখন হাজরা রোডের সঙ্গমস্থলে পৌঁছেচি ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একজন আমার ডানহাতটি টানিয়া আমাকে পিছু হটাইয়া দিবামাত্র আমার সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড মোটরগাড়ী সাঁ করিয়া চলিয়া গেল। ইহাতে আমার চমক ভাঙ্গিল। তখন আমি পিছু ফিরিয়া দেখি একজন শান্ত সৌম্য ব্রাহ্মণ খালি গায়ে পরণে সাদা সুতির বস্ত্র, লম্বা দাড়ি (শ্রীগুরুর ৪৫।৫০ বৎসর বয়সে যে রকম শরীর ছিল, সেই রকম) আমার দিকে তাকাইয়া বলচেন, "বাবা! কল্‌কাতার রাস্তায় চল্‌চ একটু দেখে চল, এখুনই মটর চাপা পড়তে যে।" আমি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁকে নমস্কার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে এগিয়ে চল্লাম। একটু পরে দেখি তিনি পিছু নিয়ে বলচেন, "গরীব ব্রাহ্মণ বাবা, কিছু দাও।" তখন অনিচ্ছা সহকারে পয়সাটি তাঁকে দিয়ে আমি হরিশ মুখার্জ্জী রোড ধরে চলেচি। ওমা! তিনি এখনও পিছু ছাড়েন নি, উপরন্তু বলচেন, "তিন দিন অনাহারে আছি বাবা, ছাপোষা ব্রাহ্মণ বাবা, একটি পয়সায় কি হবে বাবা।" তখন আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছি। ভাবচি "শ্যাম রাখি না কুল রাখি" অর্থাৎ গুরুকে কি দোব এই চিন্তাগ্রস্ত হয়ে মোটর চাপা পড়ছিলাম। ইনি আবার প্রাণদাতা। তখন আমার মনের অবস্থা অনুমান করুন। যাক্, আমি অত্যন্ত রাগ করেই তাঁকে সেই বাকী আনিটি দিয়ে হন্ হন্ করে এগিয়ে চল্লাম। সেই ব্রাহ্মণের দিকে ফিরে দেখলাম না। আশ্রমে গিয়ে শুনলাম শ্রীগুরুদেব তাঁর সেই ছোট্ট ঘরে শুয়ে আছেন। তখন তাঁর খুব বাড়াবাড়ি অবস্থা চল্‌চে। দেখুন! তাঁর ঐ দারুণ পীড়ার যন্ত্রণা ভোগ করতে করতেও তাঁর প্রতিটি শিষ্যের প্রতি তাঁর সম্পূর্ণ নজর আছে এবং রক্ষা করতে ছুটেচেন ঐ অবস্থাতে। ধন্য গুরু! বলিহারি গুরু! এত দয়া কোথায় পাবো? যাক্! আমি জুতা খুলে তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি ২।৩টি গুরুভাই এক কোণে বসে আছেন। আমি দয়ালকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে উঠতেই দয়াল তাঁর মাথার বালিশের পাশ থেকে একটি আনি ও একটি পয়সা তুলে ধরে মুখ ও চোখের ইসারায় আমাকে জানালেন যে উক্ত পয়সা তিনি গ্রহণ করেচেন। সেই দেখে শুনে আমি সমস্ত ঘটনাটি উপলব্ধি করে সাশ্রুনয়নে অধোমুখে বসে রইলাম। আবার বলি, ধন্য গুরু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিহারি গুরু। তখন আবার আমাকে বল্লেন, "আমি গরীব ব্রাহ্মণ, তোমরা আমার ছেলে, আমি ৩ দিন ডাক্তারের কথামত মানকচু সিদ্ধ খেয়েচি আর সঙ্গে সঙ্গে বমি করে অনাহারে আছি।" তখন আমি হতবুদ্ধি, নির্ব্বাক্ নিষ্পন্দ হয়ে তাঁর শ্রীমুখের দিকে বোকার মত চেয়েছিলাম মাত্র। আমার ন্যায় অধম সন্তানের লজ্জানিবারণের জন্য ঐ অবস্থায় তাঁর ঐ খেলা কেবলমাত্র তাঁকেই সাজে। প্রায় বাইস বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা লিখতে লিখতে আজও চোখ জলে ভেসে যাচ্চে, কলম বন্ধ হচ্চে, হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হচ্চে আর মনে হচ্চে সেই সদানন্দময় পুরুষ আজও সাথে রয়েচেন।

হে গুরুদেব! আপনার এই লীলা-প্রসঙ্গ লেখাকালীন জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যদি কোন মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকি তাহলে নিজগুণে ক্ষমা করবেন এই আশাতেই ইহা প্রকাশ করিলাম। জয় গুরু শ্রীগুরু!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শেষ স্মৃতি

(একটি ভক্ত—কটক)

১৩৪৪ সাল ৬ই বৈশাখ (খাতা হইতে)—

বাবা বাসন্তী অষ্টমীর দিন পুরী পৌঁছান। ঘণ্টা তিনেক পূর্ব্বে পুরী এক্সপ্রেস ভোর ৪টায় যখন কটক ষ্টেশনে থামে, তখন কটকের বহু গুরুভ্রাতা ভগিনী ষ্টেশনে গিয়ে বাবার চরণ দর্শন কোরে ধন্য হয়েছিল। আমরা এবং দিদিরা সকলেই গেছলাম। আমি একটি পদ্মফুলের মালা ১০৮ ফুলের তৈরী কোরে এবং একটি বেলফুলের মালা নিয়ে গেছলাম। সকলেই যার যার ইচ্ছামত জিনিষ প্রাণের দেবতার জন্য নিয়ে গেছলো। গাড়ী যখন ষ্টেশনে এসে পৌঁছাচ্ছে কি আনন্দ আমাদের প্রাণে। খুব বড় একটি কামরা রিজার্ভ। কতকগুলি শিষ্য বাবার সঙ্গে ঐ কামরাতে আছেন। কটকে সব শিষ্যরা উঠে একে একে প্রণাম কোরে নেমে এল। ১৫ মিনিট পরে এক্সপ্রেস ছেড়ে দিল পুরীর দিকে। সেই দিনই দুপুরের গাড়ীতে আমি, আমার মেয়ে প্রতিমা ও ননদ মনোরমা (বাবার শিষ্যা) ও মেজদি (শিষ্যা) চপলা পুরী রওনা হলাম। আমার স্বামী কার্য্যবশতঃ যেতে পারলেন না ব'লে আমায় অনুমতি দিলেন যাওয়ার জন্য। আমরা ৫টা নাগাদ পুরী পৌঁছালাম এবং আশ্রমে পৌঁছে সামনেই রায়সাহেব ননীদা (ম্যানেজার)-র সঙ্গে দেখা। তিনি তৎক্ষণাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের তেতলায় বাবার কাছে নিয়ে গেলেন। গিয়ে প্রণাম কোরলাম, পায়ে হাত দেওয়া তো সব সময় চলে না। এক এক সময় অনুমতি করেন। বাবার সেদিন কি আনন্দময় চেহারা আনন্দ যেন ধরে না হাসি উথলে উঠছে। হাস্যময় মুখে বললেন, "কিগো সব কেমন? ভালো তো?" আমি বলিলাম, সব ভালো।" জিজ্ঞাসা করিলাম, বাবা, "আপনার শরীর কেমন আছে?" বাবা বলিলেন, "এখানে কি রকম হাওয়া দেখ না, শরীর ভালো থাকবে না? গরম তো জানাই যাচ্ছে না।" কতকগুলি পুরুষ শিষ্য পাশে বসেছিলেন, তাঁদের বল্লেন, "কটকের সব ভারি যত্ন গো, জান, আবার মালা দিয়েছিল।" আমায় বললেন, "তোমার মালা বেশ হয়েছিল।" কি করে তিনি জানলেন আমিই মালা গেঁথেছিলাম তা তিনিই জানেন। কারণ মালাটি একটি মাঝারি ঝুড়িতে করে নিয়ে গেছলাম এবং পরাবার সময় আমার বড় বোন রাণীদিদি সেই ঝুড়ি নিয়ে গাড়ীতে উঠেন। আমার মেয়ে প্রতিমা ও দিদির সেজ মেয়ে বিনু সেই মালা তাঁকে পরিয়ে দেয়, আমি ভিড় ঠেলে যখন সেখানে পৌঁছাই তখন দেখি মালা তাঁর গলায় রয়েছে। আমার সঙ্গে মালার বিষয়ে কোন কথাই হয়নি, তা' ছাড়া অত লোকের ভিড়ে এবং কত কিছু উপহারের মধ্যেও আমার ঐ ক্ষুদ্র উপহারকে তিনি কতই সম্মান যে দিলেন। দয়াল তো করুণার সিন্ধু, অণু থেকেও ছোটতে তাই তাঁর করুণা সমানই ঝরে অঝোর ধারায়। প্রতিমাকে খুব আদর করে বললেন, "কিগো কেমন থিয়েটার করলে?" সকলকে বললেন, "সবাই মিলে কটকে যেতে হবে ওদের থিয়েটার দেখবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য।" প্রতিমা বলল, "আপনি তো এসে দেখেছিলেন।" তাতে প্রভু হেসে ঈষৎ মাথা হেলিয়ে স্বীকার করলেন। প্রতিমার তখন ভারী আনন্দ। তারপর বললেন, "যাও গো সব হাত মুখ ধুয়ে জল-টল খাও গিয়ে।" আমি বললাম, "বাবা, আমরা জেলা স্কুলে এক বন্ধুর বাড়ী থাকব ঠিক করেছি।" প্রভু বললেন, "বেশ করেছ, তাই হবে।" তখন সূর্য্য প্রায় অস্তাচলে অন্তর্দ্ধান হতে চলেছে, বাবাও বললেন, "এইবার আমি আহ্নিকে যাব।" আমরা প্রণাম করে সেদিনের মত বিদায় নিলাম। মুনীন্দ্র কবিরাজ এসে বললেন, "বাবা, আহ্নিকের সময় হয়েছে।" বাবা বললেন, "আরও ৫ মিনিট সময় আছে।"

৭ই বৈশাখ ভোরে আমরা কয়েকটি পদ্মফুল নিয়ে বাবার কাছে গেলাম। আমরা তেতলায় যেতেই বাবা হাসিমুখে বললেন, "এস", এবং ঘর থেকে বেরিয়ে ছাতের বারাণ্ডায় আরাম-চৌকীতে বসলেন। আমরা পায়ে ফুলগুলি দিলাম এবং পদধূলি নিলাম। এই পদধূলি নেওয়া সম্বন্ধে শিষ্যরা সকলেই অবগত আছেন পদস্পর্শ না করেই প্রণাম করা তাঁর নিয়ম ছিল। সে কারণ, যেদিন পদধূলি নেওয়ার অনুমতি পেতাম সেদিন পরম সৌভাগ্য বলেই মনে করতাম। বাবা পরম স্নেহময় ভাবে আমাদের পান এবং বড় এলাচের গুঁড়া দিলেন, যাহা সকালের দিকে সকল শিষ্যকেই নিজ হাতে প্রতিদিন দিতেন। ক্লান্ত থাকলে কোন শিষ্যের দিকে ডিবে এগিয়ে দিয়ে বলতেন, সকলকে পান দাও। তারপর বাবা প্রতিমাকে গান গাহিতে বললেন, গানের পর বাবা খুব হাসিখুসী ভাবে আমাদের সঙ্গে কত কথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কত গল্প করলেন। কিছু পরে দেখি একটি মাছি বাবার হাতের কব্জির পাঁচ ছয় আঙ্গুল উপরে বসে আছে, মনে হচ্ছে একটি লোমকূপের গর্ত্তের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঝলসে পুড়ে গেল মরে গেল। বাবা বললেন, "দেখ মাছিটা দেহের উত্তাপে পুড়ে গেল, এখন আমার শরীরে তাড়িত শক্তি এত হয়েছে যে এখন যদি বাঘও ছোঁয় মরে যাবে।" এই সময় বাবা অতি সাবধানে চেষ্টা করে মাছিটাকে লোমকূপের ভিতর থেকে ছাড়িয়ে মাটিতে ফেললেন। মাছিটা একটা বড় পদ্ম পাপড়ীর উপর পড়ল। দেখলাম মাছিটা ঝলসে পুড়ে মরে গেছে, হাত পা কুঁকড়ে সমস্ত শরীরটা কুঁকড়ে গেছে। কেন জানিনা, আমি হঠাৎ বললাম, "বাবা মাছিটা কি আর বাঁচবে না?" সামান্য একটা মাছি মরে গেল, সে বাঁচবে কিনা এ প্রশ্নের কি যে তাৎপর্য্য তা ভগবানই জানেন। বাবা বললেন, "হাঁগো, বাঁচলেও বাঁচতে পারে, পদ্মফুলের পরমাণুতে জীবনীশক্তি পেতেও পারে." এই বলে সেই পাপড়ীশুদ্ধ মাছিটি তুলে নজরের কাছে এনে পাপড়ীটা একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নেড়ে চেড়ে মাছিটা দেখে আবার মাটিতে পাপড়ীটি রেখে দিলেন। একটু পরেই দেখি আমাদের চোখের সামনেই মাছিটার পোড়া রং বদলাচ্ছে এবং মাছিটা সামনের দুটি পা নাড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে সবটুকু নিজ রং তার ফিরে এল। আমরা অবাক হয়ে বলে উঠলাম, মাছিটা বেঁচে উঠেছে। বলতে বলতেই সে উড়ে পালালো। জানি প্রভু আমার ইচ্ছাময়, যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। সকলেই পৃথক্ পৃথক্ অনেক দেখেছে শুনেছে এবং বলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমারও বাসনা ছিল এই চর্ম্ম চক্ষে তাঁর বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য কিছু দেখব চাক্ষুষ করব। ইহা তাঁহার প্রথম বিভূতি দেখলাম। কি যে আনন্দ পেলাম বলার নয় চাক্ষুষ কোরে। সামান্য কীটও যাঁর দয়া থেকে বঞ্চিত নয় এমন দয়াসিন্ধুর চরণে ঠাঁই পেয়েছি। জানি না কবে কি পুণ্য করেছি, তাই আজ আমরা ধন্য। কিন্তু মুগ্ধ হলাম না। যিনি ইচ্ছামাত্র অবহেলে কত সৃষ্টি স্থিতি লয় করতে পারেন, ইহা তো তাঁর অতি ক্ষুদ্র ব্যাপার। কিছু পরে পুরুষ শিষ্যরা এলেন, আমরা তখনকার মত বিদায় নিলাম। সেই দিনই কটকে দিদিকে লিখলাম তোমরা শীঘ্র এস, বাবা খুব আনন্দে আছেন। আমরা সর্ব্বদাই তাঁর সঙ্গে কথা কওয়ার সুযোগ পাচ্ছি ইত্যাদি।

বিকাল তিনটায় আবার আমরা প্রভুর নিকট গেলাম। আশ্রম থেকে মিনিট দুই তিনের পথ আমাদের বাসা। সামনেই গোপীদিদিরা বাসা নিয়েছিলেন। আমরা গোপীদিদি ও তাঁর পুত্রবধূ নাতি সকলে একত্রে বাবার কাছে গেলাম। বাবাও বাহিরে এসে আমাদের নিকট বসলেন। কত কথা গল্প হ'ল সাংসারিক এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধেও। তারপর প্রতিমাকে গান গাইতে বললেন, সে 'খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে' গানটি গাইল। বাবা বললেন, "জান গো তোমার গলা রসগোল্লার চেয়েও মিষ্টি।" তারপর বললেন, "অমন সুন্দর মেয়ে ভাল ঘরে পড়ে তবেই নিশ্চিন্ত। তেমন শ্বাশুরীর হাতে পড়লে হয় তো কোন কোণে বসে কাঁদবে সেই ভাবনা।" আমি মনে মনে বললাম, "তুমি স্বয়ং যার জন্য ভাবছ, আমার আর তার জন্য ভয় কি? তুমিই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাকে দেখো।" মেয়েটি আমার ভালই পড়েছে বাবার কৃপায়। বাবার প্রতি সে ত ভক্তিমতী বটেই, তার কন্যারা বাবাকে দেখেনি কিন্তু তাদেরও বাবার প্রতি অসীম ভক্তি, বিশ্বাস। আমি মনে করি ইহা শ্রীশ্রীবাবারই অপার করুণা।

৮ই বৈশাখ, বুধবার

তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সেরে বাবার কাছে গেলাম। কিছু করবী ফুল বাবার পায়ে দিলাম। মেজদি আমাদের গুরুভগিনী চপলা দেবী সতীশ চক্রবর্ত্তীর ভাজ, আমার ননদ গুরুভগিনী মনোরমা দেবী (অধুনা গুরুধামগতা), আমি ও কন্যা প্রতিমা আমরা এই চারজনেই পুরী গিয়াছিলাম এবং সর্ব্বদা একত্রেই বাবার কাছে যাইতাম। কিছু সময় বাবার সঙ্গে কথাবার্ত্তার পর প্রতিমার গান হোল, আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "বাবা, পায়ে হাত বুলিয়ে দেব ?" বাবা মাথা নেড়ে অনুমতি করলেন। আমার কত দিনের সাধ আজ পূর্ণ হল। প্রতিমা বাঁ পায়ে এবং আমি ডান পায়ে হাত বুলাতে লাগলাম। বললাম, "বাবা, আপনার পায়ের তলা কি নরম। পায়ের তলাটি লাল টুকটুক করছে যেন গোলাপী গোলাপ ফুল।" বেশ কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ প্রতিমা আনন্দ ত্রস্তস্বরে হাতটা আমার কাছে এনে বলল, "দেখ মা, আমার হাতে কি সুন্দর গন্ধ।" সত্যই তো, দেখি তার হাতে এক স্বর্গীয় সৌগন্ধ ভর ভর করছে। সে তাড়াতাড়ি আবার পায়ের তলায় হাত বুলাতে লাগল। আমিও তখন তাড়াতাড়ি ঐ পায়ে হাত বুলাতে লাগলাম যে ছিটে ফোঁটা গন্ধ নিশ্চয় আমার হাতেও লাগবে, কিন্তু আশ্চর্য্য একটুও গন্ধ হল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না আমার হাতে। বললাম, "বাবা, একি, ওর হাতে অত গন্ধ হল, সেই জায়গায় আমি এত হাত বুলাচ্ছি একটুও গন্ধ হল না কেন?" বাবা বললেন, "ওগো, ওদের অর্থাৎ কুমারীদের যে নির্ম্মল মন তাই হল। তোমাদের মনে যে ময়লা ঢুকেছে, হবে কি করে?" বাবার কাছে কুমারী অতি পবিত্র স্বয়ং ভগবতী। সে যে কি অপরূপ গন্ধ প্রাণ মন শান্ত হয়ে যায়। আমি বললাম, "বাবা, উহা কিসের গন্ধ?" বাবা বললেন, "উহা পারিজাতের গন্ধ।" আমরা স্তম্ভিত হয়ে স্বয়ং শিব গুরুরূপী ভব কাণ্ডারীর অপার মহিমায় বিমুগ্ধ চিত্তে অনুভব করতে লাগলাম ও পরিপূর্ণ পরিতৃপ্ত চিত্তে মৌন বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইলাম। তখন শিষ্য চিন্তামণি আচার্য্য (তখন গভর্ণমেণ্ট প্লীডার) মোটর নিয়ে এলেন বেড়াতে নিয়ে যাবেন গুরুদেবকে। বাবা বললেন, "আজ উঠি গো, একটু ঘুরে আসি।" আমরাও প্রণাম করে উঠলাম। বাবা ঘরের ভিতর উঠে গেলেন এবং বললেন, "তোমাদের বাবা এখন নবাব হয়ে গেছে, দেখ না এখনি কত সাজগোজ হবে, সিল্কের মোজা পরবে, তাঞ্জামে চড়ে নীচে নামবে।" তখন বাবার শরীর খুবই দুর্ব্বল, তাই ইন্‌ভ্যালিড চেয়ারে ওঠানো নামান হত। ঐ সময় প্রতিদিনই দেখতাম বাবা এক থলি পয়সা নিয়ে যেতেন, স্বর্গদ্বারের পথে অনেক আতুর ভিখারী বসত তাদের দিতেন। হা দৈনিক নিয়ম ছিল। আমরাও নীচে এসে আশ্রমের কুটনা কোট। পান সাজা শেষ করে বাসায় গেলাম। বিকালে পুনরায় বাবার কাছে এলাম। কিছুক্ষণ গল্প ও প্রতিমার গানের পর আমরা সকাল সকাল ফিরলাম। এ দিন জগন্নাথ মন্দিরে দর্শনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গেছলাম। আনন্দ আর আমাদের ধরে না। এত কাছে বাবাকে পাব স্বপ্নেও ভাবিনি। কাশীতে সব সময় নিয়মের মধ্যে দর্শন, অনেক লোক এক সঙ্গে যাওয়া আসা, দেখা করতে হলে কত পারমিশনের দরকার। তারপর হোমরা চোমরা শিষ্য অর্থাৎ সত্যই সেবক ভক্তদের হাত এড়িয়ে তবে বাবাকে পেতে হয়। সেই এখন, আমরা যখনি যাই আর কেউ নাই, কেবলি আমরা। কত সুখ দুঃখ পারমার্থিক সাংসারিক সব কথাই প্রাণ খুলে বাবার সঙ্গে গল্প, বোধ হয় এ জীবনে আর হবে না বলে এমন সুযোগ করে দিলেন। ইহাই জীবনের প্রথম ও শেষ সুযোগ।

৯ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার—

প্রাতে আমরা কিছু করবী ফুল নিয়ে বাবার চরণ দর্শনে আশ্রমে গেলাম। উপরে গিয়ে দেখি, ডাঃ শিব ভটচার্য্যি বাবার কাছে বসে আছেন ঘরের ভিতর। বাবা আমাদের দেখতে পেয়ে ভিতরে ডাকলেন, পুরুষ শিষ্য বা কোন পুরুষ থাকলে সেখানে মেয়েদের কখনোই যাওয়ার রেওয়াজ ছিল না। মেয়েদের সমষ্টি দল এবং পুরুষদেরও সমষ্টি দল সর্ব্বদাই স্বতন্ত্র অবস্থান আমাদের কাশী আশ্রমের রেওয়াজ ছিল। যাই হোক্ আমরা বাবার ডাকে ভিতরে গিয়ে করবী ফুল দিয়ে প্রণাম কোরলাম। বাবা বোল্লেন, "ইনি তোমাদের কটকেও কিছুদিন ছিলেন, ইনি শিব ভটচার্জ্জি ডাঃ, খুব ভালো ডাক্তার গো। আর আমার খুব সেবাযত্ন কোরেছে। বেশ ভাল লোক।" আমরাও বোললাম, "হাঁ বাবা, আমরা ওঁকে জানি, ওঁর বাবা কটকে মাষ্টার ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে আমাদের বাড়ীর পুরুষদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল।" বাবা আমাদের প্রণামী করবী ফুল একটি হাতে নিয়ে দেখতে, দেখতে বোল্লেন—এই যে ফুল এর কেশর থেকে জবা প্রভৃতি নানা রকম ফুল হোতে পারে, কিন্তু সে সব ম্যাজিক দেখে কে? আগে যে দেখতো টাকা লাগতো না, আমিই কুমারী খাওয়ার টাকা দিতাম। কিন্তু এখন আমার টাকা ফুরিয়েছে—উঁহারা জ্ঞানগঞ্জে বাকী টাকা নিয়ে গিয়েছেন, এবং "উমা" ভৈরবী মার হুকুম হোয়েছে, যে দেখবে সে কুমারী খাওয়াবে। শিব ভটচায্যি বোল্লেন, "হ্যাঁ, এই করবী ফুল থেকে বাবা আমাকে একটি খুব বড় হীরে কোরে দিয়েছেন, তার কাট ঠিক বিলাতের মত, আমি সেটি আংটি কোরতে দিয়েছি।" এখানে বলে রাখি ডাক্তার তাঁর যে চিকিৎসা এবং শুশ্রূষা করেছেন ইহা তাহারি পুরস্কার। বাবা সর্ব্বদাই বলতেন ডাক্তারকে কিছু না দিলে রোগ সারে না, ব্যয় না কোরলে ব্যারাম সারে না। বাবা মধুর হেসে বললেন, "হ্যাঁগো, ফুল আবার গান গাইতে পারে?" এই সময় কতকগুলি কথা উদ্ভিদ্ বিজ্ঞান সম্বন্ধে বললেন যাহা আমাদের বোধগম্য নহে, সম্ভবতঃ শিববাবু কিছু বুঝলেন। বাবা বললেন, "এই ফুলের গান আমি একজনকে শুনিয়েছিলাম। প্রথমে আমি রাজি হইনি, কিন্তু তার একান্ত আগ্রহে দেখাবার ব্যবস্থা করলাম।" উক্ত ভদ্রলোকের নামটি আমার মনে নাই, এবং ইহার অল্প পরেই বাবার দেহত্যাগ হওয়ায় আর আলোচনারও সুযোগ হয় নাই। এ বিষয়ে বাবার শিষ্য ও ভক্তেরা আর কেহ যদি কিছু জানেন দয়া করিয়া জানাইবেন। দশ হাজার আট টাকা লেগেছিলো কুমারী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খাওয়াতে। তাদেরি বাগানে যেখানে অনেক করবী ফুল গাছ সেইখানে গিয়ে যেই লেন্স এ ফোকাসিং করলেন, অমনি গাছ থেকে ফুলটি যেন হাসতে হাসতে গাইতে গাইতে উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে তার সামনে গাইতে গাইতে এলো। "কেন এত ফুল তুলিলি সজনী যতন করিয়া ভরিয়া ডালা," এই গানটি এত মধুর স্বরে গাইতে গাইতে এলো, লোকটি স্তব্ধ মুগ্ধ হোয়ে— প্রথমে ভয় পেয়ে গেছলো। কিন্তু পরে ভারি আমোদ পেলো। এখানে বলে রাখি বাবার উক্ত ফুলের গানের বিষয় বাবার কোন শিষ্য বা ভক্ত কাহারো এ বিষয়ে কিছু জানা বা দেখা থাকলে দয়া কোরে সে বিষয়ে জানাবেন। তার পর করবী ফুলের কেশরে হাত বুলাতে লাগলেন এবং বললেন আমার দিকে ফিরে, "দেখ ফুলে অন্য গন্ধ হয়েছে।" দেখলাম, সত্যই ফুলে তখন খসের গন্ধ ভর ভর কোরে বেরোচ্ছে। পরেই বললেন, "সরে এস", আমার হাতে আঙ্গুল ঘসে দিলেন, বললেন, "গন্ধ বদলাচ্ছে, বলতো এখন কি গন্ধ?" দেখলাম খাঁটি গোলাপের গন্ধ আমার হাতে ভর ভর কোরছে। তখন বাবা সকলকেই এক একবার হাতে আঙ্গুল ছুঁইয়ে গন্ধ করে দিলেন। আমাদের সকলের হাতে সেই স্বর্গীয় সুগন্ধ ভুর ভুর কোরতে লাগল। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর আমরা সেই আনন্দময় মহাযোগীশ্বরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ী ফিরলাম। পুনরায় বিকেলে গেলাম।

গন্ধ-বাবা তব দেহ সৌরভ মহিমা,
সে স্বর্গীয় গন্ধ
স্মরিলে পুলকে শিহরিয়া উঠে প্রাণ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খসে পড়ে সংসারের যত গ্লানি,
ঘুচে যায় মহাঘোর মোহ বন্ধ।
একটি ওই তব তর্জ্জনী অঙ্গুলিটি হ'তে
সম্মুখে বসিয়া মোরা দেখিয়াছি অবিরাম
কতো কতো সৃজন তোমার।
ক্ষুদ্র কীট সেও তব দয়া হ'তে হয়নি বঞ্চিত,
মৃত দেহে তারো কতো বার
করিয়াছ প্রাণের সঞ্চার॥
কতো ফুল ফল হীরা মণি সোনা সুমিষ্ট খাবার
স্বর্গীয় সুমনোহর সুগন্ধ অপার,
হেরিয়াছি অপার করুণা রাশি
তোমার হৃদয় কন্দরে।
ছার ক্ষুদ্র মাছি তব
অঙ্গ স্পর্শে যবে পুড়ে হোল ছাই,
হে করুণা নিধি হাতে তুলি তারে
দৃষ্টি দানে কি অমৃত সিঞ্চিলে তারে,
প্রাণ পেলো সেই ক্ষুদ্র কীট,
ডানা মেলে উড়ে গেল
সেই পোড়া মরা মাছি
সম্মুখে সবার।
অপার সে করুণা তোমার
শিষ্যদের দুখ জ্বালা করিতে মোচন
নির্বিচারে নিজ দেহে নিয়াছো গো টানি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যত ব্যাধি
যত তাপ যত গ্লানি হতে
দয়ায় করেছো সবে ত্রাণ।
নীলকণ্ঠ সম ওগো ভোলানাথ তুমি শিব
শিষ্যদের যত তাপ দাহ বিষ ধারণ কোরেছ তুমি
হেলায় করুণা ভরে,
বিলায়েছো সুধা সবে ফিরায়েছো অমৃতের পানে,
বিশুদ্ধ আনন্দ তাই ভরে আছে সকলের প্রাণে।

বাবা একটু পরেই বেরিয়ে এসে ছাতে আরাম চেয়ারে বসলেন। ভারি আনন্দ ভরা মুখ। হেসে হেসে কত কথাই বোলতে লাগলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "বাবা, আপনার শিষ্যদের ভিতর কেউ বিশেষ সিদ্ধিলাভ করেছে কি?". তিনি বললেন, "একটি শিষ্য আছে, তিনি এখন নেপালে পাহাড়ে আছেন।" তাঁর গুরুভক্তি এবং সাধন সম্বন্ধে অনেক কথাই বললেন, তাঁর নামটিও আমার মনে নাই। এ সম্বন্ধে কারো কিছু জানা থাকলে দয়া কোরে জানাবেন। তারপর প্রতিমার গান হোলো। প্রণামান্তে সেদিনের মত ফিরলাম।

১০ই বৈশাখ, শুক্রবার।

প্রাতে আমরা তেমনি প্রভুর দর্শনে গেলাম। একটু পরেই মোটর এলো, বাবা বেড়াতে গেলেন। আমরা সেদিন আশ্রমে প্রসাদ পাবার ব্যবস্থা করেছিলাম। বাবার রান্না গোপীদাদার স্ত্রী করতেন, ওঁরাও আশ্রমের কাছেই বাড়ী ভাড়া করেছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা নীচে গিয়ে আশ্রমের কুটনা এবং পান তৈরী করছি, এমন সময় আমার দিদি ও ভগিনীপতি শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এসে পৌঁছলেন কটক থেকে। আরও আনন্দ হল সেদিন থেকে বিধুবাবুর বাড়ীতেই থাকার ব্যবস্থা হল যাহা আশ্রমের কম্পাউণ্ডের ভিতর বাবার বাড়ীর পাশেই।

দুদিন পরে আমার স্বামী শ্রীবিমলাচরণ রায় চৌধুরী, পুত্র পতাকীকে নিয়ে এলেন। ক্রমে কটক থেকে আমাদের সকল আত্মীয় বন্ধু অনেকে আসতে লাগলেন। গত ফাল্গুন মাসে কাশীতে বাবার জন্মোৎসবের সময় কটকে আমাদের বাড়ীর এবং দিদির বাড়ীর ছেলেমেয়েরা মিলে আমাদের বাড়ীতে "ভক্তির ডোর" থিয়েটার করেছিল। আমাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ঐ প্রসঙ্গে বাবা খুব আনন্দ প্রকাশ করতেন। সেজন্য বাবার ইচ্ছানুসারে কটক থেকে সমস্ত সাজ সরঞ্জাম সহ মেয়েছেলেদের এনে একদিন আশ্রমে থিয়েটার করান হল। বাবা কত আনন্দ করলেন, বলবার নয়। পুরীতে যে কদিন ছিলেন বাবা, আমরাও সে কদিন ছিলাম। এ দেহে ঐ দেবতার সঙ্গ আর হবে না। বাবা তাই চূড়ান্তভাবে চরণছায়ে ঐ কদিন রাখলেন। বাবা যেদিন কলিকাতা রওনা হইলেন, সেদিন আমরাও কটক রওনা হইলাম। সারা গাড়ীতে মেয়েরা বাবার নামের গান গাইতে গাইতে এল। বাবার সঙ্গে একসঙ্গেই ষ্টেশনে এলাম। প্ল্যাটফর্ম্মে চেয়ারেই বাবা বসেছিলেন, আমরা তাঁর পদপ্রান্তে স্থিরভাবেই বসেছিলাম। কারও চোখই অশ্রুশূন্য ছিল না। তবুও প্রাণ আমাদের তখন পরিপূর্ণ। তখন কেবলই মনে হোত, চাওয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাওয়ার আর কিছু নাই, কোথাও কমি নাই, কোথাও শূন্য নাই, সবই পরিপূর্ণ।

তখন কে জানত, পার্থিব দেহে প্রভুকে সেই শেষ দর্শন। হে সর্ব্বভয়ত্রাতা, অভয়দাতা, সংসার ঘোরে সদাই অন্যমনস্ক আমি। জানি তুমি চরণে টেনে রাখবেই, স্খলিত হতে দেবে না, তাই বিশুদ্ধানন্দেই আমাদের সমাপ্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"অলৌকিক"

[উপরি লিখিত শিরোনামযুক্ত একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ এই ১৩৬৬ পৌষ মাসের "প্রবাসী" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। প্রবন্ধ লেখকের নাম শ্রীসুজিত কুমার মুখোপাধ্যায়। সম্পাদক]

১৯৩৭ সনের সেপ্টেম্বর মাস। রবীন্দ্রনাথ শান্তি-নিকেতনে গুরুতর রূপে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মনীষী নীলরতন সরকার মহাশয় ছুটে এলেন তাঁর চিকিৎসার জন্য। তাঁর সঙ্গে এলেন বাংলাদেশের সেরা সেরা ডাক্তার।.....

কবি আরোগ্য লাভ করলেন। এবার নিশ্চিন্ত হয়ে সরকার মহাশয় তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে আশ্রম দর্শনে বাহির হলেন।

চীন ভবন তখন নূতন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। .....মাঝখানে মাত্র দুখানি বৃহৎ প্রকোষ্ঠ। তার একটিতে চীনা গ্রন্থাগার। অন্যটিতে তিব্বতী পুস্তকাদি এবং গবেষণা গৃহ। .....সরকার মহাশয় ধীর পদক্ষেপে সেথায় উপস্থিত হলেন। শুভ্রকেশ প্রশান্ত প্রসন্ন মূর্ত্তি।

.....বৌদ্ধ শাস্ত্রের তিব্বতী অনুবাদ রাশি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। আমরা তার পরিচয় দিলাম।

সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বতের সঙ্গে ভারতের ধার্ম্মিক ও সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। তারপর থেকে বহু শতাব্দী ধরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভারতীয় পণ্ডিতগণ তিব্বতে যান এবং তিব্বতীগণ ভারতে আসিতে থাকেন। সমস্ত বৌদ্ধ ত্রিপিটক তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়। ত্রিপিটকের অন্তর্গত নয় এরূপ বহু বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থেরও তিব্বতী অনুবাদ আছে। সপ্তদশ শতাব্দীতেও পাণিনি ব্যাকরণের (প্রক্রিয়া কৌমুদীর) তিব্বতী অনুবাদ করা হয়েছে তদানীন্তন দলাইলামার নির্দ্দেশে। .....তারপর থেকে তিব্বতের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়।

মনীষী নীলরতন তাঁর স্বাভাবিক শান্তস্বরে বললেন, "কিন্তু ধার্ম্মিক যোগসূত্র আজও ছিন্ন হয় নাই। তিব্বতী ও ভারতীয় যোগীদের সম্বন্ধ আজও অটুট রয়েছে।

"আপনারা হয়ত বিশুদ্ধানন্দের নাম শুনে থাকবেন। কাশীতে তিনি গান্ধীবাবা* বলে পরিচিত। তাঁর গুরু তিব্বতী। গুরু ও শিষ্য উভয়েই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন।

"আমি তাঁর অলৌকিক শক্তির প্রত্যক্ষ দর্শী। কলকাতায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, আমি তাঁকে শ্রদ্ধাভরে একটি ফুল দেই। তিনি আমাকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে দিয়ে ঐ ফুলটিকে হীরাতে পরিণত করেন। যাদু বিদ্যার হীরা নয়, যথার্থ হীরা। মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় ও আমি উভয়েই সে হীরা পরীক্ষা করলাম। এর পূর্ব্বেও তিনি এইভাবে হীরা তৈরী

---

* "গন্ধ বাবা" নামই বহু প্রচলিত ছিল। "গান্ধী বাবা" ঐ নামের বোধ করি অজ্ঞতামূলক বিকৃত রূপ।

বি. বা. সম্পাদক.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেছেন এবং আমি জানি তাঁর প্রদত্ত সেই হীরা বাজারে ত্রিশ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে।

"আমি করযোড়ে প্রণাম করে তাঁকে সেই হীরা ফেরৎ দিলাম। বিনীত ভাবে বললাম—আমায় আর প্রলোভন দেখাবেন না। আশীর্ব্বাদ করুন আমার যেন অর্থাসক্তি দূর হয়।"

আমরা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ঐ অপূর্ব্ব অলৌকিক কাহিনী শ্রবণ করলাম। অন্য কোনও ব্যক্তির মুখ হইতে এ কথা শুনলে আমরা তা "গাঁজাখুরি" বলে উড়িয়ে দিতাম। কিন্তু বাংলার সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয় সত্যনিষ্ঠ নীলরতন সরকার মহাশয়ের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ঘটনায় অবিশ্বাস করি কিরূপে ?

[উক্ত প্রবন্ধের লেখক প্রদত্ত একটি ফুটনোট আছে তাহা এইরূপ :—দীর্ঘকাল পূর্ব্বের (বাইশ বৎসরের) ঘটনা। এ পর্য্যন্ত অনেককেই এ কথা বলেছি কিন্তু (সম্ভবত: আলস্যে ও সঙ্কোচে) লিপিবদ্ধ করিতে পারি নাই। এখন এ কথা প্রকাশ করাই কর্ত্তব্য মনে হইল। সম্পাদক]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিছা ভয়

রায় সাহেব শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, কবিরত্ন, এম-এ

যদি তব দেখা পাই—
মরণের মুখে, হে দয়াল গুরু,
তবে আর ভয় নাই।
যতই ঘনিয়ে আসিছে সে দিন
তত ভয় কেন আসে ?
কেন ভুলে' যাই রয়েছ সদাই
দাঁড়ায়ে আমারি পাশে ?
সময় হইলে দিবে না কি দেখা,
নিবে না কি হাতে ধরি' ?
কালের কবলে ফেলিয়া আমারে
যাইবে কি তুমি সরি' ?
কাণ্ডারী তুমি এই তরণীর,
আমি দাঁড় বেয়ে যাই ;
কালো মেঘজালে আকাশ ছাইলে
তোমার পানেতে চাই।
দৃঢ় হাতে তুমি হাল ধরে' আছ,
আমার কেন বা ভয় ?
কবে কুল পাব, কোন ঘাটে যাব—
সে ভাবনা মোর নয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিখিয়ে দিয়েছ যে গানের পদ
তাই মনে মনে গেয়ে
তালে তালে তার টেনে যাব দাঁড়,
তরণী চলিবে ধেয়ে।
কর্ম্মের গুণে পাইনি তোমারে—
এ শুধু কৃপার খেলা,
কর্ম্মের দোষে হারাই না যেন
দেখো তা' যাবার বেলা।

LIBRARY
No.....
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমদ্ বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব বিষয়ক প্রকাশিত

পুস্তকাবলী

১। শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ (৫ খণ্ড)—

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ প্রণীত

প্রথম ভাগ—চরিত-কথা—১ (পুনর্মুদ্রিত)—১৲ টাকা

দ্বিতীয় ভাগ—তত্ত্ব-কথা—১—১।• আনা

তৃতীয় ভাগ—লীলা-কথা

পূর্বার্দ্ধ—১—১।• আনা

উত্তরার্দ্ধ—১-২—১৲+১৲ টাকা

২। যোগিরাজাধিরাজ শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস—

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত প্রণীত—৫৲ টাকা

৩। শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস রচিত গীতরত্নাবলী—

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ সম্পাদিত—।৵• আনা

৪। বিশুদ্ধবাণী— শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ সম্পাদিত

প্রথম ভাগ—২৲ টাকা

দ্বিতীয় ভাগ—২৲ টাকা

তৃতীয় ভাগ—২৲ টাকা

চতুর্থ ভাগ—২৲ টাকা

পঞ্চম ভাগ—২৲ টাকা

ষষ্ঠ ভাগ—২৲ টাকা

সপ্তম ভাগ—২৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—

কার্য্যকারক—

"বিশুদ্ধানন্দ কানন আশ্রম"

মালদহিয়া, বারাণসী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi